

অথর্ববেদীয়া
মুক্তকোপনিষৎ ।

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্কর-ভগবৎকৃত-
পদভাষ্য সমেতা ।

মূল, অন্বয়মুখা ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত ।

সম্পাদক ও অনুবাদক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ।

সহকারী সম্পাদক, সম্বাদিকারী ও প্রকাশক—

শ্রী অনিলচন্দ্র দত্ত ।

লোটাস্ লাইব্রেরী ।

২৮১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৩১৮ সাল ।

All rights reserved.

প্রিন্টার—ত্রিযোগেশচন্দ্র অধিকারী।
মেট্রিকাল প্রেস,
৭৬ নং বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

আভাস ।

পঞ্চম খণ্ডে মুণ্ডকোপনিষৎ প্রকাশিত হইল ; অর্থরক্ষাধায় যে অষ্টাবিংশতি উপনিষৎ আছে, উক্ত মুণ্ডকোপনিষৎখানি তাহাদের অন্ততম। অর্থরক্ষাপরিশিষ্টে অর্থরক্ষাধায় উপনিষদের সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, তাহা এইরূপ—(১) মুণ্ডক, (২) প্রশ্ন, (৩) ব্রহ্মবিজ্ঞা, (৪) কুরিকা, (৫) চুলিকা, (৬) অর্থরক্ষাশিরা (৭) অর্থরক্ষাধা, (৮) গর্তোপনিষৎ, (৯) মহোপনিষৎ, (১০) ব্রহ্মোপনিষৎ, (১১) প্রাণায়ামহোত্র, (১২) নাদবিন্দু, (১৩) ব্রহ্মবিন্দু, (১৪) অমৃতবিন্দু, (১৫) ধ্যানবিন্দু, (১৬) তেজোবিন্দু, (১৭) যোগশিখা, (১৮) যোগতত্ত্ব, (১৯) নীলরক্ত, (২০) কালারিক্ত, (২১) তাপিনী, (২২) একমণ্ডী, (২৩) সন্ন্যাসবিধি (২৪) আরাধি (২৫) হংস, (২৬) পরমহংস (২৭) নারায়ণোপনিষৎ ও (২৮) বৈতথ্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অর্থরক্ষাবেদে এতগুলি উপনিষৎসঙ্গে আচার্য্য শঙ্করবাহী কেবল প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? এই দুইটি উপনিষদে এমন কি বৈচিত্র্য বা গুরুত্ব আছে, যাহাতে অপর সমস্ত উপনিষৎ বাদ দিয়া কেবল এই দুই খানি মাত্র আর্থরক্ষ উপনিষদের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিলেন ?

এতদ্বত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা করাই আচার্য্য শঙ্করবাহীর হৃদয়গত অভিলাষ ; ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে বিস্তৃত অর্থতবাদ সংস্থাপন করিয়া, অজ্ঞানকে জীবনবিহকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে, হইলে উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই ; কারণ উপনিষৎ-শাস্ত্রই ব্রহ্মসূত্রের এক মাত্র উপজীব্য—উপনিষদের কমনীয় উপদেশময় কুসুমরাশি একত্র স্নন্দর সুশৃঙ্খলরূপে গ্রহণ করাই ব্রহ্মসূত্রের প্রধান কার্য্য। আচার্য্য যদি সেই উপনিষৎ-শাস্ত্রগুলি উপেক্ষা করিয়া, কেবল ব্রহ্মসূত্রেরই ব্যাখ্যা করিতেন—শুধু যুক্তিবোধে আপনায় অভিমত বাদের নীমাংসা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে হয়ত অনেকই তাঁহার সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন। কারণ, ব্যক্তিবিশেষের মনঃকল্পিত অবৈদিক সিদ্ধান্তসমূহ যুক্তসং হহলো ও ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাব-শঙ্কায় সজ্জনের সমাদরণীয় হয় না।

পক্ষান্তরে—স্বমত সমর্থনের জন্য উপনিষদ-বাক্যরাশি উদ্ধৃত করিলেও

সেই সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থ অগ্ররূপ কিনা, তদ্বিষয়েও কেহ নিঃসংশয় হইতে পারিতেন না। এই কারণেই উপনিষদের সহিত ব্রহ্মসূত্রের সামঞ্জস্য বা ঐকমত্য সংরক্ষণার্থ আচার্য্য সর্বদা উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। পৃথক পৃথক এক একটি উপনিষদের ব্যাখ্যা দ্বারা যে সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যায় পর্যায়ক্রমে সেই সকলেরই সার-সংকলনপূর্বক সুশীমাংসা করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তবে একরূপও দুই একটি উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়, আচার্য্য যাহাদের ব্যাখ্যা করেন নাই; কিন্তু তাহার পরিমাণ খুবই কম।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, অথর্কশাখায় অষ্টাবিংশতি উপনিষৎ থাকিলেও একমাত্র মুণ্ডকোপনিষদ্ ভিন্ন আর কোনটিই ব্রহ্মসূত্রে পরিগৃহীত হয় নাই; পরন্তু মুণ্ডকোপনিষদেরই “যৎ তৎ অদেষ্ঠ্যং” ইত্যাদি ঋতিবাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের “অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।” (১।১।২১) সূত্রটি বিরচিত হইয়াছে; কাজেই মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যা করা আচার্য্যের আবশ্যক হইয়াছে। মুণ্ডকের সহিত প্রম্লোপনিষদের যে, বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা আমরা ইতঃপূর্বেই বলিয়াছি; কাজেই সাক্ষাৎপরস্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের সহিত যে, প্রম্লোপনিষদের সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; সুতরাং তাহার ব্যাখ্যাও ব্রহ্মসূত্রের অনুপযোগী হয় নাই।

প্রশ্নের জ্ঞায় মুণ্ডকেও প্রশ্ন-প্রতিবচনচ্ছলে পরতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষ এই যে, প্রশ্নে ছয় জনে ক্রমে ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন, মুণ্ডকে একমাত্র শৌনক ঋষি প্রশ্নকর্তা, অজিরা ঋষি তাহার উত্তরদাতা। প্রষ্টব্য বিষয়—এক-বিজ্ঞানে সর্ক-বিজ্ঞান, অর্থাৎ এমন কোনও পদার্থ আছে কি, যাহা একটি-মাত্র জানিলেই অপরাপর সমস্ত পদার্থ জানা হইয়া যায়?

তদুত্তরে অজিরা বলিলেন,—জগতে জীবের জাতব্য বিষয় দুইটি—‘পরা বিজ্ঞা’ ও ‘অপরা বিজ্ঞা।’

অপরা বিজ্ঞার স্বরূপ, বিষয় ও ফল যথাযথভাবে জানিতে না পারিলে, অজিরা কান্নারও বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না; তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য না হইলেও পরা বিজ্ঞা বিষয়ে কখনই রুচি ও প্রবৃত্তি আসিতে পারে না; এই কারণে প্রথমে অপরা বিজ্ঞার কথা শেষ করিয়া, পশ্চাৎ পরা বিজ্ঞা সম্বন্ধে বাহা বাহা বক্তব্য, তৎসমুদয় বলা হইয়াছে।

সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম সর্বত্র সর্ব বস্তুতে ওত-প্রোতভাবে সন্নিহিত রহিয়াছেন ; তাঁহার সেই সর্বাশ্রয়্য গ্রহণ না করিয়া যে, দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার আরাধনা বা উপাসনা করা, তাহাই অপরা বিজ্ঞার বিষয়। পরিচ্ছিন্ন স্থানবিশেষ-প্রাপ্তি এবং পরিমিত অর্থ-সম্ভোগ তাহার ফল। ঋক্, যজুঃ, সামাদি কৰ্ম্মপর বেদভাগ উক্তবিধ উপদেশে পরিপূর্ণ ; এই জ্ঞাত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রগুলিকেও ‘অপরা বিজ্ঞা’ নামে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। আর যে বিজ্ঞাদ্বারা দৃশ্যমান জগতের মিথ্যাভ্রম অঙ্কর পর ব্রহ্মের কূটস্থ সত্যত্ব ও সর্বাশ্রয়্যকত্ব এবং তাহার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় জানা যায়, তাহাই পরা বিজ্ঞা ; পরা বিজ্ঞা ও ব্রহ্মবিজ্ঞা অতির পদার্থ। প্রথমোক্ত অপরা বিজ্ঞার ফলে তীব্র বৈরাগ্য না হইলে, এই পরা বিজ্ঞার প্রবৃত্তি হয় না ; এই কারণে প্রথমে অপরা বিজ্ঞা এবং পরে পরা বিজ্ঞা ও তদা-নুযজিক বিষয় গুলি পর পর সন্নিবেশিত ও সমাধিত হইয়াছে। ইতি।

শ্রীদুর্গাচরণ শৰ্ম্মা

সম্পাদক।

মুণ্ডকোপনিষদের বিষয় ও সূচী ।

প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে শ্রুতি—শ্রুতিপর্য্যন্ত ।

বিষয়

শ্লোক-সংখ্যা

হইতে—পর্য্যন্ত ।

- ১। ব্রহ্মা হইতে যে সমস্ত আচার্য্য-পর্য্যায়ক্রমে এই ব্রহ্মবিজ্ঞা অগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার নির্দেশ । ... ১—২
- ২। ব্রহ্মবিজ্ঞালাভের উদ্দেশে অজিরা ঋষির নিকট শৌনকের গমন এবং এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্ন কথন । ... ৩—০
- ৩। অজিরা কর্তৃক পরা ও অপরাভেদে বিজ্ঞার বৈবিধ্য কথন এবং পরা ও অপরাবিজ্ঞার স্বরূপ নিরূপণ । ... ৪—৫
- ৪। পরা বিজ্ঞার বিজ্ঞার বিষয় অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ কথন এবং উর্ণনাতদৃষ্টান্তে ব্রহ্মের সর্বকারণত্ব সমর্থন । ... ৬—৯

দ্বিতীয় খণ্ডে—

- ৫। অপরা বিজ্ঞার বিষয় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের উপদেশ এবং অভ্যহানিতে দোষ কথন । ... ১—৩
- ৬। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা কথন, অবস্থাভেদে সেই সকল জিহ্বার আহুতির প্রশংসা ও ফল নির্দেশ । ... ৪—৬
- ৭। জ্ঞানরহিত কর্ম্ম ও কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ জনের নিন্দাপূর্ব্বক পুনরাবৃত্তি কথন । ... ৭—১০
- ৮। সপ্তম ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন আশ্রমোচিত কর্ম্মাহুত্যাভ্যুৎপত্তির সাংসারিক ফল লাভ কথন । ... ১১—০
- ৯। সাংসারিক কর্ম্মফলে বৈরাগ্য লাভের পর ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশের জন্য ব্রহ্মবিৎ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ এবং গুরুর পক্ষেও উপযুক্তশিষ্যে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশের বিধি । ... ১২—১৩

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে—

- ১০। সত্য স্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে অগ্নি-ফুল্লজ দৃষ্টান্তে বিবিধ জীবোৎপত্তি কথন । ... ১—৬
- ১১। অক্ষর পুরুষের সর্বকারণত্ব ও সর্বাশ্রয়ত্ব ও অপ্রাণত্বাদি কথন এবং ভবিজ্ঞানের ফল অবিজ্ঞানিহুতি কথন । ... ২—১০

দ্বিতীয় খণ্ডে—

বিষয়

শ্লোক-সংখ্যা
হইতে—পর্যন্ত ।

১১ । ব্রহ্মের সর্বভূতে গুহাচরত্ব ও সর্বাশ্রয়ত্ব কথন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিবার উপদেশ । ... ১—২

১২ । অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়-কথন-প্রসঙ্গে প্রণব প্রভৃতির ধনুর্নাদি ভাবে রূপককল্পনা এবং লক্ষ্য ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশপূর্বক তদ্বিজ্ঞানের ফল কথন । ৩—৯

১৩ । স্বর্যাদি জ্যোতিঃ তাঁহাকে প্রকাশকরিতে পারে না, তিনিই স্বর্যাদি জ্যোতির প্রকাশক ইহা প্রতিপাদন এবং তদ্বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান কথন । ১০—১২

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে—

১৪ । দেহকে ব্রহ্মরূপে এবং জীব ও পরমাত্মাকে তইটি পক্ষিরূপে কীৰ্ত্তন । একই দেহ-রূপে উভয়ের অবস্থান, এবং জীবের ভোক্তৃত্ব আর পরমাত্মার অভোক্তৃত্ব—ঔদাসীণ্য কথন ১—২

১৫ । ব্রহ্মজ্ঞের ব্রহ্মসাক্ষ্যপালাভ এবং সর্বশ্রেষ্ঠত্ব কথন ৩—৪

১৬ । ব্রহ্মজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানের সহকারী সত্যাদি সাধন নিরূপণ ও তৎপ্রশংসা । ৫—৬

১৭ । ব্রহ্মের হৃজের স্বত্ব ও তদুপলব্ধির জগৎ চিত্ত শুদ্ধির একান্ত আবশ্যিকতা কথন । ৭—১০

দ্বিতীয় খণ্ডে—

১৮ । কামনা বিহীন মুমুক্শুর পক্ষেই আত্মদর্শনের সুলভত্ব কথন । ১—২

১৯ । একমাত্র অভেদাত্মসন্ধান ভিন্ন কেবল পদ-পদার্থাদি জ্ঞানে আত্মদর্শনের অসম্ভাবনা কথন । ৩—৪

২০ । আত্মবিৎ পুরুষের কৃতকৃত্যতালাভ, দেহত্যাগের সঙ্গে দেহোপাদান প্রাণাদি পঞ্চদশ কলায় নিজ নিজ কারণে বিলয় প্রাপ্তি এবং সর্বোপাধি পরিত্যাগ পূর্বক নির্কিংশে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি কথন ৫—৯

২১ । ব্রহ্মবিজ্ঞা সম্প্রদানের উপযুক্ত পাত্র নির্দেশ এবং শাস্ত্রার্থের উপসংহার । ১০—১১

অথর্ববেদীয়- মুক্তকোপনিষৎ

শাক্ত-ভাষ্যসমেতা ।

অথ প্রথমমুক্তকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

॥ ওঁ ॥ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ভদ্রং কর্ণেতিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ । ভদ্রং পশ্যেমাঙ্কতির্বজ্রাঃ ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তকুবাৎসন্তনৃভিঃ । ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পাই,
চক্ষু দ্বারা যেন উত্তম বিষয় দর্শন করিতে পাই, এবং স্থিরতর অঙ্গ-
সম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর যে আয়ু, তাহা
যেন ভোগ করিতে পাই ॥ ১ ॥

ভাষ্যাবতরণিকা ।

ওঁ ॥ 'ব্রহ্মা দেবানাম্' ইত্যাদ্যাধ্বর্ষণোপনিষৎ (১) ।

(১) 'ব্রহ্মোপনিষৎ' 'প্ৰতীপনিষৎ' প্রভৃতির আধ্বর্ষণবেদস্ত বহু উপনিষদ: সন্তি ; তাশাং শারীরকেহমুপযোগিষেন অধ্যাতিথ্যাসিতত্বাৎ 'অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ' ইত্যাদ্যধি-
করণোপযোগিতয়া মুক্তকস্ত ব্যাচিধ্যাসিতস্য প্রতীকমানভে—ব্রহ্মা দেবানামিত্যাদ্যাধ্বর্ষণোপ-
নিষদ্-ইতি, *** ।

নম্ ইমমুপনিষদ্ মন্ত্ররূপা ; মন্ত্রাণাং "ঈশেদ্য" ইত্যাদীনাং কর্মসম্বন্ধে নৈব প্রয়োজন-
বদ্যম্ । এতেবাং চ মন্ত্রাণাং কর্মস্ব বিনিবোজক-প্রমাণামুপলভ্যে তৎসম্বন্ধাসত্ত্বাৎ নিশ্চয়ো

অষ্টাশ্চ (২) বিজ্ঞা-সম্প্রদায়কর্তৃ-পারম্পর্যালক্ষণ-সম্বন্ধমাদাবোবাহ স্বয়মেব স্তত্যর্থম্ । এবং হি মহত্ত্বিঃ পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন গুরুণায়াসেন লক্কা বিত্তেতি শ্রোতৃবুদ্ধি-প্ররোচনায় বিদ্যাং মহীকরোতি ; স্তত্য্য প্ররোচিতায়াং হি বিজ্ঞায়াং সাদরাঃ প্রবর্তেরন্নতি । প্রয়োজনেন তু বিজ্ঞায়াঃ সাধ্য-সাধনলক্ষণসম্বন্ধমুত্তরত্র বক্ষ্যতি,— “ভিত্তে হৃদয়গ্রন্থিঃ” ইত্যাদিনা । অত্র চ অপরশব্দবাচ্যায়াম্ স্বথেষ্টাদিলক্ষণায়াং বিশি-প্রতিষেধমাত্রপরায়াং বিদ্যায়াং সংসারকারণাবিজ্ঞাদিদোষনিবর্তকত্বং নাস্তীতি স্বয়মেবোক্তা পরাপর-বিজ্ঞা-ভেদকরণ-পূর্বকম্ “অবিজ্ঞায়ামস্তরে বর্তমানাঃ” ইত্যাদিনা ; তথা পর-প্রাপ্তিসাধনং সর্ব-সাধন-সাধ্যবিষয়-বৈরাগ্য পূর্বকং গুরুপ্রসাদ-লভ্যাং ব্রহ্মবিজ্ঞামাহ “পরীক্ষ্য লোকান্” ইত্যাদিনা । প্রয়োজনঞ্চ অসকৃদব্রবীতি “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মেব ভবতি” ইতি, “পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সৰ্বে” ইতি চ ।

জনহাদ্ ব্যাচিধ্যাসিতত্বং ন সম্ভবতি ; ইতি শঙ্কমানস্তোত্তরং—সত্যং কৰ্ম্মসম্বন্ধাভাবেহপি ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশন-সামর্থ্যাৎ বিদ্যায়া সম্বন্ধো ভবিষ্যতি । ইতি আনন্দগিরিঃ ।

অভিপ্রায় এই যে, অপরবেদমধ্যে ‘ব্রহ্মোপনিষৎ’ ‘গর্ভোপনিষৎ’ প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষৎ আছে ; কিন্তু শারীরক-হৃদে বেদান্তদর্শনে এই সকল উপনিষদের সাধ্য উপযোগিতা না থাকায় সে সকলের ব্যাখ্যায় কোন প্রয়োজন নাই ; অথচ, “অদৃশ্যদ্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ” (১২২১) এই শারীরক হৃদে মুণ্ডক-ঋগ্ভি পরিগৃহীত হওয়ার অবশ্য ব্যাখ্যায় হইতেছে ; এই কারণে ভাষ্যকার “ব্রহ্মা দেবানাং” ও “অপরবেদোপনিষৎ” শব্দ দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন ।

এম্ব হইতে পারে যে, এই উপনিষৎটি ষণ্মন মন্ত্রায়ক, অথচ “ঈশে ত্বা” ইত্যাদি সমস্ত মন্ত্রই যখন ক্রিষ্টা-বিনিযুক্ত হইয়াই সফলতা লাভ করিয়া থাকে, তখন এই উপনিষদ্বুক্ত মন্ত্রসমূহ ক্রিয়া-সম্বন্ধ রাহিত্যনিবন্ধন নিশ্চয়ই নিরর্থক ; নিরর্থক বলিয়াই ত ব্যাখ্যায় যোগ্য হইতে পারে না ; এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, হাঁ, এতদ্বুক্ত মন্ত্রসমূহের কৰ্ম্মসম্বন্ধ বা ক্রিয়াতে বিনিয়োগ না থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক বলিয়া বিদ্যার সহিত নিশ্চয়ই সম্বন্ধ লাভ করবে ; [ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধ বশতঃই এ সকলের সফলত্ব এবং সেই সফলত্ব নিবন্ধনই ব্যাখ্যায় সিদ্ধ হইতেছে ।

(২) অসাম্প্রতি । বিদ্যায়াঃ সম্প্রদায়-প্রবর্তকাঃ এব পুরুষাঃ, নতু উৎপ্রেক্ষয়া নির্মিতাঃ ; সম্প্রদায়কর্তৃত্বমপি নাধুনাতনং, যেনান্যাসঃ স্যাৎ ; কিন্তু, অনাদিপারম্পর্য্যাতম্ । ততোহনাদি-প্রসিদ্ধ-ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশন-সমর্থোপনিষদঃ পুরুষসম্বন্ধাঃ সম্প্রদায়কর্তৃত্বপারম্পর্য্য-লক্ষণ এব, তমাদাবেব আহেতর্থাঃ । আনন্দগিরিঃ ।

অভিপ্রায় এই যে, আচার্য্যপদাক্রম পুরুষগণ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কল্পনা করিয়া এই বিদ্যার সৃষ্টি করেন নাই ; পরন্তু, গুরু-শিষ্যসম্প্রদায়ক্রমে জননমাজে প্রবর্তনা বা প্রচার করিয়াছেন মাত্র । সেই সম্প্রদায় প্রবর্তনাও যে আধুনিক,—বাহার ফলে বিদ্যার অশ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে ; কিন্তু অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত গুরু-শিষ্যপারম্পর্য্যক্রমে আগত । ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রকাশক উপনিষৎসমূহের সহিত আচার্য্যগণের এই মাত্র সম্বন্ধ যে, তাহার সম্প্রদায়-সংস্থাপনপূর্বক শিষ্য-প্রশিষ্য এই ক্রমে বিদ্যার প্রচার করিয়াছেন মাত্র । উপনিষদের প্রারম্ভেই সেই সম্প্রদায়পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধটি “ব্রহ্মা দেবানাং” ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন ।

জ্ঞানমাত্রে যদ্যপি সৰ্ব্বাশ্রমিণামধিকারঃ, তথাপি সন্ন্যাসনিষ্ঠেব ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষসাধনং, ন কৰ্ম্মসহিতেনিতি ‘ভৈক্ষুচর্য্যাঃ চরন্তঃ’ “সন্ন্যাসযোগাৎ” ইতিচ ব্রহ্মন দর্শয়তি । বিজ্ঞা-কৰ্ম্মবিরোধাচ্চ ; ন হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-দর্শনেন সহ কৰ্ম্ম স্বপ্নেহপি সম্পাদয়িতুং শক্যম্ । বিজ্ঞায়াঃ কালবিশেষাভাবাদনিয়তনিমিত্তত্বাৎ কাল-সঙ্কোচা-
নুপপত্তিঃ । যত্ত্বু গৃহস্থেষু ব্রহ্মবিজ্ঞাসম্প্রদায়কর্তৃহাদি লিঙ্গং, ন তৎস্থিতং ত্রায়ং
বাধিতুম্ভবতঃ । ন হি বিধিশতেনাপি তমঃ প্রকাশয়োরেকত্র সম্ভাবঃ শক্যতে
কর্ত্বুং, কিমুত লিঙ্গৈঃ কেবলৈরिति ।

এবমুক্তমধ্বক-প্রয়োজনাত্মা উপনিষদোহ্নান্নাক্ষরং গ্রহবিবরণমারভাতে । য
ইমাঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানুপায়স্তায়াভাবেন শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরাঃ সন্তঃ, তেষাং গৰ্ভজন্ম-
জরা-রোগাদ্যানর্থপূর্ণং নিশাতয়তি পরং বা ব্রহ্ম গময়তি, অবিদ্যাদিসংসারকারণঞ্চ
অত্যন্তমবসাদয়তি—বিনাশয়তি, ইত্যুপনিষৎ । উপনিষদূর্লভ্যং সন্দেহেবমর্থস্বরূপাৎ ॥

ভাষ্যাবতরণিকা ।

“ব্রহ্মা দেবানাং” ইত্যাদি উপনিষৎটি অথর্ব-বেদীয় উপনিষৎ ;
শ্রুতি নিজেই স্তুতির প্রশংসার উদ্দেশে ইহার বিজ্ঞা-সম্প্রদায়-প্রবর্তক-
গণের পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধ প্রথমেই বলিয়া দিতেছেন, অর্থাৎ
উত্তরোত্তর কে কাহার নিকট এই বিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন, তাহার ক্রম
বলিতেছেন । অভিপ্রায় এই যে ; এই বিজ্ঞা পরম পুরুষার্থ মোক্ষ-
সাধন ; এই নিমিত্ত মহাত্মারা এইরূপ আতিকষ্টে প্রভূত পরিশ্রমে
এই বিজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন ; এইরূপে শ্রোতৃগণের হৃদয়ে রুচি-
সমুৎপাদনার্থ বিজ্ঞার প্রশংসা করিতেছেন । কারণ প্রশংসা দ্বারা
মনঃপ্রিয় হইলেই বিজ্ঞাবিষয়ে শ্রোতৃবর্গ সাদরে প্রবৃত্ত হইতে
পারেন, (নচেৎ নহে)

প্রয়োজনের সহিত ব্রহ্মবিজ্ঞার সাধ্য-সাধন-রূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ
বিজ্ঞা সাধন বা ফল, আর প্রয়োজন তাহার সাধ্য ; ইহা “ভিত্তিতে হৃদয়-
গ্রন্থিঃ” ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইবে । এখানে কেবলই বিধি-নিষেধ
প্রতিপাদনে তৎপর, অপর—শব্দবাচ্য ঋষেদাদি বিজ্ঞাতে (অপর

বিজ্ঞাতে) যে, সংসার-কারণীভূত অবিজ্ঞাদি দোষ নিবর্তিত হয় না, ইহা নিজেই, পরা ও অপরা বিজ্ঞার বিভাগ নিরূপণপূর্বক ‘যাহারা অবিজ্ঞার মধ্যে বর্তমান’, ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন ; অনন্তর ‘কৰ্ম্মফল সমূহ পরীক্ষা করিয়া, ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও সাধন-সাধ্য (ক্রিয়াসাধ্য) সর্ব বিষয়ে বৈরাগ্য প্রদর্শনপূর্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়ীভূত গুরুপ্রসাদ-লভ্য ব্রহ্মবিজ্ঞা বলিতেছেন । তাহার পর ‘ব্রহ্মবিৎ’ পুরুষ ব্রহ্মই হন, ‘এবং সকলে পরমামৃতস্বরূপ-প্রাপ্ত বিমুক্ত হন ।’ এই সকল বাক্যেও বিজ্ঞার প্রয়োজন বারংবার বলিতেছেন ।

যদিও জ্ঞানলাভে সমস্ত আশ্রমবাসীরই অধিকার তুল্য ; তথাপি ব্রহ্মবিজ্ঞা যে কেবল-সন্ন্যাস-গত হইয়াই মোক্ষ সাধন হয়, কৰ্ম্ম সহকারে হয় না, ইহাও ‘সংস্থাস অবলম্বনপূর্বক [যাহারা] ভৈক্ষ্যচর্য্যা আচরণ করেন’ ইত্যাদি বাক্য বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন । বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের পরস্পর বিরোধও ইহার অপর হেতু ; কারণ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বানুভূতির সহিত একত্র কৰ্ম্ম সম্পাদন করা স্বপ্নেও সম্ভবপর হয় না । বিশেষতঃ বিজ্ঞাসম্বন্ধে কাল-বিশেষের কোন নিয়ম নাই ; স্মৃতরাং তাহার নিমিত্ত বা উৎপত্তি-কারণ সম্বন্ধেও কোন নিয়ম থাকিতে পারে না ; এই কারণে কালবিশেষ দ্বারাও উহার সঙ্কোচ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না ।

গৃহস্থগণের সম্বন্ধেও যে, ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রবর্তক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সূচক নিদর্শন দেখা যায়, তাহা কখনই পূর্ব প্রদর্শিত স্থিরতর নিয়মের বাধা করিতে সমর্থ হয় না । কারণ, শত শত বিধি দ্বারাও আলোক ও অন্ধকারের একত্র সম্ভাব সম্পাদন করিতে পারা যায় না ; ঐরূপ সূচক বাক্যের আর কথা কি ? এইরূপে যাহার সম্বন্ধ ও প্রয়োজন কথিত হইল ; সেই উপনিষদের (এই মুণ্ডকোপনিষদের) অম্লান্ধরযুক্ত (অনতিবিস্তীর্ণ) বিবরণ গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে—

যে সকল সজ্জন শ্রদ্ধা-ভক্তি পুরঃসর এই ব্রহ্মবিদ্যাকে আশ্র-
ভাবে আশ্রয় করেন, ইহা তাঁহাদের গৰ্ভবাস, জন্ম, জরা ও রোগাদি
অনর্থরাশি বিনষ্ট করে, অথবা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটায় এবং সংসার-
কারণীভূত অবিদ্যা প্রভৃতি দোষসমূহ অবসন্ন করে—বিনষ্ট করিয়া
দেয় বলিয়া [ব্রহ্মবিদ্যা] উপনিষৎ-পদবাচ্য হয় । কারণ, উপ + নি
পূর্বক সদ্ ধাতুর এইরূপ অর্থই স্মরণ করা হইয়া থাকে (৩) ।

ওঁ ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্ভূব ।

বিশ্বশ্চ কৰ্ত্তা ভূবনশ্চ গোপ্তা ॥

স ব্রহ্মবিদ্যাং সৰ্ববিদ্যাং প্রতিষ্ঠাম্

অথৰ্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

[প্রথম গুরুপাদাঙ্গং স্বস্তী শঙ্করসম্মতিম্ ।

মুণ্ডকোপনিষদ্বাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্ত্রতে ॥

বিশ্বশ্চ (জগতঃ) কৰ্ত্তা (উৎপাদকঃ), ভূবনশ্চ (উৎপন্নশ্চ চ জগতঃ)
গোপ্তা (পালকঃ) ব্রহ্মা (হিরণ্যগৰ্ভঃ) দেবানাং (ইন্দ্রাদীনাং), প্রথমঃ
[সন্] সংভূব (প্রাহরভূ) । সঃ (ব্রহ্মা) অথৰ্বায় (অথৰ্বনাম্নে) জ্যেষ্ঠ-পুত্রায়
সৰ্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং (সৰ্বসাং বিদ্যানাং অভিব্যক্তি-হেতুভূতাং) ব্রহ্মবিদ্যাং (ব্রহ্মবিদ্যাং,
ব্রহ্মাণাং প্রোক্তাং বা বিদ্যাং পরাপরলক্ষণাং) প্রাহ (অকথয়ং) ॥

সমস্ত জগতের কৰ্ত্তা (উৎপাদক) এবং উৎপন্ন জগতের পরিরক্ষক ব্রহ্মা
দেবগণের প্রধানরূপে প্রথমে প্রাহৃত হইয়াছিলেন । তিনি অথৰ্বনামক জ্যেষ্ঠ
পুত্রকে সৰ্ববিদ্যার আকর ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ব্রহ্মা পরিব্রূটো মহান্ ধৰ্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বৰ্য্যৈঃ সৰ্বান্ অজ্ঞানতিশেত ইতি ।
দেবানাং দ্যৌতনবতামিन्द्रাদীনাং প্রথমো গুণৈঃ প্রধানঃ সন্ প্রথমোহগ্রে বা

(৩) তাৎপৰ্য্য—‘সদ্’ধাতুর অর্থ—বিনাশ পতি ও অবসাদন । ‘উপ’অর্থ—দীপ্ত বা
সামীপ্য ; ‘নি’অর্থ—নিষ্কর ও নিঃশেষ । এই ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় সেবকগণের জন্ম জরাদি দুঃখ
বিনষ্ট করে ; সংসারের কারণীভূত অবিদ্যায় অবসাদন করে, এবং ব্রহ্ম সম্প্রাপ্তি সম্পাদন করে
বলিয়া ‘উপনিষৎ’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

সম্ভব অভিব্যক্তঃ সম্যক্ স্বাভিপ্রাণেতাভিপ্রাণঃ । ন তথা, যথা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবশাৎ সংসারিণোহন্তে জায়ন্তে । “যোহসাবতীন্দ্রিয়োহগ্রাহ্যঃ” ইত্যাদিস্মৃতেঃ । বিশ্বস্ত সৰ্ব্বস্ত জগতঃ কৰ্ত্তা উৎপাদয়িতা । ভুবনস্ত উৎপন্নস্ত গোপ্তা পালয়িতেতি বিশেষণং ব্রহ্মণো বিদ্যাস্ততয়ে । স এবং প্রখ্যাতমহত্ত্বো ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিদ্যাং ব্রহ্ম-বিদ্যাং, “যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্” ইতি বিশেষণাৎ পরমাত্মবিষয়া হি সা । ব্রহ্মণা বা অগ্রজেনোক্তেতি ব্রহ্মবিদ্যা । তাং ব্রহ্মবিদ্যাং সৰ্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং সৰ্ব্ববিদ্যাভিব্যক্তিহেতুত্বাৎ সৰ্ব্ববিদ্যাশ্রয়ামিত্যর্থঃ । সৰ্ব্ববিদ্যা-বেদ্যাং বা বস্তু অনন্যৈব বিজ্ঞায়ত ইতি, “যেনাশ্রিতঃ শ্রুতঃ ভবতি, অমতঃ ন তমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” ইতি ঞ্জতেঃ । সৰ্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামিত চ স্তোতি বিদ্যাম্ । অথৰ্ব্বায় জ্যোষ্ঠপুত্রায়— জ্যোষ্ঠশ্চাসৌ পুত্রশ্চ, অনেকেষু ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিপ্রকারেষু তমস্ত সৃষ্টিপ্রকারস্ত প্রমুখে পূৰ্বম্ অথৰ্ব্বা সৃষ্ট ইতি জ্যোষ্ঠঃ ; তস্মৈ জ্যোষ্ঠপুত্রায় প্রাহ উক্তবান্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ধৰ্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য দ্বারা সৰ্ব্বাতিশায়ী মহান্ প্রভু ব্রহ্মা দীপ্তিমান্ ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে নানা গুণে প্রথম অর্থাৎ প্রধান হইয়া অথবা তাহাদেরও প্রথমে সন্তৃত হইয়াছিলেন । অভিপ্রায় এই যে, তিনি স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাধীন হইয়া যথাযথরূপে অভিব্যক্ত হইয়া-ছিলেন ; কিন্তু অপরাপর সংসারিগণ যেরূপ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম পরবশ হইয়া জন্ম লাভ করে, তিনি সেরূপ করেন নাই । কারণ মনুস্মৃতি বলিয়াছেন যে, ‘এই যিনি (হিরণ্যগৰ্ভ) অতীন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য ।’ [তিনি] বিশ্বের—সমস্ত জগতের কৰ্ত্তা—উৎপাদক, এবং উৎপন্ন জগতের গোপ্তা—পালনকৰ্ত্তা । উক্ত বিশেষণটি ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রশংসার্থ [প্রযুক্ত হইয়াছে] । ঐদৃশ প্রসিদ্ধ মহিমাম্বিত সেই ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা, তদ্বিষয়ক বিদ্যা—ব্রহ্ম-বিদ্যা ; পরেই ‘যাহা দ্বারা সত্য অক্ষর পুরুষকে জানা যায়’ এইরূপ বিশেষণ থাকায় এই বিদ্যাকে পরমাত্ম-বিষয়ক [বলিতে হইবে], অথবা প্রথম জাত ব্রহ্মাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়াই ইহা ‘ব্রহ্মবিদ্যা’ পদবাচ্য ।

সর্ববিদ্যার অভিব্যক্তির নিদান বলিয়া অথবা ‘যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অমত (অচিস্তিত) বিষয়ও মত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, অগ্ন্যাণ্ড বিদ্যা দ্বারা যাহা যাহা জ্ঞাতব্য, এই বিদ্যাদ্বারা তৎসমুদয়ও বিজ্ঞাত হয় ; এই জ্ঞানই সর্ববিদ্যার আশ্রয়রূপা—‘সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা’ পদবাচ্য হয় । অবশ্য, ‘সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা’ এই বিশেষণটি বিদ্যার প্রশংসা-সূচক মাত্র ; সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠারূপা সেই ব্রহ্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে বলিয়াছিলেন । ব্রহ্মার বহুবিধ সৃষ্টি আছে, তন্মধ্যে কোন একটি সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমেই ‘অথর্ব ঋষি সৃষ্ট হইয়াছিলেন ; এই জ্ঞান তিনি জ্যেষ্ঠ ; সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-

থর্বী তাং পুরোবাচস্মিন্রে ব্রহ্মবিদ্যাম্ ।

স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় (৭) প্রাহ

ভারদ্বাজোহস্মিনসে পরাবরাম্ ॥ ২

[ইদানীং বিদ্যায়াঃ সম্প্রদায়পারম্পর্যমাহ]—“অথর্বণে” ইত্যাদিনা । ব্রহ্মা (আদিপুরুষঃ) অথর্বণে (অথর্বসংজ্ঞকায় ঋষয়ে) যাং (ব্রহ্মবিদ্যাং) প্রবদেত (প্রোক্তবান্) ; অথর্বী (ব্রহ্মশিষ্যঃ) পুরা (প্রথমং) তাং (ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাং) ব্রহ্মবিদ্যাং অস্মিন্রে (তন্মামকায় ঋষয়ে) উবাচ (উক্তবান্) । সঃ (অঙ্গীঃ) ভারদ্বাজায় (ভারদ্বাজবংশজাতায়) সত্যবহায় (তন্মামধেয়ায়) প্রাহ [তাং ব্রহ্মবিদ্যামিতি শেষঃ] । ভারদ্বাজঃ [পুনঃ] পরাবরাং (পরস্মাৎ পরস্মাৎ আচাৰ্য্যাং অবরেণ অবরেণ শিষ্যেণ প্রাপ্তাং ব্রহ্মবিদ্যাং) অস্মিনসে (অস্মিনঃসংজ্ঞকায় ঋষয়ে) [প্রোবাচ ইতি শেষঃ] ॥

এখন ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্তক সম্প্রদায় ক্রম বলা হইতেছে—আদি পুরুষ ব্রহ্মা অথর্বন্ ঋষিকে যে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, অথর্বী সর্বপ্রথম সেই বিদ্যা অস্মিন্ নামক ঋষিকে বলেন ; তিনি ভারদ্বাজবংশীয় সত্যবহকে বলেন ; ভারদ্বাজ

আবার পূর্ব পূর্ব গুরু হইতে পরবর্তী শিষ্যগণকর্তৃক লক্ এই বিদ্যা অঙ্গিরাস
ঋষিকে বলিয়াছিলেন ॥ ২

শাকর ভাষ্যম্ ।

যাম্ এতাম্ অর্থক্ৰমেণ প্রবদেত প্রাবদৎ ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মা, তামেব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাম্
অর্থক্ৰা পুরা পূর্বম্ উবাচ উক্তবান্ অঙ্গিরে অঙ্গীর্ণাম্ ব্রহ্মবিদ্যাম্ । স চাঙ্গীঃ ভার-
দ্বাজায় ভরদ্বাজগোত্রায় সত্যবহায় সত্যবহনাম্ প্রাহ প্রোক্তবান্ । ভারদ্বাজঃ
অঙ্গিরসে স্বশিষ্যায় পুল্লায় বা পরাবরাং পরশ্রাৎ পরশ্রাদবরেণ প্রাপ্তেতি পরাবরা,
পরাবরসর্কবিদ্যাবিষয়ব্যাপ্তেক্ৰা, তাং পরাবরামঙ্গিরসে প্রাহেতানুশ্রবঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যহুবাদ ।

ব্রহ্মা এই যে ব্রহ্ম-বিদ্যা অর্থক্ৰমেণে বলিয়াছিলেন ; ব্রহ্মা হইতে লক্
সেই বিদ্যাকেই আবার অর্থক্ৰা প্রথমে অঙ্গিরস্নামক ঋষির উদ্দেশে
বলেন ; অঙ্গির্ আবার ভারদ্বাজ—ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহকে অর্থাৎ
সত্যবহনামক ঋষির উদ্দেশে বলেন ; ভারদ্বাজ আবার অঙ্গিরস্নামক
স্বীয় শিষ্য কিংবা পুত্রের উদ্দেশে সেই পরাবরা বিদ্যা বলিয়াছিলেন ।
‘পরাবরা’ অর্থ—পূর্ব পূর্ব [আচার্য্য] হইতে অবর—শিষ্যগণকর্তৃক
প্রাপ্তা ; অথবা পরাবিদ্যা ও অবরা বিদ্যার যাহা যাহা জ্ঞাতব্য বিষয়,
তৎসমস্তই ইহার অন্তর্নিহিত আছে । [শেষ বাক্যে ক্রিয়াপদ না
থাকিলেও] পূর্বোক্ত ‘প্রাহ’ (বলিয়াছিলেন) এই ক্রিয়ার সহিত
সম্বন্ধ করিতে হইবে ॥ ২ ॥

শৌনকো হ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ ।

কস্মিন্মু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩ ॥

মহাশালঃ (গৃহস্থপ্রধানঃ) শৌনকঃ (শুনকনন্দনঃ) হ (ঐতিহ্যসূচকং)
বৈ (প্রসিদ্ধো) বিধিবৎ (যথাবিধি) উপসন্নঃ (উপস্থিতঃ সন্) অঙ্গিরসং
(ভগ্নামকং ভারদ্বাজশিষ্যং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) । হু (প্রশ্নে বিতর্কে বা) ভগবঃ
(ভগবান্,) কস্মিন্ (বস্তুনি) বিজ্ঞাতে (সতি) ইদং (পরিদৃশ্যমানং) সর্বং (জগৎ)
বিজ্ঞাতং (বিশেষণ জ্ঞানগোচরং) ভবতি ? ইতি ॥

গৃহস্থপ্রধান শৌনক যথাবিধি উপস্থিত হইয়া অজিরাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সমস্ত (জগৎ) বিজ্ঞাত হয় ॥

শান্তর ভাষ্যম্ ।

শৌনকঃ শুনকস্তাপত্যং মহাশালো মহাগৃহস্থঃ অজিরসং ভারদ্বাজ-শিষ্যমাচার্য্যং বিধিবদ্ যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ ; উপসন্ন উপগতঃ সন্ পশ্রচ্ছ পৃষ্টবান্ । শৌনকাজিরসোঃ সম্বন্ধাদর্শকীকৃ বিধিবদ্ বিশেষণাভাবাৎ উপসদনবিধেঃ পূর্বেষামনিয়ম ইতি গম্যতে । নর্যাদাকরণার্থং বিশেষণম্ । মধ্যদীপিকান্যায়ার্থং বা বিশেষণম্, অন্বদাদিষপি উপসদনবিধেরিষ্টত্বাৎ । কিমিত্যাহ—কস্মিন্ হু ভগবো বিজ্ঞাতে, হু ইতি বিতর্কে, ভগবো হে ভগবন্ সর্বং যদিদং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞাতং বিশেষণ জ্ঞাতম্ অবগতং ভবতীতি 'একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ববিভবতি, ইতি শিষ্টপ্রবাদঃ শ্রুতবান্ শৌনকঃ তদ্বিশেষঃ বিজ্ঞাতুকামঃ সন্ কস্মিন্নিতি বিতর্কয়ন্ পপ্রচ্ছ । অথবা, লোকসামান্যদৃষ্ট্যা জ্ঞাতৈব পপ্রচ্ছ । সন্তি হি লোকে স্তবর্ণাদিশকলভেদাঃ স্তবর্ণভাষ্মেকত্ববিজ্ঞানেন বিজ্ঞায়মানা লৌকিকৈকঃ । তথা কিং হু অস্তি সর্বস্ত জগত্তেদন্তৈকং কারণং, যত্রৈকস্মিন্ (ক) বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ।

নববিধিতে হি 'কস্মিন্' ইতি প্রশ্নোহনুপপন্নঃ ; 'কিমস্তি তৎ' ইতি তদা প্রশ্নো যুক্তঃ ; সিন্ধে হ্যস্তিস্তে কস্মিন্নিতি স্তাৎ ; যথা কস্মিন্নিধেরমিতি । ন, অক্ষর-বাহুল্যাদায়াস-ভীরত্বাৎ প্রশ্নঃ সম্ভবত্যেব—কিঞ্চিৎ তদ্, যস্মিন্নেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ববিৎ স্তাদিতি ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ ।

মহাশাল অর্থাৎ শ্রোষ্ঠ গৃহস্থ শুনকপুত্র—শৌনক ভারদ্বাজশিষ্য আচার্য্য অজিরার নিকট যথাবিধি—শাস্ত্রানুসারে উপসন্ন বা উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন।—শৌনক ও অজিরার গুরুশিষ্য সম্বন্ধের পূর্বে 'বিধিবৎ' বিশেষণ না থাকায় জানা যায় যে, তৎপূর্ববর্তীদিগের সম্বন্ধে 'উপসদন'-বিধির কোন নিয়ম বা আবশ্যিকতা ছিল না । [এখান হইতেই যে, উপসদন-পদ্ধতি আরম্ভ হইল, এই] সীমা নির্দেশার্থ, অথবা আমাদের পক্ষেও যখন উপসদন-বিধি অভীষ্ট বা বাঞ্ছনীয়, তখন

‘মধ্যদীপিকা’ চায়ে ‘বিধিবৎ’ বিশেষণটি [প্রদত্ত হইয়াছে] (৪)। কি ? [বলিয়াছিলেন ?] তাহা বলিতেছেন “কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে” । এখানে ‘নু’ শব্দের অর্থ বিতর্ক (সংশয়) ; হে ভগবঃ !—ভগবন্ ! কোন্ পদার্থটি বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞেয় বস্তু বিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষ-রূপে জ্ঞাত—অবগত হইয়া থাকে । একটি (জানিলেই যে, সর্ববিৎ হওয়া যায় ; শৌনক এইরূপ শিষ্ট প্রবাদ (সাধুজনের উক্তি) জানি-তেন ; তাই তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ অবস্থা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ‘কোনটি’ এইরূপ বিতর্কপূর্বক প্রশ্ন করিয়াছিলেন । অথবা, সাধারণ দৃষ্টিতে জানিয়াই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; সাধারণ লোকেরাও যেরূপ স্তবর্ণাদির একত্ববিজ্ঞানে স্তবর্ণাদির অংশগত ভেদ সমূহ অবগত হইয়া থাকে ; সেইরূপ বিভিন্নপ্রকার সমস্ত জগতেরও এমন কোনও একটি কারণ আছে কি ? যাহাতে একটি মাত্র বিজ্ঞাত হইলেই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইতে পারে ?

প্রশ্ন হইতেছে যে, পূর্বের যে বিষয় জানা নাই, তদ্বিষয়ে ত ‘কস্মিন্’ (কোনটি), এইরূপ প্রশ্ন উপপন্ন হইতে পারে না ? পরন্তু তখন ‘সেরূপ কি কিছু আছে ?’ এইরূপ প্রশ্নই যুক্তিযুক্ত হয় । কেন না, অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ থাকিলেই তদ্বিষয়ে ‘কস্মিন্’ (কোনটি) এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন হইতে পারে ; যেমন ‘কোথায় স্থাপন করিতে হইবে ?’ [এইরূপ প্রশ্ন হইয়া থাকে] । না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; [ঐরূপ প্রশ্নে] কথা বাড়িয়া যায়, স্তবরাং শ্রমবাহুল্য ঘটে ; সেই ভয়ে [এই প্রকার] অল্প কথায় প্রশ্ন করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় যে, তেমন পদার্থ কি আছে, যাহা একটি মাত্র জানিলেই সর্ববিৎ হইতে পারা যায় (‘৫) ॥ ৩ ॥

(৪) তাৎপৰ্য্য—মধ্যস্থলে দীপ থাকিলে সে যেমন উত্তর দিক্ই প্রকাশ করে, সেইরূপ এই ‘বিধিবৎ’ বিশেষণটিও শৌনক ও তৎপরবর্তী শিষ্যদিগেরও উপসদনের বিধি জ্ঞাপন করিতেছে ।

(৫) তাৎপৰ্য্য—প্রশ্নকর্তার যে বিষয়টি কোন এক রকমে জানা থাকে, তদ্বিষয়েই বিশেষ বিজ্ঞানীর অভিপ্রায়ে ‘কোনটি’ (কস্মিন্) ইত্যাদি প্রকার কোন বিশেষভাবে প্রশ্ন হইতে পারে ,

তন্মৈ স হোবাচ । দে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম
যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পর্য চৈবাপর্য চ ॥ ৪ ॥

[শৌনক-প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তৃমুপক্রমতে “তন্মৈ” ইত্যাদিনা ।]—সঃ (অঙ্গিরাঃ)
হ (ঐতিহ্যে) তন্মৈ (শৌনকায়) উবাচ—(উক্তবান্) যৎ ব্রহ্মবিদঃ
(বেদতত্ত্বজ্ঞাঃ) হ স্ম (কিল) পর্য (পরমাত্মবিষয়া) চ, অপর্য (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-
বিষয়া) চ (অপি), এব (নিশ্চয়ে) দে (পর্যাপর্যালক্ষেণে) বিদ্যে (জ্ঞানরূপে)
বেদিতব্যে (জ্ঞাতব্যে) ইতি বদন্তি (কথয়ন্তি) [বদন্তি স্ম (উক্তবন্তঃ,
ইতি বা)] ॥

অঙ্গিরা শৌনকের উদ্দেশে বলিলেন যে, ব্রহ্মবিদগণ (বেদতাৎপর্য-
বেত্তারা) এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, পর্য ও অপর্য, এই দুইটি বিভ্রা অবশ্য
জানিতে হয় ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তন্মৈ শৌনকায় সঃ অঙ্গিরা আহ কিলোবাচ । কিমিতি ? উচ্যতে—দে
বিদ্যে বেদিতব্যে জ্ঞাতব্যে ইতি । এবং হ স্ম কিল যদ্ ব্রহ্মবিদো বেদার্থাভিজ্ঞাঃ
পরমার্থদর্শিনো বদন্তি । কে তে ? ইত্যাহ—পর্য চ পরমাত্মবিদ্যা, অপর্য
চ ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন-তৎফলবিষয়া ।

নহু ‘কস্মিন্ বিদিতে সর্ববিদ্যবতি’ ইতি শৌনকেন পৃষ্টং; তস্মিন্ বক্তব্যোহ-
পৃষ্টমাহ অঙ্গিরা “দে বিদ্যে” ইত্যাদি । নৈষ দোষঃ, ক্রমোপেক্ষদ্বাং প্রতিবচনস্য ।
অপর্য হি বিদ্যা অবিদ্যা, সা নির্লিপ্তব্যা; তদ্বিশয়ে হি বিদিতে ন কিঞ্চিৎ

পরত্ব, বাহ্যর যে বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহার পক্ষে কখনই সেই অবিজ্ঞাত বিষয়ে কোন
বিশেষভাবে প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না; বরং সেই বিষয়ের অন্তিম বিষয়েই প্রশ্ন হইতে পারে ।
যেমন,—যে লোক কখনও পশু জ্ঞানে না; সে কখনই জিজ্ঞাসা করিতে পারে না যে, ‘কোন
পশুটি কিরূপ?’ বরং ‘একরূপ কোন প্রাণী আছে কি? বাহার নাম পশু; এইরূপ প্রশ্ন করাই তাহার
পক্ষে স্বাভাবিক । আলোচ্য স্থলেও সেই কথা; কারণ, শৌনক যদি পূর্বে জানিতেন যে,
এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে; তাহা হইলেই তাহার পক্ষে এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন
সঙ্গত হইতে পারিত, কিন্তু তিনি ঐ বিষয় জানিলে আর শিষ্যভাবে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন কেন? সুতরাং ঐরূপ প্রশ্ন না হইয়া প্রশ্ন হইতে পারিত যে, ‘ভগবন্, একরূপ কোনও
কিছু আছে কি? একটিমাত্র বাহ্য জানিলেই সর্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়? ভাষ্যকার
তদ্বস্তরে বলিতেছেন যে, হাঁ কথা সত্য সটে, কিন্তু শ্রুতি এত অধিক কথা বলিতে নারাজ;
তাই শ্রমলাঘবার্থ সংক্ষেপে অল্প কথায় ‘কস্মিন্’ এইরূপে প্রশ্ন করিয়াছেন ।

তত্ত্বতো বিদিতং স্যাদ্, ইতি ; ‘নিরাকৃত্য হি পূর্বপক্ষং পশ্চাৎ সিদ্ধান্তো বক্তব্যো
ত্ববতি’ ইতি ত্য়ায়াং ॥ ৪ ॥’

ভাষ্যানুবাদ ।

আবার সেই অঙ্গিরা সেই শৌনকের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন ; কি ?
[তাহা] বলা হইতেছে,—দুইটি বিজ্ঞা জানিতে হইবে, ইহা ব্রহ্মবিৎ—
বেদার্থাভিজ্ঞ অর্থাৎ পরমার্থদর্শিগণ বলিয়া থাকেন । সেই দুইটি
কি ? তাহা বলিতেছেন—পরা ও অপরা । পরমাত্মবিষয়ক বিজ্ঞা পরা,
আর ধর্ম, অধর্ম ও তৎসাধনবিষয়ক বিজ্ঞা অপরা ।

ভাল, শৌনক প্রশ্ন করিয়াছিলেন কোন্টি বিজ্ঞাত হইলে
সর্বজ্ঞ হইতে পারা যায় ; এখানে তাহাই বলা আবশ্যক, কিন্তু অঙ্গিরা
তাহা না বলিয়া ‘দুইটি বিজ্ঞা’ ইত্যাদি অজিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতেছেন !
না,—এ দোষ হয় না ; কারণ প্রশ্নোত্তরটি ক্রম-সাপেক্ষ । [অতিপ্রায়
এই যে,] অপরা বিজ্ঞা প্রকৃত পক্ষে অবিজ্ঞাই বটে ; কেন না, অপরা
বিজ্ঞার জ্ঞাতব্য বিষয় বিজ্ঞাত হইলেও বস্তুতঃ কোন তত্ত্বই বিদিত
হয় না । অতএব ‘প্রথম কল্পিত (অসৎ) পক্ষ প্রতিষেধ করিয়া
পরে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতে হয়’ ; এই নিয়মানুসারে অপরা বিজ্ঞার
প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক । [উক্ত ক্রম-নিয়মানুসারে প্রথমে
প্রত্যাখ্যেয় বিষয় নির্দেশ করিয়া পশ্চাৎ সিদ্ধান্তরূপে এক-বিজ্ঞানে
সর্ব-বিজ্ঞানরূপ পরা বিজ্ঞার বিষয় বর্ণিত হইবে] ॥ ৪ ॥

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহধর্কবেদঃ শিক্ষা
কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি । অথ পরা—
যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

[ইদানীং পরাপরবিদ্যারোঃ স্বরূপং বিভজ্যাহ তত্রোতি ।]—তত্র (তন্নোঃ
পরাপররোঃ মধ্যে) অপরা (বিদ্যা) [উচ্যতে] । [কা সা ? ইত্যাহ]
ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অধর্কবেদঃ, [এতে চ দ্বারো বেদাঃ], শিক্ষা

(বর্ণোচ্চারণাদিবিষয়কঃ গ্রন্থঃ), কল্পঃ (কৰ্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞাপকঃ শ্রৌতসূত্রগ্রন্থঃ), ব্যাকরণং, নিরুক্তং (বৈদিকশব্দানাং অর্থপ্রকাশকং), ছন্দঃ, জ্যোতিষং, [এতানি ষট্ বেদাদ্বানি], ইতি, (ইতি শব্দঃ অপরা বিদ্যা সমাপ্তিসূচকঃ), [অপরাণ্যপি শাস্ত্রাণি যথাযোগং অত্রৈবাস্তুর্ভাব্যানি ইত্যশয়ঃ] । অথ (অনন্তরং) পরা (বিদ্যা) [উচ্যতে], [কা সা ? ইত্যাহ] যরা (বিদ্যা) তৎ (অনন্তর মেব কথ্যমানং) অক্ষরং (ব্রহ্ম) অধিগম্যতে (অভিন্নতয়া প্রাপ্যতে) ॥

সেই উভয় বিদ্যার মধ্যে অপরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ । অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাছা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

তত্র কা অপরা ? ইত্যুচ্যতে—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঅথর্ববেদ ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ । শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্, ইত্যাদ্বানি ষট্, এষা অপরাবিদ্যা উক্তা (খ) । অথেনানীমিয়ং পরা বিদ্যোচ্যতে— যরা তৎ বক্ষ্যমাণবিশেষণমক্ষরমধিগম্যতে প্রাপ্যতে ; অধিপূর্বস্য গমে: প্রায়শ: প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ ; ন চ পরপ্রাপ্তেরবগম্যর্থস্য চ (গ) ভেদোহস্তি ; অবিদ্যায়া অপায় এব হি পরপ্রাপ্তির্নাথাস্তরম্ ।

নহু ঋগ্বেদাদিবাছা তহি সা কথং পরা বিদ্যা স্যাম্বোক্ষসাধনঞ্চ ? “বা বেদ-বাহাঃ স্তুতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টমঃ” (ঘ) ইতি হি স্মরন্তি । কুদৃষ্টিত্মান্নিকলবাদ-নাদেয়া স্তাৎ ; উপনিষদাঞ্চ ঋগ্বেদাদিবাছত্বঃ স্যাৎ । ঋগ্বেদাদিহে তু পৃথক্কল্পণ-মনর্থকম্ “অথ পরা” ইতি । ন ; বেদ্যবিষয়বিজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ । উপ-নিষদ্-বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরা বিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং, নোপনিষচ্ছন্দরাশিঃ । বেদশব্দেন তু সর্বত্র শব্দরাশির্বিবক্ষিতঃ । শব্দরাশ্য-ধিগমেহপি যত্নাস্তরমস্তরোণ গুরুভিগমনাদিলক্ষণং বৈরাগ্যঞ্চ নাক্ষরাধিগমঃ সম্ভব-তীতি পৃথক্করণং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ, পরা বিদ্যাইতি কথনকৌতি ॥ ৫ ॥

(খ) সঙ্গতোহপি ‘উক্তা’ইতি পাঠঃ বহু পুস্তকেহু নোপলভ্যতে ।

(গ) ‘মার্স্য ভেদঃ’ ইতি কচিৎ কচিৎ পাঠঃ ।

(ঘ) ‘যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টমঃ’ ইত্যংশঃ সাধারণানপি বহু পুস্তকেহু পরিভ্যক্তঃ

ভাষ্যানুবাদ ।

তন্মধ্যে অপরা কি ? তাহা বলা হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সাম-বেদ ও অর্থর্ববেদ, এই চারিটি বেদ ; শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি বেদাঙ্গ ; ইহাই অপরা বিদ্যা বলিয়া উক্ত। অতঃপর এখন পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—যাহা দ্বারা সেই বক্ষ্যমাণ বিশেষণবিশিষ্ট অক্ষর ব্রহ্মকে অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কারণ ‘অধি’পূর্বক ‘গম’ ধাতুর ‘প্রাপ্তি’ অর্থই প্রায়িক ; আর পরমাত্ম লাভ ও অবগতির যে অর্থগতও কোন ভেদ আছে, তাহা নাই ; কারণ, পরপ্রাপ্তি অর্থ অবিজ্ঞানসংস্রাব আড়া আর কিছুই নহে ।

ভাল, পরা বিদ্যা যদি ঋগ্বেদাদির বহির্ভূত হইল, তাহা হইলে উহা পরা বিদ্যা এবং মোক্ষ-সাধনই বা হয় কিরূপে ? স্মৃতিকারগণ বলিয়া থাকেন যে, ‘বেদবহির্ভূত যে সমস্ত স্মৃতি, এবং যে কোনও অসংজ্ঞানোপদেশ, [তৎসমস্ত উপেক্ষণীয়] ।’ তৎসমস্তই অসঙ্গতপদেশ ; সুতরাং নিষ্ফল, নিষ্ফলত্ব হেতুই অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, এবং উপনিষৎ-সমূহেরও ঋগ্বেদাদি-বাহ্যতা হইতে পারে ? আর ঋগ্বেদাদির অন্তর্গত হইলে “অথ পরা” বলিয়া পৃথকভাবে নির্দেশ করিবারও কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। না—পৃথক নির্দেশ নিরর্থক হয় না ; কারণ, বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারই এখানে বিবক্ষিত (বক্তার—শ্রুতির অভিপ্রেত)। অর্থাৎ উপনিষদ-বেদে যে, অক্ষর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই এখানে ‘পরা বিদ্যা’ বলিয়া প্রধানতঃ বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উপনিষদের শব্দসমূহ নহে। পক্ষান্তরে, বেদ-শব্দে কিন্তু সর্বত্রই কেবল শব্দ সমূহমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে। কেবল শব্দসমূহ অধিগত হইলেও গুরুসমীপে গমনাদিরূপ প্রযত্ন এবং বৈরাগ্য লাভ ব্যতীত যে, অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভবই হয় না, ইহা প্রতিপাদনার্থই ব্রহ্মবিদ্যার পৃথক করণ, এবং ‘পরা বিদ্যা’ নামকরণ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যতদদ্রেশ্যমগ্রাহমগোত্রমবর্ণ-

মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং

নিত্যং বিভুং সৰ্ব্বগতং সূক্ষ্মং

তদব্যয়ং যদুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

[পরাং বিদ্যাং বিশেষয়িতুং অক্ষরস্বরূপমাহ—যৎ তদিত্যাদি ।]—যৎ তৎ (বক্ষ্যমাণং) অদ্রেশ্যম্ (অদৃশ্যং জ্ঞানেন্দ্রিয়াগম্যম্), অগ্রাহম্ (কর্ষেন্দ্রিয়াগ্রাহম্), অগোত্রম্ (গোত্রং বংশঃ, মূলমিতি যাবৎ, তদ্রহিতম্), অবর্ণম্ (রূপাদিহীনম্), অচক্ষুঃশ্রোত্রং (চক্ষুঃকর্ণহীনম্), [পুনশ্চ] তৎ অপাণিপাদং (পাণি-পাদবর্জিতং), নিত্যং (অবিনাশি), বিভুং (বিবিধাকারং), সৰ্ব্বগতং (ব্যাপকং), সূক্ষ্মং । [কিঞ্চ,] তৎ অক্ষরম্ অব্যয়ং (অপচয়োপচয়রহিতং), যৎ (উক্তলক্ষণং) ভূতযোনিং (ভূতানাং কারণম্ অক্ষরং) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) [পরবিদ্যায়া] পরিপশ্যন্তি (সৰ্ব্বতঃ অবগচ্ছন্তি) [সা 'পরা বিজ্ঞা' ইত্যাম্বয়ঃ] ॥

ধীর বিবেকিগণ [এই পরা বিদ্যা দ্বারা] সেই যে, অদৃশ্য, অগ্রাহ, অগোত্র (মূলরহিত) নীরূপ, এবং চক্ষুঃ ও কর্ণরহিত, হস্তপদবিহীন, নিত্য, বিভু, সৰ্ব্বব্যাপী ও অতি সূক্ষ্ম, সেই যে ভূতযোনি (সৰ্ব্বকারণ) অক্ষরকে সৰ্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া থাকেন ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যথা বিধিবিষয়ে কৰ্ত্তব্যদ্যনেককারণকোপসংহারদ্বारेण वाक्यार्थज्ञानकालादश्र-
ত্রানুষ্ঠেয়োহর্থোহস্তি अग्निहोत्रादिलक्षणः, न तन्नेह परविद्याविषये; वाक्यार्थज्ञान-
समकाल एव तु पर्यावसितो भवति, केवलशकप्रकाशितार्थज्ञानमात्रनिर्ठाव्यति-
रिक्ताभावात् । तस्मादिह परां विद्यां सविशेषणेनान्कारेण विशिनष्टि—यतदद्रेष्ट-
मित्यादिना ।

বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংকৃত্য সিদ্ধবৎ পরামুশ্রুতে—যতদিতি । অদ্রেশ্যমদৃশ্যং সৰ্ব্বেষাং বুদ্ধৌন্দ্রিয়াগমগম্যমিত্যেতৎ, দৃশ্যকর্ষিঃপ্রবৃত্ত্যৈ পক্ষেন্দ্রিয়দ্বারকথাৎ । অগ্রাহং কর্ষেন্দ্রিয়াবিশ্রমিত্যেতৎ । অগোত্রং—গোত্রমবয়বো মূলমিত্যানর্থাস্তরম্, অগোত্রমনবয়মিত্যর্থঃ । ন হি তস্য মূলমস্তি, যেনাস্মিতং স্যাৎ । বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ সূক্তবাদয়ঃ শুক্লবাদয়ো বা, অবিদ্যমানা বর্ণা यस্য তদবর্ণম্ অক্ষরম্ ।

অচক্ষুঃশ্রোত্রং—চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সৰ্ব্বজন্তুনাং, তে অবিদ্যামানে यस্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্ । “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ” ইত্যাদি-চেতনাবস্তুবিশেষণাৎ প্রাপ্তঃ সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং, তদ্বিহ ‘অচক্ষুঃশ্রোত্রম্’ ইতি বার্য্যতে, “পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যচক্ষুঃ” ইত্যাদিদর্শনাৎ ।

কিঞ্চ, তদপাণিপাদং—কর্ণেন্দ্রিয়রহিতমিত্যেতৎ । যত এবমগ্রাহ্যমগ্রাহকঞ্চ, অতো নিত্যমবিনাশি, বিভূঃ—বিবিধং ব্রহ্মাদিহাবরাস্ত প্রাণিভেদৈর্ভবতীতি বিভূম্ । সৰ্ব্বগতং ব্যাপকমাকাশবৎ । সূক্ষ্মং শব্দাদি-স্থূলত্বকারণরহিতত্বাৎ । শব্দাদয়ো হাকাশ-বায়াদীনামুত্তরোত্তরং স্থূলত্বকারণানি, তদভাৱাৎ সূক্ষ্মম্ । কিঞ্চ, তদব্যয়ম্ উক্তধর্ম্মত্বাদেব ন ব্যতীতাব্যয়ম্ । ন হননস্য স্বাক্ষাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি শরীরস্যেব । নাপি কোষাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি রাজ্ঞ ইব । নাপি গুণদ্বারকো ব্যয়ঃ সম্ভবতাগুণত্বাৎ সর্বাঙ্গকত্বাৎ । যদেবংলক্ষণং ভূত-যোনিং ভূতানাং কারণং—পৃথিবীং স্থাবরজঙ্গমানাং, পরি সৰ্ব্বত আত্মভূতং সৰ্ব্বসাক্ষরং পশুস্তি ধীরাঃ ধীমন্তো বিবেকিনঃ । ঈদৃশমক্ষরং যন্না বিদ্যয়া অধিগম্যতে, সা পরা বিদ্যোতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বিধিবিষয়ে অর্থাৎ কর্ম্মোপদেশক বিধিশাস্ত্রে যেরূপ কর্ত্তা প্রভৃতি অনেকানেক কারক বা ক্রিয়ানিষ্পাদক বিষয়ের আবশ্যক হয়, এবং বিধিবাক্যের অর্থ প্রতীতি ছাড়া সময়ান্তরে অশুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদি-রূপ আরও বিষয় থাকে ; এই পরবিজ্ঞা-বিষয়ে সেরূপ কিছু নাই, পরন্তু বাক্যার্থ জ্ঞানের সমকালেই তদর্থ সম্পন্ন হইয়া থাকে ; কারণ, ইহাতে শব্দার্থ-জ্ঞানে তৎপরতা ভিন্ন আর কিছুমাত্র কর্ত্তব্যতা নাই । এইজন্য এখানে “যৎ তৎ অদ্রেষ্ঠং” ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত অক্ষর ব্রহ্ম নির্দেশের দ্বারা সেই পরা বিজ্ঞাকে বিশেষিত করিতেছেন ।

পরে যাহা বর্ণিত হইবে, তাহাকে অগ্রে বুদ্ধিস্থ করিয়া (মনে করিয়া) প্রসিদ্ধের স্থায় ‘যৎ তৎ’ শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে । অদ্রেষ্ঠ —অদৃশ্য, অর্থাৎ [চক্ষুঃ প্রভৃতি] বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য ; কারণ, বাহ্যবিষয়ক

জ্ঞান পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে । অগ্রাহ—কর্মেন্দ্রিয়ের
অবিষয় । অগোত্র—গোত্র, বংশ ও মূল, এ সমস্তের অর্থগত ভেদ নাই ;
[স্তূতরাং] অগোত্র অর্থ—নিরত্ন বা মূলরহিত । অভিপ্রায় এই যে,
তিনিই সকলের মূল, তাঁহার আর কোনও মূল নাই—যাহার সহিত
অম্বিত (কার্যরূপে সম্বন্ধ) হইতে পারেন । যাহা বর্ণনার যোগ্য, তাহা
বর্ণ—স্থূলত্বাদি কিংবা শুক্লত্বাদি বস্তু-ধর্মসমূহ ; কোনপ্রকার বর্ণ যাহাতে
বিद्यমান নাই, তিনি অবর্ণ ও ‘অক্ষর’ পদবাচ্য ; অচক্ষুঃশ্রোত্র—নাম ও
রূপ-গ্রাহক চক্ষুঃ কর্ণ ইন্দ্রিয় দুইটি সর্বপ্রাণি-সাধারণ ; সেই ইন্দ্রিয়
দুইটি যাহার নাই, তিনি অচক্ষুঃ-শ্রোত্র । [অভিপ্রায় এই যে,] ‘যিনি
সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ অর্থাৎ সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয়
জানেন’ ; ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাঁহাকে চৈতন্যসম্পন্ন বলিয়া বিশেষিত
করায় অপরাপর সংসারীর ন্যায় তাঁহার সম্বন্ধেও চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের
সাহায্যেই কার্যকারিতা সম্ভাবিত হইয়াছিল ; এখানে ‘অচক্ষুঃশ্রোত্র’
বিশেষণ দ্বারা তাহাই নিবারিত করা হইল ; কারণ, ‘তিনি চক্ষুহীন,
অথচ দর্শন করেন এবং কর্ণহীন, অথচ শ্রবণ করেন’, ইত্যাদি
শ্রোত প্রমাণ দেখা যায় ।

অপিচ, তিনি অপাণি-পাদ অর্থাৎ কর্মসাধন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়রহিত ।
যেহেতু তিনি গ্রহণযোগ্য নহেন, এবং তাঁহার গ্রাহকও কিছু নাই ;
অতএব তিনি নিত্য—বিনাশ-রহিত, বিভূ—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত নানা-
বিধ প্রাণিভেদে প্রোভূত হন, এইজন্য বিভূ—সর্বগত আকাশবৎ
ব্যাপক । যেহেতু স্থূলতাপ্রাপ্তির কারণীভূত শব্দাদি ধর্মরহিত ; অতএব,
সূক্ষ্ম অর্থাৎ শব্দাদি গুণই আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতের উত্তরোত্তর
স্থূলতার কারণ, তাহা না থাকায় তিনি অতি সূক্ষ্ম (৬) । আরও এক কথা,

(৬) তাৎপর্য—দেখা যায়, আকাশাদি পাঁচটি ভূতের মধ্যে যাহার গুণ যত অধিক, তাহার
স্থূলতাও তত অধিক ; আকাশের একটিনাত্র গুণ—শব্দ, সেই জন্ত আকাশ সর্বাপেক্ষা
সূক্ষ্ম ; বায়ুর দুইটি গুণ—শব্দ ও স্পর্শ, এই জন্ত আকাশ অপেক্ষা বায়ু স্থূল, তেজের গুণ তিনটি—

তিনি অব্যয়, উক্তপ্রকার ধর্মসম্পন্ন বলিয়াই তিনি ব্যয় বা বিশেষরূপ প্রাপ্ত হন না, তাই অব্যয় ; অঙ্গহীনের পক্ষে শরীরের ত্রায় স্বীয় অংশের অপচয়াদ্বক ব্যয় কখনই সম্ভবপর হয় না, এবং রাজার যেমন ধনাগারের অপচয়ে ক্ষয় হয়, তেমন ক্ষয়ও তাঁহার সম্ভব হয় না ; তিনি যখন নিষ্ঠুর ও সর্বব্যাপক, তখন গুণাপচয় দ্বারাও তাঁহার ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই । পৃথিবী যেরূপ স্থাবর-জঙ্গম সমূহের কারণ, তিনিও তদ্রূপ সমস্তভূতের যোনি—কারণ ; এবস্তৃত সেই ভূতযোনি অক্ষরকে ধীর অর্থাৎ ধীসম্পন্ন বিবেকিগণ পরি—সর্বতোভাবে—সকলের আত্মভাবে দর্শন করিয়া থাকেন । এবংবিধ অক্ষরকে যে বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ‘পর্য বিদ্যা’ ; ইহাই উক্ত বাক্যের সংক্ষিপ্ত অর্থ ॥ ৬ ॥

যথোর্ণনাভিঃ স্বজতে গৃহুতে চ,

যথা পৃথিব্যাঃমোষধয়ঃ সম্ভবন্তি ।

যথা সতঃ পুরুষাঃ কেশ-লোমানি,

তথাক্ষরাঃ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥৭

[অথ অক্ষরস্য ভূতযোনিঃ দৃষ্টান্তৈঃ সমর্থয়ন আহ]—যথेत্যাदि । যথা উর্ণনাভিঃ (লুতাকীটঃ) [বাহুসহায়নিরপেক্ষঃ সন্ স্বয়মেব তন্ত ন] স্বজতে (উৎপাদয়তি) ; [পুনঃ] গৃহুতে চ (আত্মসাৎ চ করোতি), যথা ওষধয়ঃ (তৃণলতাভীনী) পৃথিব্যাঃ (ভূমৌ) সম্ভবন্তি (সমুৎপত্তন্তে), যথা চ সতঃ (বিদ্যমানাঃ) পুরুষাঃ (শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণাঃ) কেশ-লোমানি (কেশা লোমানি চ) [সম্ভবন্তি] ; তথা ইহ (সংসারে) অক্ষরাঃ (ব্রহ্মণঃ) বিশ্বঃ (কুৎসং জগৎ) সম্ভবতি (উৎপত্ততে) ॥

উর্ণনাভি যেরূপ অপর কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়া আপনিই তন্তুরাশি

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, দ্রুতরাং বায়ু অপেক্ষাও তেজের স্থলতা অধিক ; এইরূপ জলে চারিটি গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, দ্রুতরাং তেজ অপেক্ষাও জল স্থল ; পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক পাঁচটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, সেই জন্য পৃথিবীর স্থলতাও সর্বাপেক্ষা অধিক । এই নিয়ম-মুসারে বুঝা যায় যে, শব্দাদি গুণসম্বন্ধই স্থলতা প্রাপ্তির একমাত্র কারণ, অক্ষর ব্রহ্মে শব্দাদি গুণ নাই, কাজেই তাহাকে ‘হৃদয়’ বলা যাইতে পারে ।

সৃষ্টি করে এবং পুনশ্চ সে সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাকে ; পৃথিবীতে যেসকল ওষধিসমূহ প্রাপ্ত হইতে হয়, এবং জীবৎ পুরুষদেহ হইতে যেসকল কেশ ও লোম-সমূহ সমুৎপন্ন হয় ; সেইরূপ এই সংসারে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ভূতযোনিরক্ষরমিত্যুক্তম্ ; তৎ কথং ভূতযোনিরিত্যম্, ইত্যুচ্যতে প্রসিদ্ধ-দৃষ্টান্তঃ,—যথা লোকে প্রসিদ্ধ উর্নাবিলুতাকীটঃ কিঞ্চিৎ কারণান্তরমনপেক্ষ্য স্বয়মেব স্বজতে স্বশরীরাব্যতিরিক্তান্ এব তন্তুন্ বহিঃ প্রসারয়তি, পুনস্তানেব গৃহীতে চ গৃহীতি স্বাত্মভাবমেবোপাদয়তি ; যথা চ পৃথিব্যামোষধয়ো ব্রীহাদিস্থাবরাস্তাঃ স্বাত্মাব্যতিরিক্তা এব প্রভবন্তি সম্ভবন্তি ; যথা সতো বিদ্যমানাজ্জীবতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি কেশাশ্চ লোমানি চ সম্ভবন্তি বিলক্ষণানি । যথৈতে দৃষ্টান্তাঃ, তথা বিলক্ষণং সলক্ষণঞ্চ নিমিত্তান্তরানপেক্ষাদ্ যথোক্তলক্ষণাদক্ষরাৎ সম্ভবতি সমুৎপদ্যত ইহ সংসারমণ্ডলে বিশ্বং সমস্তং জগৎ । অনেকদৃষ্টান্তোপাদানন্ত সুখার্ণবপ্রবোধনর্থম্ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বের অক্ষরকে ‘ভূতযোনি’ বলা হইয়াছে ; সেই ভূতযোনিই কি প্রকারে হইতে পারে, এখন প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা কথিত হইতেছে—লোকপ্রসিদ্ধ উর্নাবিলুতাকীট যেসকল অপর কোনও কারণের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সৃষ্টি করে, অর্থাৎ স্বশরীর হইতে অপৃথক্ তন্তুরাশি বাহিরে প্রসারিত করে, আবার সেই সমস্ত-কেই গ্রহণও করে, অর্থাৎ স্বদেহভাবে পরিণত করে (ভক্ষণ করে) ; এবং পৃথিবী হইতে অপৃথক্ ভাবাপন্ন ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবরপর্যায় ওষধি-সমূহ যেসকল পৃথিবীতে প্রাপ্ত হইতে হয় ; জীবৎপুরুষ (দেহ) হইতে যেসকল তদ্বিলক্ষণ কেশ-লোম অর্থাৎ কেশ ও লোম সম্ভূত হয় । এই সকল দৃষ্টান্ত যেসকল, সেইরূপ এই সংসারমণ্ডলে কারণের অনুরূপ ও বিরূপ সমস্ত জগৎই অপর নিমিত্ত-নিরপেক্ষ পূর্বোক্তপ্রকার অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । অনায়াসে অর্থপ্রতীতির জন্য বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে ॥ ৭

তপসা চীয়েত ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে ।

অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কৰ্ম্মসু চামৃতম্ ॥ ৮

[উৎপত্তি ক্রমবিবক্ষয়া আহ]—তপসেতি । ব্রহ্ম (ভূতযোনিরক্ষরং) তপসা (জ্ঞানেন) চীয়েত (উপচীয়েত—সৃষ্টি-সমুৎপত্তং ভবতি) ; ততঃ (তস্মাদ্ব্যক্ষণঃ) অন্নম্ (জীবভোগার্হমব্যাকৃতম্) অভিজায়তে, (উৎপত্ততে) ; অন্নাৎ (অব্যাকৃতাৎ) প্রাণঃ (স্বত্রাদ্বা—হিরণ্যগৰ্ভঃ) ; [তস্মাচ্চ প্রাণাৎ] মনঃ (সংকল্পবিকল্পধৰ্ম্মকং) ; [তস্মাচ্চ মনসঃ] সত্যং (আপেক্ষিকসত্যরূপং স্বকৃতপঞ্চকং), [তস্মাচ্চ সত্যাৎ] লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ সপ্ত) ; [তেবু চ] কৰ্ম্মাণি (বর্ণাশ্রমাহুচিহ্নানি) ; কৰ্ম্মসু চ অমৃতম্ (অমৃতায়মানং কৰ্ম্মফলম্) [অভিজায়তে ইতি সৰ্ব্বত্র সম্বধ্যতে] ॥

এই শ্রুতিতে উৎপত্তির ক্রম কথিত হইতেছে,—তপস্তা অর্থাৎ উৎপাদনোপযোগী জ্ঞান দ্বারা [উক্ত ভূতযোনি অক্ষর] ব্রহ্ম উপচয় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখতা লাভ করেন ; সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ জীবোপভোগ্য অব্যাকৃত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, অন্ন হইতে প্রাণ (হিরণ্যগৰ্ভ) হিরণ্যগৰ্ভ হইতে মনঃ (অন্তঃকরণ), তাহা হইতে সত্যনামক স্বপ্ন পঞ্চভূত, তাহা হইতে পৃথিব্যাদি লোকসমূহ, [লোকেতে আবার কৰ্ম্ম) এবং শুভ কৰ্ম্মে আবার অমৃত অর্থাৎ কৰ্ম্মফল সমুৎপন্ন হয় ॥ ৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যদব্রহ্মণ উৎপত্তমানং বিশ্বং, তদনেন ক্রমেণোৎপত্ততে, ন যুগপদ্বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপবৎ, ইতি ক্রমনিয়মবিবক্ষার্থোহয়ং মন্ত আরভ্যতে—তপসা জ্ঞানেন উৎপত্তিবিধিক্ততয়া ভূতযোত্রক্ষরং ব্রহ্ম চীয়েত উপচীয়েত উৎপাদয়িষাদিদং জগৎ অঙ্কুরমিব বীজমুচ্ছুনতাং গচ্ছতি, প্লম্বিষ পিতা হর্ষণে । এবং সর্বজ্ঞতয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারশক্তিবিজ্ঞানবন্তয়া উপচিহ্নাৎ ততো ব্রহ্মণোহন্নং—অথতে ভূজ্যত ইত্যন্নমব্যাকৃতং সাধারণং কারণং সংসারিণাং ব্যাচিকীৰ্ত্তিবাহুরূপেণ অভিজায়তে উৎপত্ততে । ততশ্চ অব্যাকৃতাৎ চিকীৰ্ত্তিবাহুং অন্নাৎ প্রাণো হিরণ্যগৰ্ভো ব্রহ্মণো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিতঃ জগৎ-সাধারণঃ অবিজ্ঞানকামশ্রুতসমুদায়বীজাকুরো জগদ্বা আভিজায়ত ইত্যাহুবহুঃ । তস্মাচ্চ প্রাণাৎ মনো মন আখ্যং সংকল্প-বিকল্প-সংশয়-নির্ণয়াত্মকম্ অভিজায়তে । ততোহপি সংকল্পাত্মকাত্মকং মনসঃ সত্যং সত্যাত্মম্ আকাশাদিভূতপঞ্চকম্ অভিজ-

জায়তে । তস্যাং সত্যাখ্যাং ভূতপঞ্চকাং অঙ্কক্রমেণ সপ্ত লোকা ভূরাদয়ঃ । তেবু
মনুষ্যাঙ্গি-প্রাণি-বর্ণাশ্রমক্রমেণ কৰ্ম্মাণি । কৰ্ম্মসু চ নিমিত্তভূতেবু অমৃতং কৰ্ম্মজং
ফলম্ ; যাবৎ কৰ্ম্মাণি কল্পকোটিশতৈরপি ন বিনশ্যন্তি, তাবৎ ফলং ন
বিনশ্যতীত্যমৃতম্ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্ম হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্রমশঃ—পর পর উৎপন্ন
হয়, কিন্তু বদর-মুষ্টি নিষ্ক্ষেপের ন্যায় এক সঙ্গে নহে, এই জন্ম
সেই ক্রম-নিরূপণার্থ এই মন্ত্র আরম্ভ হইতেছে ।—উক্ত ভূতযোনি ব্রহ্ম
তপস্তা অর্থাৎ উৎপত্তিবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা উপচিত হন, অর্থাৎ পিতা
যেরূপ পুত্র-সমুৎপাদনার্থ আনন্দে বুদ্ধি লাভ করে, সেইরূপ অক্ষুর
সদৃশ এই জগৎ-সমুৎপাদনার্থ উক্ত বীজ ও যেন স্ফীততা প্রাপ্ত হয় ।
এইরূপে সর্বজ্ঞতা নিবন্ধন সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারবিষয়ক শক্তি ও জ্ঞানে
সমুপচিত সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ বাহ্য ভোগ করা যায়, তাহাই
অন্ন, সংসারী জীবগণের অবিশিষ্ট (সাধারণ) কারণ অব্যাকৃত প্রধানই
সেই অন্ন, তাহা অভিব্যক্ত্যমানরূপে উৎপন্ন হয়; অব্যাকৃত অথচ বাহ্যকে
ব্যক্তীভূত করিতে হইবে, সেই অন্ন হইতে প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ জন্ম
লাভ করেন ; এই প্রাণই সর্বজগতের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা,
অবিজ্ঞা কামনা ও তদনুগত কৰ্ম্মসমপ্তিরূপ বীজের অক্ষুরস্বরূপ এবং
জগতের আত্মা । সেই প্রাণ হইতে আবার সংকল্প, বিকল্প, সংশয় ও
নির্ণয়াদি স্বভাবসম্পন্ন মনোনাশক অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়, সেই সংকল্পাদি
স্বভাবসম্পন্ন মন হইতেও সত্য—অর্থাৎ ‘সত্য’ নামক আকাশাদি
সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত সমুৎপন্ন হয়, সেই ভূতপঞ্চক হইতেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড
যথাক্রমে পৃথিব্যাदि লোকসমূহ সৃষ্ট হয় ; সেই সমস্ত লোকে আবার
মনুষ্যাदि প্রাণিবির্গের বর্ণ ও আশ্রমানুযায়ী নানাবিধ কৰ্ম্ম, এবং সেই
কৰ্ম্মাধীন অমৃত অর্থাৎ কৰ্ম্মফল [সমুৎপন্ন হয়] ; যে পর্য্যন্ত শতকোটি
কল্পেও কৰ্ম্মসমূহ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ তৎফলও বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ

যতকাল কৰ্ম, তাহার ফলও ততকাল অক্ষুণ্ণ থাকে ; এই কারণে কৰ্মফলকে ‘অমৃত’ [বলা হইয়াছে] (৭) ॥৮॥

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ যশ্চ জ্ঞানময়ং তপঃ ।

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯

ইত্যর্থসৰ্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি প্রথম মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

[ইদানীমুক্তমর্থযুগপৎসংহরন বক্ষ্যমাণমর্থমাহ]—য ইত্যাদি । যঃ (অক্ষরাধাঃ পরমেশ্বরঃ) সৰ্ব্বজ্ঞঃ (সামান্ত্রাতঃ সৰ্বং জানাতীতার্থঃ), সৰ্ব্ববিৎ (বিশেষভাবেন চ সৰ্বং বেত্তীতার্থঃ) । যশ্চ (অক্ষরশ্চ) জ্ঞানময়ঃ (জ্ঞানমেব) তপঃ (তপঃ-ফলপ্রদায়কম্), তস্মাৎ (অক্ষরাৎ) এতৎ (উক্তলক্ষণং) ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভাখ্যং), নাম (দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি), রূপং (স্তরুরূপাং), অন্নং (ভক্ষণীয়ং ধান্যাদিকং চ) জায়তে (উৎপদ্যতে) ॥

যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিৎ, সৰ্ব্বজ্ঞতারূপ জ্ঞানই বাহার তপস্তা, সেই অক্ষর ব্রহ্ম

(৭) তাৎপৰ্য্য—অত্র কথিত আছে যে, “না ভুক্তং ক্রীয়তে কৰ্ম কল্পকোটিপঠৈরপি । অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভম্ ॥” কৰ্মসমূহ যদি অভুক্ত অবস্থায় শতকোটি কল্পও অবস্থান করে, তথাপি সে সমুদায়ের ক্ষয় হয় না ; অর্থাৎ কৰ্মের প্রদেয় ফল ভোগ না হওয়া পর্যন্ত কৰ্মকে থাকিতেই হয়, ফলভোগ সমাপ্ত হইলে কৰ্ম আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায় ।

সমুদ্যকে স্বীয় কৰ্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে । এই সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, মনুষ্যমাত্রেরই তিনপ্রকার কৰ্ম আছে, (১) সঞ্চিত (২) প্রারব্ধ (৩) ক্রিয়মান । তন্মধ্যে পূর্বপূর্ব জন্মে যে সমস্ত কৰ্ম করা হইয়াছে, এখনও বাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, সেই সমস্ত কৰ্মকে ‘সঞ্চিত’ বলে, আর যে সমস্ত কৰ্মের ফল-ভোগার্থ এই উপস্থিত দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে, সেই সমস্ত কৰ্মকে প্রারব্ধ বলে, আর এই দেহে যে সমস্ত কৰ্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই সমস্ত কৰ্মকে ‘ক্রিয়মান’ বলে ।

এখন বুঝিতে হইবে যে, যদি আত্মজ্ঞান সমুদিত না হয়, তাহা হইলে ঐ ত্রিবিধ কৰ্মের কোনটিই বিনষ্ট হইবে না, শত কোটি কল্পও উহাদের উচ্ছেদ হইবে না ; কিন্তু আত্ম-জ্ঞানোদয়ে ‘সঞ্চিত’ ও ‘ক্রিয়মান’ কৰ্মসমূহ নক্ষত্রীজের স্থায় ফলোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া যায় ; হুতরাং তৎকালে তাহার প্রতিকার না থাকায়ই মধো গণ্য হয়, তখন কেবল প্রারব্ধ কৰ্ম সমূহ উপযুক্ত ফল প্রদান করিতে থাকে । ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগ-নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধ কৰ্মও ফল প্রদান শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত ভোগ প্রদান করিতে থাকে ; ভোগ শেষে কৰ্ম ক্ষয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও পতন হয় । সেই জন্ত শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, “প্রারব্ধকৰ্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ ।” আত্মজ্ঞান দ্বারা কৰ্মক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত ফলভোগের অবশ্যতাবিহিনিবন্ধন, এখানে কৰ্ম-ফলকে ‘অমৃত’ বলা হইয়াছে ।

হইতে এই পূর্বোক্ত হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্ম, নাম (সংজ্ঞা), শুক্রাদি রূপ ও
ধাত্বাদি অল্প সমুৎপন্ন হয় ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথম-মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড ।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

উক্তমেবাব্দমুপসংজিহীৰ্ম্মজ্জো বক্ষ্যমাণার্থমাহ—য উক্তলক্ষণঃ অক্ষরাধ্যঃ সর্গঃ,
সামান্তেন সর্গঃ জ্ঞানাতীতি সর্গজঃ ; বিশেষণ সর্গঃ বেত্তীতি সর্গবিৎ । যন্ত
জ্ঞানময়ঃ জ্ঞানবিকারমেব সার্বজ্যলক্ষণং তপঃ অনায়াসলক্ষণং, তস্মাদ্ যথোক্তাৎ
সর্বজ্ঞাৎ এতৎ উক্তং কার্য্যলক্ষণং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাধ্যঃ জায়তে । কিঞ্চ, নাম ‘অসৌ
দেবদত্তো যজ্ঞঃ তঃ’ ইত্যাদিলক্ষণম্ ; রূপম্ ‘ইদং শুক্রং নীলম্’ ইত্যাদি, অল্পঞ্চ
ত্রীহিবাদিলক্ষণং জায়তে পূর্বমজ্জোক্তক্রমেণৈত্যবিরোধো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই মন্ত্রটি পূর্ববর্ণিত বিষয়ের উপসংহার করতঃ বক্ষ্যমাণ বিষয়
বলিতেছেন—পূর্বের যাহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই অক্ষরনামক
যিনি সামান্তরূপে সমস্ত জানেন বলিয়া সর্ববজ্ঞ এবং বিশেষরূপেও সমস্ত
জানেন বলিয়া সর্ববিৎ, জ্ঞানময় অর্থাৎ সর্ববজ্ঞতারূপ জ্ঞান-পরিণতিই
যাঁহার অনায়াসাত্মক তপস্তা ; যথোক্তপ্রকার সেই সর্ববজ্ঞ (অক্ষর)
হইতে উক্ত হিরণ্যগর্ভনামক কার্য্য ব্রহ্ম জন্ম লাভ করেন । অপিচ,
দেবদত্ত যজ্ঞদত্তাদ নাম, এই শুক্র-নীলাদি রূপ এবং ত্রীহি-যবাদি অল্প ও
তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হয় । এখানে পূর্বমজ্জোল্লিখিত ক্রমানুসারেই
উৎপত্তি বৃদ্ধিতে হইবে ; সুতরাং তাহা হইলে আর বিরোধ
রহিল না (৮) ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড: ।

(৮) তাৎপর্য্য—অষ্টম মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, অথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রথমে অল্প
হইল, তাহার পর অন্ত্যন্ত সমস্ত হইল ! এখানে সর্বশেষে অল্পের উল্লেখ থাকায় বিরোধ আশঙ্কাত
হইয়াছিল, সেই ভ্রম বলিলেন এখানে ক্রমোন্মেষ প্রধান নহে—পূর্বক্রমেই উৎপত্তি বৃদ্ধিতে
হইবে, সুতরাং তাহাতে আর কোনপ্রকার বিরোধ নাই ।

প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যং মন্ত্ৰেষু কৰ্ম্মাণি কবয়ো যান্ত্রপশ্যৎ-

স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি ।

তান্য়চরথ নিয়তং সত্যকামা

এষ বঃ পশ্বাঃ স্কৃতস্ত লোকে ॥ ১০ ॥ ১ ॥

তৎ (প্রকৃতং) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) সত্যং । [কিং তৎ ?] কবয়ঃ (মনীষিণঃ) মন্ত্ৰেষু (নিহিতানি) যানি কৰ্ম্মাণি অপশ্যন্ (দৃষ্টবন্তঃ), ত্রেতায়াং (ত্রয়ীলক্ষণায়াং) বহুধা (অনেকপ্রকারং) সন্ততানি (প্রবৃত্তানি) । [হে শিষ্যাঃ] সত্যকামাঃ (সত্যফলাভিলাষিণঃ সন্তঃ) তানি (কৰ্ম্মাণি) নিয়তং (নিত্যং) আচরথ (অনুষ্ঠিত) । বঃ (বুধ্যাকং) স্কৃতস্ত (সম্যক্ অনুষ্ঠিতস্ত) লোকে (ফলপ্রাপ্তৌ) এষঃ পশ্বাঃ (উপায়ঃ) ॥

ইহাই সেই সত্য বস্তু ; কবিগণ (পণ্ডিতগণ) মন্ত্ৰমধ্যে যাণা দর্শন করিয়াছেন । সেই ঋষিদৃষ্ট কৰ্ম্মসমূহ ত্রেতাতে (ত্রয়ী-বেদে), বহুপ্রকার প্রবৃত্ত আছে । [হে শিষ্যগণ,] তোমরা সত্যকাম হইয়া সেই কৰ্ম্মসমূহ আচরণকর, ইহাই তোমাদের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মফললাভের পথ বা উপায় ॥ ১০ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

সাক্ষাৎ বেদা অপরা বিদ্যোক্তা “ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ” ইত্যাদিনা । “যত্তদ্রেশ্বশ্বম্” ইত্যাদিনা—“নামরূপমঙ্গল জায়তে” ইত্যন্তেন গ্রন্থেন উক্তলক্ষণমক্ষরং যদা বিদ্যায়া অধিগম্যতে ইতি সা পরা বিদ্যা সবিশেষণোক্তা । অতঃ পরম্ অনন্যোর্বিদ্যায়া-বিষয়ো বিবেক্তব্যৌ সংসার-মোক্ষৌ, ইত্যন্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

তত্রাপরবিদ্যাবিষয়ঃ কৰ্ত্তৃদিসাধন-ক্রিয়াফলভেদরূপঃ সংসারোহনাদিরনন্তো দুঃখস্বরূপত্বাদ্ হাতব্যঃ প্রত্যেকঃ শরীরিভিঃ সামন্ত্যেন নদীস্রোতোবদবিচ্ছেদরূপ-সম্বন্ধঃ, তদুপশমলক্ষণো মোক্ষঃ পরবিদ্যাবিষয়োহনাদ্যনন্তোহজরোহমরোহমৃতো-

ইত্যঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠালক্ষণঃ পরমানন্দোহৃদয় ইতি । পূৰ্ণং তাবদপৰ-
বিদ্যায়। বিষয় প্রদর্শনার্থমারম্ভঃ ; তদর্শনে হি তন্নির্কেদোপপত্তিঃ । তথা চ
বক্ষ্যতি—“পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিহ্নান্” ইত্যাদিনা । ন হুপ্রদর্শিতে পরী-
ক্ষোপপদ্যতে, ইতি তৎ প্রদর্শয়মাহ—তদেতৎ সত্যম্ অবিতথম্ । কিং তৎ ? মন্ত্ৰেষু
ঋগ্বেদাদ্যাথ্যেযু কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি ঋগ্বেদেব প্রকাশিতানি কবয়ো মেধাবিনো
বশিষ্ঠাদয়ো যানি অপশ্যন্ দৃষ্টবন্তঃ । বহুদেতৎ সত্যমেকাংস্তপুরুষার্থসাধনত্বাৎ, তানি
চ বেদবিহিতানি ঋষিদৃষ্টানি কর্ম্মাণি ত্রেতায়াং ত্রয়োব্যাগলক্ষণায়াং হোত্রাধ্বর্ষা-
বোদগাত্রপ্রকারায়াম্ অধিকরণভূতায়াম্ বহুধা বহুপ্রকারং সন্ততানি সংপ্রভূতানি
কর্ম্মাণিঃ ক্রিয়মাণানি, ত্রেতায়াং বা যুগে প্রায়শঃ প্রভূতানি ; অতো যুগং তানি
আচরণ নির্কর্তব্যত নিয়তং নিত্যং, সত্যকামা যথা হৃতকর্ম্মফলকামাঃ সন্তঃ । এষ
বো যুগাকং পছা মার্গঃ সূকৃতস্ত স্বয়ং নির্কর্ত্তিতস্ত কর্ম্মণো লোকে—ফল-
নিমিত্তং লোকাতে দৃশ্যতে ভূজ্যতে ইতি কর্ম্মফলং লোক উচ্যতে । তদর্থং
তৎপ্রাপ্তয়ে এষ মার্গ ইত্যর্থঃ । যান্যেতানি অগ্নিহোত্রাদীনি ত্রয়াং বিহিতানি
কর্ম্মাণি, তান্নেষ পছা অবশ্যফল প্রাপ্তিসাধনমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

‘ঋগ্বেদ যজুর্বেদ’ ইত্যাদি বাক্যে বেদ ও বেদাঙ্গ সমূহকে অপরা
বিজ্ঞা বলা হইয়াছে । আর ‘সেই যে অদৃশ্য’ ইত্যাদি ‘নাম, রূপ ও
অন্ন সমুৎপন্ন হয়,’ ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা
সেই অক্ষরসংস্কৃত পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিজ্ঞা, ঐ বাক্যে
পরা বিজ্ঞা সম্বন্ধে আরও যাহা বিশেষ আছে, তাহাও উক্ত হইয়াছে ।
অতঃপর উক্ত পরা ও অপরা বিজ্ঞার দ্বিবিধ বিষয়—মোক্ষ ও সংসার
পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করা আবশ্যক ; এই উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী গ্রন্থ
আরম্ভ হইতেছে ।

তন্মধ্যে নদী-স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান, ক্রিয়া,
ক্রিয়াসাধন, কর্ত্তা প্রভৃতি ও ক্রিয়াকলাত্মক ভেদপূর্ণ এবং অনাদি,
অনন্ত(৯) দুঃখময় এই যে সংসার, ইহাই অপরা বিদ্যার বিষয় ;

(৯) ভাষণার্থ—প্রকৃতপক্ষে সংসার অনিত্য বহুলেণ—ব্রহ্মজ্ঞানে বিনাশদীল হইলেও
কবে যে তাহার অন্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত না থাকায় সংসারকে ‘অনন্ত’ বলা হইয়া থাকে ॥

সংসার দুঃখময় বলিয়া প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষেই পরিত্যাজ্য ; আর সেই দুঃখময় সংসারের উপশম বা অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহাই পরা বিদ্যার বিষয় । উক্ত লক্ষণ মোক্ষও অনাদি, অনন্ত, জরা ও ক্ষয়বর্জিত, বিনাশ ও ভয়রহিত, শুদ্ধ, নির্দোষ, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতিরূপ অদ্বিতীয় পরমানন্দ স্বরূপ । প্রথমেই অবিদ্যার বিষয় বিজ্ঞাত হইলে সহজেই তাহা হইতে বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে ; এই কারণে প্রথমেই অবিদ্যার বিষয় প্রদর্শনার্থ উপক্রম করা হইয়াছে । ‘কর্ম্ম-সঞ্চিত লোক সমূহ (ফল সমূহ) পরীক্ষা করিয়া,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এ কথা বলা হইবে । বিচার্য্য বিষয় নির্দেশ না করিলে, কখনই পরীক্ষা উপপন্ন হইতে পারে না ; এই কারণে সেই সেই বিষয় প্রদর্শন করতঃ বলিতেছেন—সেই এই বস্তুটি সত্য অর্থাৎ অবিতথরূপ । সেই বস্তুটি কি ? না—বশিষ্ঠ প্রভৃতি কবিগণ অর্থাৎ মেধাবিগণ ঋগ্বেদাদি মন্ত্রে প্রকাশিত অগ্নিহোত্রাদি যে সমস্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়াছেন । কর্ম্মসমূহ মন্ত্র দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে ; [এই কারণে মন্ত্রে দৃষ্ট বলা হইয়াছে ।] নিশ্চিতরূপে পুরুষার্থ-সাধক এই যে সেই সত্য ; বেদবিহিত এবং ঋষিদৃষ্ট সেই কর্ম্ম সমূহ ত্রেতায় অর্থাৎ হোত্র, আধ্বর্য্যাব ও ঔদগাত্রবিশিষ্ট (১০) বেদত্রেয়ে বহুপ্রকারে সংপ্রবৃত্ত অর্থাৎ কর্ম্মিগণকর্ত্ত্বক অনুষ্ঠিত ; অথবা ত্রেতা-যুগে বহুলভাবে আরদ্ধ হইয়াছে । অতএব তোমরা সত্যকাম হইয়া—যথাযথ কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সেই সকল কর্ম্ম সর্বদা সম্পাদন কর । সুকৃত অর্থাৎ তোমার নিজের সম্পাদিত কর্ম্ম-ফল ভোগের নিমিত্ত ইহাই তোমাদিগের প্রকৃত পথ—উপযুক্ত উপায় । যাহা অবলোকন করা হয়—দর্শন করা হয় অর্থাৎ ভোগ করা হয়, এই অর্থে ‘লোক’

(১০) তাৎপর্য্য—ঋগ্বেদবিহিতঃ পদার্থঃ—হোত্রম্, যজুর্বেদবিহিতঃ আধ্বর্য্যবম্, সামবেদ-বিহিতঃ ঔদগাত্রম্ ইতি আনন্দগিরিঃ । অর্থাৎ ঋগ্বেদবিহিত বিষয়কে হোত্র, যজুর্বেদবিহিত বিষয়কে আধ্বর্য্যাব, আর সামবেদবিহিত বিষয়কে ঔদগাত্র বলে । এতদসূত্রম্ ঋগ্বেদবিৎ—হোত্রা, যজুর্বেদবিৎ—আধ্বর্য্যু আর সামবেদবিৎ—ঔদগাতা নামে অভিহিত হন ।

শব্দে কর্মফল কথিত হইয়া থাকে । ইহা সেই লোকপ্রাপ্তির পথ ।
এই যে বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, ফলপ্রাপ্তির অবশ্য-সাধকত্বনিবন্ধন
সেই কর্মসমূহই এই পথ ॥১০ ॥১॥

যদা লেলায়তে হৃচ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে ।

তদাজ্যভাগাবস্তুরেণাহ্তাঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥১১॥২॥

[প্রথমং তাবৎ অগ্নিহোত্রমেব উদাহ্রিতং]—‘যদা’ ইত্যাদিনা । যদা
(যস্মিন্ কালে) সমিদ্ধে (কাষ্ঠাদিভিঃ প্রদীপ্তে) হব্যবাহনে (অগ্নৌ) অর্চিঃ
(শিখা) লেলায়তে (চঞ্চলীভবতি) ; তদা (তস্মিন্ কালে) আজ্যভাগো
অস্তুরেণ (আজ্যভাগয়োঃ মধ্যে আহবনীয়াশ্চ দক্ষিণোত্তর-পার্শ্বয়োঃ আজ্যভাগৌ
হুয়েতে, তয়োঃ মধ্যে ইত্যর্থঃ) আহতীঃ (সায়ং প্রাতঃ আহতিদ্বয়ং) প্রতিপাদয়েৎ
(প্রক্ষিপেৎ) ॥

প্রজলিত অগ্নিতে যে সময় শিখামণ্ডল চঞ্চল হয়, তখনই আজ্যভাগদ্বয়ের
মধ্যে আহতি সমর্পণ করিবে ॥ ১১।২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

তত্র অগ্নিহোত্রমেব তাবৎ প্রথমং প্রদর্শনার্থমুচ্যতে, সর্বকর্মণাং প্রাথম্যাৎ ।
তৎ কথম্ ? যদেব ইন্ধনৈরভ্যাহিতৈঃ সম্যক্ ইদ্ধে সমিদ্ধে দীপ্তে হব্যবাহনে
লেলায়তে চলতি অর্চিঃ ; তদা তস্মিন্ কালে লেলায়মানে চলত্যর্চিষি আজ্যভাগৌ
আজ্যভাগয়োঃস্তুরেণ মধ্যে আবাপস্থানে আহতীঃ প্রতিপাদয়েৎ প্রক্ষিপেৎ দেব-
তামুদ্दिश । অনেকাহঃপ্রয়োগাপেক্ষয়া আহতীঃ ইতি বহুবচনম্ । এষ সম্যাগাহতি-
প্রক্ষেপাদিলক্ষণঃ কর্মমার্গৌ লোকপ্রাপ্তয়ে পস্থাঃ । তস্ত চ সম্যক্করণং হুঙ্করম্,
বিপত্তয়স্বনেকা ভবন্তি ॥ ১১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তন্মধ্যে উদাহরণার্থ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রই উল্লিখিত হইতেছে ;
কারণ, উহাই সমস্ত কর্মের প্রথম । তাহা কি প্রকার ?—নিষ্কিপ্ত
কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে যে সময়েই শিখা লেলায়মান—চলনশীল
হয়, সেই সময় অগ্নিশিখা চলৎ থাকিতে থাকিতে আজ্যভাগদ্বয়ের

মধ্যে অর্থাৎ অর্পণযোগ্য স্থানে দেবতার উদ্দেশ্য করিয়া আছতি সকল নিষ্কোপ করিবে । অনেক দিনের আছতির বহুত্ব ধরিয়া মূলে ‘আছতি’ শব্দে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, [নচেৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে সাংগ ও প্রাতঃকালীন আছতিদ্বয়ই প্রসিদ্ধ ।] যথোপযুক্ত আছতি প্রক্ষেপাদি স্বরূপ এই কর্মপথই লোকপ্রাপ্তির উপায় । কিন্তু তাহার যথাযথ-ভাবে অনুষ্ঠান বড় দুষ্কর ; কারণ, ইহাতে অনেক প্রকার বিপৎ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১১ ॥২॥

যস্মাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাস-

মচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবজিতঞ্চ ।

অহতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হত-

মাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

[অগ্নিহোত্রস্ত অযথাহুষ্ঠানে দোষমাহ]—যস্মেতি । যস্য (অগ্নিহোত্রিণঃ) অগ্নি-হোত্রং (তদাখ্যং যাগকর্ম) অদর্শম্ (অমাবস্তাকর্তব্য-‘দর্শ’নামক-কর্মরহিতম্) অপৌর্ণমাসম্ (পৌর্ণমাসীবিহিত-‘পৌর্ণমাস’সংজ্ঞক-কর্মবর্জিতম্), অচাতুর্মাস্যম্ (চাতুর্মাস্যকর্মরহিতম্) অনাগ্রয়ণং (শরদাদি-কর্তব্যাগ্রয়ণেষ্টিশূন্যং), তথা অতিথিবর্জিতম্ (অতিথিপূজনরহিতম্), অহতম্ (যথাকালে হোমরহিতম্), অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব-বলিকর্মরহিতম্), অবিধিনা (শাস্ত্রোক্তবিধানম্ অনাদৃত্য) হতং চ [ভবতি], তৎ অগ্নিহোত্রং] তস্য (কর্তৃঃ) আ সপ্তমান্ (সপ্তমপর্ষাত্তান্) লোকান্ (ভূরাদীন কক্ষফলরূপান্) হিনস্তি (বিনাশরতি—নিবারণরীতি যাবৎ) [অতঃ সাবধানেন অগ্নিহোত্রং কর্তব্যমিত্যাশয়ঃ] ।

যাহার ‘অগ্নিহোত্র’বাগ ‘দর্শ’ ও ‘পৌর্ণমাস’ বাগ রহিত হয়, চাতুর্মাস্য ও আগ্রয়ণ-বাগশূন্য এবং অতিথি-পূজনরহিত হয়, যথাকালে হত না হয়, বৈশ্বদেব-কর্মশূন্য এবং অবিধিপূর্বক হত হয়, সেই অগ্নিহোত্র বাগই তাহার ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোক (কক্ষকল) বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

শাক্তরত্নাব্যাম্ ।

কথম্ ? যস্মাগ্নিহোত্রিণঃ অগ্নিহোত্রম্ অদর্শং দর্শাখ্যেন কর্মণা বর্জিতম্ । অগ্নি-

হোত্রিণোহবশ্যকর্তব্যাদ্দর্শস্ত—অগ্নিহোত্রিসম্বন্ধ্যাগ্নিহোত্রবিশেষণমিব ভবতি ; তদ-
ক্রিয়মাণমিত্যেতৎ । তথা অপৌর্ণমাসম্ ইত্যাদিষপি অগ্নিহোত্র-বিশেষণদ্বং দ্রষ্টব্যম্ ;
অগ্নিহোত্রাজ্ঞস্ত্যানিষিষ্টত্বাৎ । অপৌর্ণমাসং পৌর্ণমাসকৰ্ম্মবৰ্জিতম্ । অচাতুৰ্মাস্যং
চাতুৰ্মাস্ত্রকৰ্ম্মবৰ্জিতম্ । অনাগ্রয়ণং আগ্রয়ণং শরদাদিবু কৰ্ত্তব্যং, তচ্চ ন ক্রিয়তে
যন্ত তৎ তথা । অতিথিবৰ্জিতঞ্চ অতিথি-জনঞ্চ অহনুহন্ত্রক্রিয়মাণং যন্ত । স্বয়ং
সমাগ্নিহোত্রকালে অহতম্ । অদশাদিবং অবৈশ্বদেবং বৈশ্বদেবকৰ্ম্মবৰ্জিতম্ ।
হুয়মানমপি অবিধিনা হতং, ন যথাহতমিত্যেতৎ ।

এবং হুঃসম্পাদিতম্ অসম্পাদিতম্ অগ্নিহোত্রাদ্যুপলক্ষিতং কৰ্ম্ম কিং করোতী-
তুচাতে—আসপ্তদান্ সপ্তমসহিতান্ তন্ত্ৰ কৰ্ত্ত্বলোকান্ হিনস্তি হিনস্তীব আয়াসমাত্র-
ফলত্বাৎ । সম্যক্ক্রিয়মাণেষু হি কৰ্ম্মস্ব কৰ্ম্মপরিণামানুরূপোণ ভূবাদয়ঃ সত্যাস্তাঃ
সপ্ত লোকাঃ ফলং প্রাপ্যন্তে । তে লোকা এবশ্বতেন অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মণা তু
অপ্রাপ্যহাং হিংস্তস্ত ইব, আয়াসমাত্রস্ত অব্যভিচারীত্যতো হিনস্তীতুচাতে । পিতৃ-
দানাত্তত্ত্বগ্রহেণ বা সম্বধানাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাঃ
স্বায়োপকারাঃ সপ্ত লোকা উক্তপ্রকারেণ অগ্নিহোত্রাদিনা ন ভবন্তীতি হিংস্তস্ত-
ইতুচাতে ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকারে ? অর্থাৎ বিপৎ সম্ভব হয় কি প্রকারে ? [তাহা
কথিত হইতেছে], যে অগ্নিহোত্রীর ‘অগ্নিহোত্র’ যাগটি অদর্শ—‘দর্শ’-
নামক কৰ্ম্মবৰ্জিত হয়, অগ্নিহোত্রীর পক্ষে ‘দর্শ’ যাগ অবশ্য কৰ্ত্তব্য ;
এই জন্ত [দর্শ যাগটি যেন] অগ্নিহোত্রীর অনুর্ত্তেয় অগ্নিহোত্রের
বিশেষণেরই মত প্রতীত হয় ; তজ্জপে ক্রিয়মাণ না হয় ; ‘অপৌর্ণমাস’
প্রভৃতি স্থলেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে ; কারণ, অগ্নিহোত্রাজ্ঞ
বিষয়ে দর্শের সহিত ইহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ উভয়ই
অগ্নিহোত্রের তুল্য অঙ্গ । অপৌর্ণমাস অর্থাৎ ‘পৌর্ণমাস’-নামক
কৰ্ম্মরহিত । অচাতুৰ্মাস্য অর্থাৎ চাতুৰ্মাস্যনামক কৰ্ম্মবৰ্জিত, অনা-
গ্রয়ণ—আগ্রয়ণ কৰ্ম্মটি শরদাদি ঋতুতে কৰ্ত্তব্য, যে অগ্নিহোত্রে তাহা
অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাই অনাগ্রয়ণ । অতিথিবৰ্জিত অর্থাৎ পিতৃদাদি

যাহার অতিথি সেবা করা না হয়। ‘স্বয়ং যথাযথভাবে অগ্নিহোত্র সময়েও যাহাতে হোম করা না হয়। দর্শাদি কৰ্ম্মের আয় বৈশ্বদেব কৰ্ম্মও যাহাতে অনুষ্ঠিত হয় না ; আর হইলেও যথাবিধি হোম হয় না, অর্থাৎ যথাবিধি হৃত হয় না ।

এইভাবে দুঃসম্পাদিত কিংবা অসম্পাদিত অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম কি করিয়া থাকে ? তাহা কথিত হইতেছে—সেই কৰ্ম্মকর্ত্তার আ সপ্তম অর্থাৎ সপ্তমের সহিত লোকসমূহ (সপ্ত লোকই) হিংসা করে, কেবল কৰ্ম্মমাত্র স’র বলিয়া যেন [সপ্ত লোককে] হিংসাই করে, [এইরূপ বুঝিতে হইবে] । কৰ্ম্মসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদিত হইলে, সেই সকল কৰ্ম্মানুসারে ভূঃপ্রভৃতি সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্ত লোক ফলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কিন্তু উক্তপ্রকার কৰ্ম্ম দ্বারা সেই সকল লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; পরন্তু কৰ্ম্মানুষ্ঠানে যে ক্রেশ, তাহা ত নিশ্চিতই থাকে, এই কারণে, হিংসা করে বলা হইতেছে । অথবা, পিণ্ডদানাদি দ্বারা সম্বধ্যমান পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং [গ্রাসাচ্ছাদনাদি দ্বারা] উপক্রিয়মাণ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র আর নিজের উপকার, এই সপ্তপ্রকার লোক এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা সম্পন্ন হয় না ; এই কারণে ‘হিংসা করে’ বলা হইয়াছে ॥১২॥৩॥

কালী করালী চ মনোজবা চ

অলোহিতা যা চ স্তম্ভবর্ণা ।

ক্ষুলিঙ্গিনী বিশ্বরূচী চ দেবী

লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

[হবিগ্রহণসমর্থা অগ্নেঃ সপ্ত জিহ্বা আহ]—কালীত্যাদিনা । কালী, করালী চ, মনোজবা চ অলোহিতা, যা চ (অপি) স্তম্ভবর্ণা, ক্ষুলিঙ্গিনী (ক্ষুলিঙ্গবতী) দেবী (সর্বতঃ প্রোজ্জ্বলা) বিশ্বরূচী চ, লেলায়মানাঃ (চপলা হবিগ্রহণসমর্থাঃ) ইতি (এতাতঃ) সপ্ত জিহ্বাঃ [দহনস্যোতি শেষঃ] ।

কালী, করালী, মনোজবা, স্নলোহিতা, স্নধূম্রবর্ণা, স্নুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরূচী, এই সাতটি অগ্নির জিহ্বা ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥]

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

কালী করালী চ মনোজবা চ স্নলোহিতা যা চ স্নধূম্রবর্ণা । স্নুলিঙ্গিনী বিশ্বরূচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ । কাল্যাণ্য বিশ্বরূচ্যস্তা লেলায়-
মানা অগ্নেইবিরাহতিগ্রসনার্থা এতাঃ সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যম্ভবাদ ।

কালী, করালী, মনোজবা, স্নলোহিতা, আর যে স্নধূম্রবর্ণা, স্নুলিঙ্গিনী এবং ছোতমানা বিশ্বরূচী, অগ্নির লেলায়মান এই সাতটি জিহ্বা আছে । ‘কালী’ হইতে ‘বিশ্বরূচী’ পর্য্যন্ত এই সাতটি অগ্নিজিহ্বা লেলায়মান অর্থাৎ হবির আলতি গ্রহণ করিতে সমর্থ ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

এতেষু যশ্চরতে ব্রাজমানেষু

যথাকালং চাহতয়ো হাদদায়ন্ ।

তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো

যত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাসঃ ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

[ইদানীং তৎ প্রয়োগমাহ]—এতেষিতি । যঃ (অগ্নিহোত্রী) ব্রাজমানেষু (দীপ্যমানেষু) এতেষু (জিহ্বাভেদেষু) চরতে (কৰ্ম্ম আচরতি) ; এতাঃ (অগ্নিহোত্রিণা সম্পাদিতাঃ) আহতয়ঃ হি । নিশ্চয়ে) যথাকালং (যস্য কৰ্ম্মণঃ যঃ কালঃ, তৎ কালম্ অনতিক্রম্য) সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ [ভূত্বা] আদদায়ন্ (যজমানম্ আদদানাঃ সত্যঃ) তৎ (দেশং) নয়ন্তি (প্রাপয়ন্তি), যত্র (স্বর্গে) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) দেবানাং পতিঃ (ইন্দ্রঃ) অধিবাসঃ (অধিবসতি) ।

যে অগ্নিহোত্রী প্রদীপ্ত এই জিহ্বাসমূহে হোমকৰ্ম্ম অহুষ্ঠান করে, এই আহতি সমূহই যথাকালে সূর্য্যরশ্মিভাবে সেই যজমানকে লইয়া সেই স্থান প্রাপ্ত করায়, যেখানে অদ্বিতীয় দেবপতি (ইন্দ্র) বাস করেন ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

এতেষু অগ্নিজিহ্বাভেদেষু যঃ অগ্নিহোত্রী চরতে কৰ্ম্ম আচরতি অগ্নিহোত্রাদিকং

ভাজমানেষু দীপ্যামানেষু । যথাকালঞ্চ যশ্চ কৰ্ম্মণো যঃ কালঃ তং কালম্ অনতিক্রমা
যথাকালং যজমানমাদদায়ন্ আদানানি আহুতয়ো যজমানেন নিৰ্ব্বৰ্জিতাঃ তং নয়ন্তি
প্রাপয়ন্তি । এতা আহুতয়ঃ, যা ইমা অনেন নিৰ্ব্বৰ্জিতাঃ সূর্য্যশ্চ রশ্ময়ো ভূত্বা, রশ্মি-
দ্বারৈরিত্যর্থঃ । যত্র যস্মিন্ স্বৰ্গে দেবানাং পতিরিত্ত্ব একঃ সৰ্ব্বাভুপরি অধি-
বসতীত্যধিবাসঃ ॥ ১২ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে অগ্নিহোত্রী দীপ্যমান এইসকল অগ্নিজিহ্বাতে অগ্নিহোত্রাদি
কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, যজমানসম্পাদিত অর্থাৎ যজমানকর্তৃক যে সকল
আহুতি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই আহুতিনিচয় যথাকালে যজমানকে
আদানপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যেখানে—যে
স্বৰ্গে দেবগণের পতি ইন্দ্র সৰ্ব্বোপরি বাস করিয়া থাকেন, সেই স্থান
প্রাপ্ত করায় ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

এহেহীতি তমাহুতয়ঃ স্তবর্চসঃ

সূর্য্যশ্চ রশ্মিভির্বজমানং বহন্তি ।

প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোহর্চয়ন্ত্য

এস বঃ পুণ্যঃ স্কৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

[ইদানিঃ সূর্য্যরশ্মিদারকবহনপ্রকারমাহ]—এহেহীত্যাदि । স্তবর্চসঃ (দীপ্তি-
মত্যাঃ) আহুতয়ঃ (অগ্নিহোত্রে নিষ্পাদিতাঃ) ‘এহি এহি’ ইতি [আহবয়ন্ত্যাঃ],
অর্চয়ন্ত্যাঃ (স্তুত্যাदिভিঃ পূজয়ন্ত্যাঃ), এসঃ (নিদিষ্টমানঃ) পুণ্যঃ (পবিত্রঃ)
ব্রহ্মলোকঃ (স্বৰ্গফলরূপঃ) বঃ (যুগ্মাকং) স্কৃতঃ (পঙ্খাঃ), [এবং] প্রিয়াং
বাচং (বাক্যং) অভিবদন্ত্যাঃ (কথয়ন্ত্যাঃ চ) [সত্যঃ] সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ
(দ্বারভূতৈঃ) তং যজমানং বহন্তি (স্বৰ্গং গময়ন্তীত্যর্থঃ) ॥

দীপ্তিসম্পন্ন সেই আহুতিসমূহ ‘এস এস’ বলিয়া আহ্বান করতঃ, স্তুতি
প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করতঃ এবং এই পবিত্র ব্রহ্মলোক তোমাদের কৰ্ম্মলব্ধ
ফল, এইরূপ প্রশংসাক্য কথনপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সেই যজমানকে বহন করিয়া
থাকে ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

শাকরভাষ্যম্।

কথং সূর্য্যস্ত রশ্মিভির্ঘজমানং বহন্তীতি ? উচ্যতে—এহি এহি ইতি আহবয়ন্তঃ তং যজমানম্ আহতয়ঃ স্তবর্চসো দীপ্তিমত্যঃ ; কিঞ্চ, প্রিয়াম্ ইষ্টাং বাচং স্তভ্যাঙ্গি-লক্ষণাম্ অভিবদন্ত্য উচ্চারয়ন্ত্যঃ অর্চয়ন্ত্যঃ পূজয়ন্ত্যশ্চ এষ বো যুত্বাকং পুণাঃ স্কৃতঃ ব্রহ্মলোকঃ কলরূপঃ, এবং প্রিয়াং বাচম্ অভিবদন্ত্যো বহন্তীত্যর্থঃ । ব্রহ্মলোকঃ স্বর্গঃ প্রকরণাং ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিপ্রকারে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যজমানকে বহন করে ? তাহা কথিত হইতেছে—স্তবর্চস্ অর্থাৎ দীপ্তিমতী আহতিসমূহ সেই যজমানকে ‘এস এস’ বলিয়া আহ্বান করতঃ, আর স্তবাদিরূপ প্রিয়—ইচ্চাক্য উচ্চারণকরতঃ এবং অর্চনা—পূজা করতঃ এই পবিত্র ব্রহ্মলোকই তোমাদের স্কৃত—কর্ম্মফলস্বরূপ, এইপ্রকার প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে বহন করিয়া থাকে । প্রকরণানুসারে এখানে ব্রহ্মলোক অর্থ—স্বর্গ ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

প্রবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা

অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম ।

এতচ্ছে য়ো যেহভিনন্দন্তি মৃঢ়া

জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

[জ্ঞানরহিতস্য কর্ম্মণো নিন্দার্থমাহ]—প্রবাঃ ইতি । যেষু (অষ্টাদশষু যজ্ঞরূপেষু) অবরং (জ্ঞানরহিতত্বাৎ নিকৃষ্টং) কর্ম্ম উক্তং (শাস্ত্রাণ্যে বিহিতং) ; হি (যন্তাং) এতে অষ্টাদশ (ষোড়শ ঋত্বিজঃ, যজমানঃ, পন্নী চ, ইত্যষ্টাদশ-সংখ্যাকাঃ) যজ্ঞরূপাঃ (যজ্ঞনির্ব্বাহকাঃ) অথবা, এতে যজ্ঞরূপা অষ্টাদশ প্রবাঃ (সংসার-সম্ভরণোপায়াঃ) অদৃঢ়াঃ (অস্থিরাঃ) ; [তস্মাৎ] প্রবন্তে (কলেন সহ বিনশ্যন্তি ইত্যর্থঃ) । যে মৃঢ়াঃ (বিবেকরহিতাঃ) এতৎ (জ্ঞানরহিতঃ কর্ম্ম) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়োরূপং) অভিনন্দন্তি (বহু মন্তস্তে) ; তে (মৃঢ়াঃ) পুনঃ এব (ভ্রমোভ্রমঃ) জরামৃত্যুং (জরাং চ মৃত্যুং চ) অপিবন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) [ন পুনর্মুক্তিম্, ইত্যভিপ্রায়ঃ] ।

এই যে, অষ্টাদশ ঋত্বিক্‌সাধ্য যজ্ঞরূপ প্লব (সংসার-সাগরোত্তরণের ভেলা)
যাহাতে হীনফলপ্রদ কর্ম উক্ত হইয়াছে ; ইহা দৃঢ়তর নহে—বিনাশশীল ।
যে সকল মূঢ়ব্যক্তি ইহাকেই ‘শ্রেয়ঃ’ বলিয়া আদর করে, তাহারা পুনর্বার
জরা ও মৃত্যু লাভ করে (মুক্ত হইতে পারে না) ॥১৬॥৭॥

শাক্তরভ্যাম্ ।

এতচ্চ জ্ঞানরহিতং কর্ম এতাবৎফলম্ অবিভ্যাকামকর্মকার্যম্, অতঃ অসারং
দুঃখমূলমিতি নিন্দ্যতে—প্লবা বিনাশিনঃ ইত্যর্থঃ । হি যস্মাৎ এতে অদৃঢ়াঃ অস্থিরাঃ
যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞস্ত রূপাণি যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞনির্ব্বাহকাঃ অষ্টাদশ অষ্টাদশসংখ্যাকাঃ ষোড়শ
ঋত্বিজঃ পত্নী যজ্ঞমানশ্চ ইত্যষ্টাদশ । এতদাশ্রয়ং কর্ম উক্তং কথিতং শাস্ত্রেণ, যেমু
অষ্টাদশমু অবরং কেবলং জ্ঞানবজ্জিতং কর্ম । অতশ্চেভ্যাম্ অবরকর্মাশ্রয়াণাম্
অষ্টাদশানাম্ অদৃঢ়তয়া প্লবত্যাং প্লবতে সহ ফলেন তৎসাধ্যং কর্ম ; কুণ্ডবিনাশাদিব
(১১) ক্ষৌরদধ্যাদীনাং তৎস্থানাং নাশঃ ; যত এবমেতৎ কর্ম শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনম্ ইতি
যে অভিনদন্তি অভিস্ব্যস্তি অবিবেকিনো মূঢ়াঃ, অতস্তে জরাং চ মৃত্যুং চ জরামৃত্যুং,
কক্ষিৎ কালং স্বর্গে হিষ্ট্বা পুনরেব অপি যন্তি ভূয়োহপি গচ্ছন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

এই যে জ্ঞানরহিত কর্ম, ইহার ফলও এই পর্য্যন্ত—অবিভা ও
কামকর্ম প্রসূত ; অতএব অসার—দুঃখনিদান, এইজন্ত ইহার নিন্দা
করা হইতেছে—‘প্লব’ অর্থ—বিনাশশীল, যেহেতু যে অষ্টাদশের
আশ্রয়ে আশ্রিত অবর—জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।
যেহেতু, সেই এই অষ্টাদশ—ষোড়শ ঋত্বিক্, যজ্ঞমান ও তৎপত্নী, এই
অষ্টাদশসংখ্যক যজ্ঞরূপ যজ্ঞের নিরূপক—অর্থাৎ যজ্ঞনির্ব্বাহক
যাজ্ঞিকগণ অদৃঢ় অস্থির (ক্ষয়োন্মুখ) ; অতএব, কুণ্ডের (পাত্রবিশেষের)
বিনাশে যেরূপ সেই কুণ্ডস্থ দধিপ্রভৃতিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ
উক্ত অবর-কর্মাশ্রয়ীভূত অষ্টাদশের অদৃঢ়তাহেতু তৎসাধ্য (তাহাদের
নিষ্পাদিত) কর্মও ফলের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায় । যেহেতু মূঢ়
অর্থাৎ বিবেকহীন ব্যক্তিরা উক্তপ্রকার কর্মকেই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম

কল্যাণসাধন বলিয়া সমাদর করে ; অতএব, তাহারা কিয়ৎকাল স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া পুনশ্চ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

অবিজ্ঞান্যামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতশ্চান্যমানাঃ ।

জজ্ঞান্যমানাঃ পরিস্রস্তি মূঢ়া

অক্লেনৈব নীয়মানা যথাক্কাঃ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

অবিজ্ঞান্যাম্ অন্তরে (অবিজ্ঞান্যে) বর্তমানাঃ স্বয়ং [এব] ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) পণ্ডিতশ্চান্যমানাঃ (আত্মানং পণ্ডিতং মন্তস্তে) জজ্ঞান্যমানাঃ (রোগাদিভিঃ ভৃশং পুনঃ পুনর্বা পীড়্যমানাঃ) মূঢ়াঃ (অবिवেকাঃ) অক্লেন নীয়মানাঃ (পরিচাল্যমানাঃ) অক্কাঃ যথা (অক্কা ইব) পরিস্রস্তি (বিভ্রমস্তি—বিপত্নস্তে ইত্যর্থঃ) ।

অবিজ্ঞান্যে বাস করে, সুতরাং আপনিই আপনাকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এবং রোগাদি অনর্থরাশি দ্বারা বারবার অতিশয়রূপে পীড়্যমান মূঢ় ব্যক্তির অন্ধপরিচালিত অন্ধের ত্যায় [উদ্ভ্রান্তভাবে] ভ্রমণ করে ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, অবিজ্ঞান্যাম্ অন্তরে মধ্যে বর্তমানাঃ অবিবেকপ্রায়াঃ স্বয়ং 'বয়মেব ধীরাঃ ধীমন্তঃ পণ্ডিতা বিদিতবেদিতব্যাশ্চ ইতি মন্তমানা আত্মানং সম্ভাবয়ন্তঃ, তে চ জজ্ঞান্যমানাঃ জরারোগাণ্যনেকানর্থত্রাতৈর্হন্তমানা ভৃশং পীড়্যমানাঃ পবিস্রস্তি বিভ্রমস্তি মূঢ়াঃ । দর্শনবজ্জিতত্বাৎ অক্লেনৈব অচক্ষুষ্কৈণৈব নীয়মানাঃ প্রদর্শ্যমানমার্গাঃ যথা লোকে অক্কা অন্ধিরহিতা গর্ত-কণ্টকাদৌ পতন্তি, তদ্বৎ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ, অবিজ্ঞান্য মধ্যে বর্তমান অর্থাৎ অবিবেকবহুল, নিজেই 'আমরা ধীর, বুদ্ধিমান্ এবং পণ্ডিত অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছি,' এইরূপে আপনাকে সম্ভাবিত—সম্মানিত করে ; সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি জজ্ঞান্যমান হইয়া—জরা ও রোগাদি নানাবিধ অনর্থ দ্বারা পীড়্যমান হইয়া পরিস্রমণ করে । দর্শনশক্তি না থাকায় অন্ধকর্তৃক অর্থাৎ অন্ধিহীনকর্তৃক নীয়মান—প্রদর্শিতপথ অন্ধ—চক্ষুরহিত লোক

সমূহ ষেরূপ গর্ত ও কণ্টকাদিতে পতিত হইয়া থাকে, তাহারাদি
সেইরূপ—॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা

বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্তি বালাঃ ।

যৎ কস্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ

তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াং (অজ্ঞানবহুলব্যাপারে) বহুধা (নানা প্রকারেণ) বর্তমানাঃ বালাঃ (অবिवেকিনঃ) বয়ং কৃতার্থাঃ (কৃতকৃত্যঃ) ইতি (এবং) অভিমন্তি (অভিমানং কুর্বন্তি) । যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) কস্মিণঃ (জ্ঞানরহিত-কস্মান্নুষ্ঠাতারঃ) রাগাৎ (ফলাগত্বে হেতোঃ) ন প্রবেদয়ন্তি (তত্ত্বং ন জানন্তি), [তস্মাৎ] ক্ষীণলোকাঃ (ক্ষীণকস্মফলাঃ) [অতএব] আতুরাঃ (দুঃখার্থীঃ সন্তঃ) চ্যবন্তে (স্বর্গাৎ পতন্তীত্যর্থঃ) ॥

নানাপ্রকারে অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত, বালকগণ (মূঢ়গণ) অভিমান করিয়া থাকে যে, ‘আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।’ যেহেতু কস্মাসক্ত ব্যক্তিরা ফলাসক্তিবশতঃ (প্রকৃত তত্ত্ব) জানিতে পারে না, সেইহেতু স্বর্গাদি লোক-ভোগ শেষ হইলে দুঃখান্ত হইয়া সেই লোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥১৮॥৯॥

শঙ্করভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াং বহুধা বহুপ্রকারং বর্তমানাঃ বয়মেব কৃতার্থাঃ কৃতপ্রয়োজনা ইত্যেবম্ অভিমন্তি অভিমন্তস্তে অভিমানং কুর্বন্তি বালা অজ্ঞানিনঃ । যদ যস্মাদেবং কস্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি তত্ত্বং ন জানন্তি, রাগাৎ কস্মফলরাগাভিভবনিমিত্তং, তেন কারণেন আতুরা দুঃখার্থীঃ সন্তঃ ক্ষীণলোকাঃ ক্ষীণকস্মফলাঃ স্বর্গলোকাৎ চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নানাপ্রকারে অবিদ্যার মধ্যে বর্তমান বালকগণ অর্থাৎ অজ্ঞলোকেরা ‘আমরা নিশ্চয়ই কৃতার্থ অর্থাৎ প্রয়োজন সম্পাদন করিয়াছি,’ এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে । যেহেতু এইপ্রকার কস্মিগণ রাগবশতঃ

অর্থাৎ কৰ্মফলে অনুরাগজনিত অভিভব বশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না ; সেইহেতু ক্ষীণলোক অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকক্ষয়ের পর আতুর—দুঃখার্ভ হইয়া স্বর্গলোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

ইষ্টাপূর্তং মন্ত্যমানা বরিষ্ঠং

নান্নচ্ছেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ ।

নাকস্ম পৃষ্ঠে তে স্কৃতেহনুভূয়ে-

মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১৯—১০ ॥

কিঞ্চ, প্রমূঢ়াঃ (অববেকিনঃ) ইষ্টাপূর্তং (ইষ্টং—শ্রৌতং যাগাদি, পূর্তং—স্মার্তং বাপীকৃপাদি-দানলক্ষ্যং কৰ্ম) বরিষ্ঠং (সর্বোৎকৃষ্টং) মন্ত্যমানাঃ (চিন্তয়ন্তঃ সন্তঃ) অন্তঃ শ্রেয়ঃ (পরমকল্যাণং) [অন্তীতি] ন বেদয়ন্তে (বুধ্যন্তে) । তে (প্রমূঢ়াঃ) স্কৃতে (কৰ্মলক্ষে) নাকস্ম পৃষ্ঠে (স্বর্গোপরি) অনুভূয়া (ফলম্ অনুভূয়) ইমং লোকং (মর্ত্যাত্ম্যং) হীনতরং (ইতোহপি নিকৃষ্টং লোকং) বা (অপি) আবিশন্তি,—তত্র জায়ন্তে ইত্যর্থঃ ।

অত্যন্ত মূঢ়গণ ইষ্ট ও পূর্ত কৰ্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে ; অপর শ্রেয়ঃ আছে বলিয়া জানে না । তাহারা পুণ্যলব্ধ স্বর্গপৃষ্ঠে কৰ্মফল অনুভব করিয়া এই লোকে কিংবা ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট লোকে প্রবেশ করে ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ ।

ইষ্টাপূর্তম্—ইষ্টং যাগাদি শ্রৌতং কৰ্ম, পূর্তং বাপীকৃপতড়াগাদি স্মার্তং কৰ্ম, মন্ত্যমানা এতদেব অতিশয়েন পুরুষার্থসাধনং বরিষ্ঠং প্রধানমিতি চিন্তয়ন্তঃ, অন্তঃ আত্মজ্ঞানাখ্যং শ্রেয়ঃসাধনং ন বেদয়ন্তে ন জানন্তি প্রমূঢ়াঃ পুত্রপণ্ডবান্ধবাবিশু প্রমত্ততয়া মূঢ়াঃ ; তে চ নাকস্ম স্বর্গস্ত পৃষ্ঠে উপরিস্থানে স্কৃতে ভোগায়তনে অনুভূয়া অনুভূয় কৰ্মফলং পুনরিমং লোকং মানুষম্ অস্মাং হীনতরং বা তিৰ্য্যঙ্-নরকাদিলক্ষ্যং যথাকৰ্মশেষং বিশন্তি ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ইষ্টাপূর্ত—ইষ্ট অর্থে—শ্রুতিবিহিত যাগাদি কৰ্ম, আর পূর্ত অর্থে—স্মৃতিবিহিত বাপী-কৃপ-তড়াগাদি দানক্রিয়া, প্রমূঢ়গণ অর্থাৎ পুত্র,

পশু ও বন্ধুবর্গে আসক্তিনিবন্ধন মোহগ্রস্ত ব্যক্তির, উক্ত ইচ্ছাপূর্ত্ত কর্মকেই নিরতিশয় পুরুষার্থ-সাধন—বরিষ্ঠ বা প্রধান মনে করে— চিন্তা করে, তদতিরিক্ত প্রকৃত শ্রেয়ঃসাধন আত্মজ্ঞান জানিতে পারে না। তাহার অকৃত অর্থাৎ ভোগায়তন নাকপৃষ্ঠে অর্থাৎ স্বর্গের উপরিস্থানে কর্মফল অনুভব করিয়া, পুনর্ব্বার এই মনুষ্য-লোকে অথবা এতদপেক্ষা হীনতর তিৰ্য্যগ্গোনি ও নরকাদিস্থানে নিজ নিজ কর্মশেষানুসারে (১২) প্রবেশ করে ॥১৯॥১০

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যাপবসন্ত্যরণ্যে,

শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ ।

সূর্য্যদ্বারেন তে বিরজাঃ প্রযান্তি

যত্রামৃতঃ স পুরুষো হব্যয়াত্মা ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

[ইদানীং জ্ঞানবতাং ফলমাহ]—‘তপঃ’ ইত্যাদিনা। যে হি শান্তাঃ (সংযতেজ্জিহ্বাঃ বানগ্রন্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ) ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ (ভিক্ষামাত্রোপজীব্যাঃ) অরণ্যে [বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ] বিদ্বাংসঃ (জ্ঞানবন্তঃ গ্রন্থাঃ চ) তপঃশ্রদ্ধে—তপঃ স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম, শ্রদ্ধা (হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিত্তা), তে তপঃশ্রদ্ধে উপবসন্তি (সেবন্তে), তে বিরজাঃ (বিরজস্থাঃ পুণ্যাপারহিতাঃ সন্তঃ) সূর্য্যদ্বারেন (উত্তরেণ পথা) যত্র (যস্মিন্ সত্যলোকাদৌ) হি সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অব্যয়াত্মা (যাবৎসংসারস্থাদৌ) অমৃতঃ পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) [বর্ত্ততে]; তত্র প্রযান্তি (গচ্ছন্তি) ।

ভিক্ষাব্রতি অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করতঃ যে সমস্ত সংযতেজ্জিহ্ব

(১২) মানুষ নিজ নিজ শুভকর্ম্মানুসারে স্বর্গে গমন করে, এবং সেখানে সমুচিত বিবর ভোগ করে। কর্ম্মফল বত বড়ই হউক না কেন, কিছুতেই অপরিমিত হইতে পারে না; সেই ভোগ পরিমিত এবং পরিমিত কালের মতঃ সেই কাল পূর্ণ হইলেই স্বর্গগত ব্যক্তিকে কিরিয়া আসিতে হয়; তখন বাহার ঘেরণ কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, তাহার ভদ্রানুসারে গতি হয়, কেহ বা মনুষ্য লোকে, কেহ বা তিৰ্য্যগ্গোনিতে, কেহ বা একেবারে নরকে প্রবেশ করে। জীবের কর্ম্মণেষুই তাহার গন্তব্য স্থান নির্দেশ করিয়া দেয়। তাই ভগবদগীতার উক্ত হইয়াছে যে,—“তে তৎ ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্রীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যালোকং বিশন্তি।” অর্থাৎ কর্ম্মীরা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যকরে পুনশ্চ মর্ত্ত্যালোকে প্রবেশ করিয়া থাকে।

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানসম্পন্ন যে সকল গৃহস্থ তপস্তা ও শ্রদ্ধার সেবা করেন, তাহারা সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে—যেখানে সেই অব্যয়-স্বরূপ অমৃতপুরুষ হিরণ্যগর্ভ বাস করেন, সেখানে গমন করেন ॥২০॥১১॥

শাক্তরভ্যাম্।

যে পুনস্তদ্বিপরীতজ্ঞানযুক্তা বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ, তপঃশ্রদ্ধে হি—তপঃ শ্রমবিহিতং কর্ম, শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা, তে তপঃশ্রদ্ধে উপবসন্তি সেবন্তে অরণ্যে বর্তমানাঃ সন্তঃ। শাস্তা উপরতকরণগ্রামাঃ। বিদ্যাংসো গৃহস্থাশ্চ জ্ঞানপ্রধানা ইত্যর্থঃ। তৈশ্চচর্যাং চরন্তঃ পরিগ্রহাভাবাৎ উপবসন্ত্যরণ্যে ইতি সম্বন্ধঃ। সূর্য্যদ্বারেন সূর্য্যোপলক্ষিতেন উত্তরায়ণ পথা তে বিরজাঃ বিরজসঃ ক্ষীণ-পুণ্যাপাশক্কাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। প্রযান্তি প্রকর্ষণে যান্তি যত্র যন্তিন্ সত্যলোকান্দৌ অমৃতঃ স পুরুষঃ প্রথমজো হিরণ্যগর্ভো হব্যায়ান্মা অব্যয়স্বভাবো যাবৎসংসারহ্যসী। এতদন্তান্ত সংসারগতয়োঃ পরবিদ্যাগম্যাঃ।

নবেতং মোক্ষমিচ্ছন্তি কেচিৎ? ন, “ইহৈব সর্ব্বৈ প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ”, “তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তান্নানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ, অপ্রকরণাচ্চ। অপরবিদ্যাপ্রকরণে হি প্রবৃত্তে ন হ্যকস্মান্মোক্ষপ্রসঙ্গোহস্তি। বিরজন্তু আপেক্ষিকম্। সমস্তমপরবিদ্যাকার্য্যং সাধ্যসাধনলক্ষণং ক্রিয়াকারকফল-ভেদভিন্নং দ্বৈতম্ এতাবদেব যৎ হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্ত্যবসানম্। তথাচ মহুনোক্তং স্থাবরাণ্যং সংসারগতিমহুক্রামতা—“ত্রৈকা বিশ্বস্থজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উক্তমাং সাত্বিকীমেতাং গতিমাহর্ষনীষিগঃ” ইতি ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পক্ষান্তরে, যাহারা তদ্বিপরীত জ্ঞানসম্পন্ন বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী অরণ্যে বাস করতঃ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক, আর বিদ্যান্ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রধান গৃহস্থগণও তপস্তাও শ্রদ্ধার—তপ অর্থ—নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কর্ম্ম, আর শ্রদ্ধা অর্থ—হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়ক বিদ্যা, এতদুভয়ের সেবা করেন। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, এইজন্তু তৈশ্চচর্যা তাঁহাদের সম্বন্ধেই বিহিত। তাঁহারা বিরজন্তু অর্থাৎ পুণ্যপাপরহিত হইয়া সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যোপলক্ষিত

উত্তরায়ণ পথে সেই স্থানে প্রকৃষ্টিরূপে গমন করে—যে সত্যলোকাদি স্থানে অমৃত ও অব্যয়াত্মা স্বভাবতঃ বিকার বা ক্ষয়হীন অর্থাৎ সম্পূর্ণ সংসারকালস্থায়ী সেই প্রথমোৎপন্ন পুরুষ হিরণ্যগর্ভ অবস্থান করেন । অপর বিদ্যা দ্বারা এই পর্য্যন্ত সংসারগতি লাভ করা যায় ।

ভাল, কেহ কেহ ত এই গতিকেই মোক্ষ বলিয়া মনে করেন ? না—ইহা হইতে পারে না ; কারণ, ‘এখানেই সমস্ত কামনা বিলীন হইয়া যায় ।’ ‘সেই ধীরগণ সর্বগত ব্রহ্মকে সর্ববতোভাবে প্রাপ্ত হইয়া যুক্তাত্মা হইয়া সর্বস্বরূপে প্রবেশ করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের স্থানবিশেষে গতি হয় না] ; অপ্রাসঙ্গিকতাও অপর হেতু—এখানে অপর বিদ্যার প্রকরণ আরদ্ধ হইয়াছে ; তন্মধ্যে অকস্মাৎ মোক্ষের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না । তবে এখানে যে, বিরজ-স্বতা বলা হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিক অর্থাৎ কস্মিগণের অপেক্ষা বিরজ-স্বতামাত্র । সাধ্য-সাধনাত্মক এবং ক্রিয়া কারক ও ফলভেদ-সম্পন্ন, সমস্ত অপর বিদ্যার দ্বৈত ফল এই হিরণ্যগর্ভপদ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, এতদ-পেক্ষা আর অধিক ফল নাই । দেখ, স্থাবরাদি সংসারগতি বর্ণন প্রসঙ্গে মনুও বলিয়াছেন—‘ব্রহ্মা’ বিশ্বত্রয় (মরীচি প্রভৃতি) ধর্ম্ম, মহান্ (হিরণ্যগর্ভ) ও প্রকৃতি, এই সকল পদপ্রাপ্তিকেই মনীষিগণ উত্তম সাংখ্যিক গতি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২০॥১১ ॥

পরীক্ষ্য লোকান্ কস্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণে

নির্বৈদমায়াশাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন ।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ২১॥১২ ॥

[অধেদানীং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ বৈরাগ্যপ্রকারমাহ]—পরীক্ষ্যেত্যাদিনা । ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ জনঃ, ব্রাহ্মণজাতির্কা) কস্মচিতান্ (কস্মিণা নিষ্পাদিতান্) লোকান্ (কলানি) পরীক্ষ্য (অনিত্যভয়া অবধারণ্য) [সংসারে] অকৃতঃ (নিত্যঃ পদার্থঃ)

নাস্তি, [সর্বমেব কৃতমিত্যাশয়ঃ], কৃতেন (অনিত্যেন) [নাস্তি মে প্রয়োজনম্ ; ইতি] অথবা কৃতেন (কৰ্ম্মণা) অকৃতঃ (নিত্যঃ মোক্ষঃ) নাস্তি (ন ভবতি, ইতি কৃত্বা) নির্বেদং (বৈরাগ্যং) আরাং (গচ্ছেৎ) । তদ্বিজ্ঞানার্থং (তস্য সত্যব্রহ্মণঃ জ্ঞানার্থং) সঃ (নির্বিঘ্নঃ) সমিপ্যিগিঃ (উপায়নহন্তঃ সন্) শ্রোত্রিয়ং (বেদজ্ঞঃ) ব্রহ্মনিষ্ঠং (ব্রহ্মণি তৎপরং) গুরুম্ এব অতিগচ্ছেৎ (সৰ্ব্বতঃ শরণং গচ্ছেৎ) ।

ব্রাহ্মণ কৰ্ম্মার্জিত লোকসমূহ (ফলসমূহ) পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ অনিত্য অসার বলিয়া অবধারণ করিয়া—জগতে অকৃত (নিত্য) কোন বস্তু নাই, এবং কৃত বা অনিত্য বস্তুতেও আমার প্রয়োজন নাই ; এই ভাবিয়া বৈরাগ্য লাভ করিবে । সেই বৈরাগ্য প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই সত্য ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদ্দেশে সমিপ্যিগি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করিবে ॥২১॥২২॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

অথোদানীমস্মাং সাধা-সাধনরূপাং সৰ্বস্মাং সংসারাং বিরক্ত্য পরম্ভ্যং বিদ্যায়া-মধিকার প্রদর্শনার্থমিদমুচ্যতে—পরীক্ষ্য যদেতদ্ ঋথেদাত্তপরিবিজ্ঞাবিষয়ঃ স্বাভা-বিকাৰিত্যকাম-কৰ্ম্মদোষবৎ-পুরুষাত্মৈয়ম্ অবিজ্ঞাদিদোষবস্তুম্ এব পুরুষঃ প্রেতি বিহিতত্বাং, তদগুষ্ঠানকার্যভূতাশ্চ লোকা যে দক্ষিণোত্তরমার্গলক্ষণাঃ ফলভূতাঃ, যে চ বিহিতাকরণ-প্রতিষেধাতিক্রমদোষসাধা নরকতিথ্যাক্-প্রেত লক্ষণাঃ, তান্ এতান্ পরীক্ষ্য প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমৈঃ সৰ্বতো যাথায্যেন অবধাৰ্য্য লোকান্ সংসারগতিভূতান্ অব্যক্তাদিহাবরাস্তান্ ব্যাকৃতাব্যাকৃতলক্ষণান্ বীজাকুরবদিতরে-তরোংপত্তিনিমিত্তান্ অনেকানর্থশতসহস্রসঙ্কলান্ কদলীগর্ভবৎসারান্ মায়ামরীচাদক-গন্ধর্স-নগরাকার-বগ্ন-জলবৃদ্ধুদফেনসমান্ প্রতিক্রণপ্রধবসান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা অবিজ্ঞা-কামদোষ প্রবর্তিতকৰ্ম্মচিত্তান্ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মনির্কর্ত্তিতান্ ইত্যোতৎ ।—ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্তৈব বিশেষতঃ তাহধিকারঃ সৰ্বভ্যাগেন ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ ইতি ব্রাহ্মণগ্রহণম্ । পরীক্ষ্য লোকান্ কিং কুর্যাদিত্যুচ্যতে—নির্বেদং, নিঃপুৰ্কে বিদিগ্ধ বৈরাগ্যার্থে ; বৈরাগ্যম্ আরাং কুর্যাদিত্যোতৎ । স বৈরাগ্যপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে—ইহ সংসারে নাস্তি কশ্চিদপি অকৃতঃ পদার্থঃ । সৰ্ব এব হি লোকাঃ কৰ্ম্মচিতাঃ, কৰ্ম্মকৃতত্বাচ্চ অনিত্যাঃ । ন নিত্যং কিঞ্চিদন্তীত্যভিপ্রায়ঃ । সৰ্বস্তু কৰ্ম্মানিত্যৈব সাধনম্ । বস্মাকুতুর্ধমেব হি সৰ্বং কৰ্ম্ম কার্যম্ উৎপাদ্যমাণং বিকার্যং সংস্কার্যং বা ; নাতঃপরং কৰ্ম্মণো

বিষয়োহস্তু । অহং নিত্যেন অমৃতেন অভয়েন কূটস্থেন অচলেন ঋণেণার্থেন অর্থী, ন তদ্বিপরীতেন । অতঃ কিং কৃতেন কর্মণা আয়াসবহুলেন অনর্থসাধনেন, ইত্যেবং নির্কিঙ্কোহভয়ং শিবমকৃতং নিত্যং পদং বৎ, তদ্বিজ্ঞানার্থং বিশেষেণ অধিগমার্থং স নির্কিঙ্কো ব্রাহ্মণো গুরুমেব আচার্য্যঃ শমদমনাদিসম্পন্নম্ অভিগচ্ছেৎ । শাস্ত্রজো-
হপি স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানাবেষণঃ ন কুর্যাদিত্যেতৎ “গুরুমেব” ইত্যবধারণফলম্ ।
সমিংগাণিঃ সমিত্যায়গৃহীতহন্তঃ, শ্রোত্রিয়ম্ অধ্যয়নশ্রুতার্থদম্পন্নং ব্রহ্মনিষ্ঠং হিষ্টা
সর্বকর্ম্মাণি, কেবলেহংস্রে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যত্র সোহয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ, জপনিষ্ঠস্তপোনিষ্ঠ
ইতি বদ্যৎ । ন হি ৬খিণো ব্রহ্মনিষ্ঠতা সম্ভবতি, কর্ম্মাস্বজ্ঞানয়োর্কিরোধাৎ । স
তঃ গুরুং বিধিবহুগমসঃ প্রসাধ্য পৃচ্ছেদকরং পুরুষং সত্যম্ ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর, সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন এই সমস্ত সংসার হইতে বিরক্ত
ব্যক্তিরই যে, পরবিদ্যায় অধিকার তাহার প্রদর্শনার্থ এখন এই বাক্য
কথিত হইতেছে—এই যে ঋগ্বেদাদি অপর বিদ্যার বিষয়ীভূত স্বভাব-
সিদ্ধ অবিদ্যা ও কাম-কর্ম্মাদি দোষ সম্পন্ন পুরুষের অন্তর্ভুক্ত, কেন না,
অবিদ্যা দোষসম্পন্ন পুরুষের জন্মই ঐ সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে ।
[সেই সকল কর্ম্ম ও] তদনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরা-
য়ণগম্য লোকসমূহ, আর বিহিতের অকরণ ও প্রতিষেধ-লজ্জন-দোষ
জনিত যে নরক, তির্য্যক ও প্রেতভাবাদি অবস্থা, এই সমস্ত পরীক্ষা
করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম প্রমাণ দ্বারা সর্ববতোভাবে
বথায়থরূপে অবধারণ করিয়া অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্বাবর
পর্য্যন্ত, স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়াত্মক, বীজাকুরের জ্ঞায় পরম্পর পরম্পরের
হেতুভূত বহু শতসহস্র অনর্থসমাকুল, কদলীগর্ভের জ্ঞায় অসার মায়া
মরীচিকা-জল, গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ, স্বপ্ন ও জলবুদ্বুদের কেন্দ্রুল্য এবং
প্রতিকল্প ধ্বংসোন্মুখ, অবিদ্যা ও কামকর্ম্মময়দোষপ্রসূত, ধর্ম্মাধর্ম্মজনক
সংসারের গন্তব্য লোকসমূহ পশ্চাৎ রাখিয়া—ব্রাহ্মণ, সর্ব্বপরিভাগ
পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যালাভে ব্রাহ্মণেরই বিশেষ অধিকার ; এইজন্ত ব্রাহ্মণের

উল্লেখ হইয়াছে । লোকসমূহ পরীক্ষা করিয়া কি করিবে ? তাহা বলা হইতেছে—(এখানে নিম্ন পূর্বক বিদ্যাতু বৈরাগ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে) নির্বেদ প্রাপ্ত হইবে—অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করিবে ।—এখন সেই বৈরাগ্যেরই প্রকার (বিশেষ ধর্ম) প্রদর্শিত হইতেছে—এই সংসারে অকৃত (নিত্য) কোন পদার্থ নাই ; কেন না, সমস্ত লোকই কর্ম-নিষ্পাদিত ; কর্মনিষ্পাদিত বলিয়াই অনিত্য । অভিপ্রায় এই যে, (জগতে) কিছুমাত্র নিত্য পদার্থ নাই । আর কর্মমাত্রই অনিত্য ফলের সাধক, যেহেতু কর্তব্য কর্ম সমুদয় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য ও সংস্কার্য, (১৩) এতদতিরিক্ত আর কর্মের বিষয় নাই । অথচ আমি কিন্তু নিত্য, অমৃত, অভয়, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব অর্থাৎ ঈশ্বরের অর্থের প্রার্থী,—তদ্বিপন্নিতের প্রার্থী নহি ; অতএব, ক্লেশবহুল অনর্থসাধক কৃত—কর্মে প্রয়োজন-কি ? এইরূপে নির্বেদযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ সর্বভয়রহিত মঙ্গলময়, অকৃত নিত্য যে পদ (ব্রহ্মপদ), তদ্বিজ্ঞানার্থ—বিশেষরূপে তাহা জানিবার জন্য শম, দম ও দয়াসম্পন্ন গুরুকেই অধিগত (প্রাপ্ত) হইবে । শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও স্বাধীনভাবে ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা করিতে নাই, ইহা জ্ঞাপন করাই “গুরুমেব” এই অবধারণের অভিপ্রায় । সমিৎপাণি অর্থ—হস্তে কাষ্ঠভার গ্রহণ করিয়া ; শ্রোত্রিয় অর্থ—অধ্যয়নলব্ধ শাস্ত্রার্থ সম্পন্ন ; ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থ—সমস্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মেতে যাঁহার নিষ্ঠা বা তৎপরতা আছে, তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ, যেমন জপনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ ইত্যাদি । কর্মের সহিত আত্মজ্ঞানের যখন বিরোধ, তখন কর্মীর পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠতা কখনই সম্ভবপর হয় না । সেই ব্রাহ্মণ যথাবিধি উপস্থিত

(১৩) ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত—কর্ম উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য ও সংস্কার্য, এই চারি শ্রেণীর অন্তর্গত, এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম নাই । অন্যথায় কর্তার চেতন বাহ্য অভিন্নব উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ‘উৎপাদ্য’ । ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে পাইতে হয়, তাহা ‘আপ্য’ । ক্রিয়া দ্বারা যাহার রূপান্তর ঘটে, তাহা ‘বিকার্য’ । আর ক্রিয়া দ্বারা যাহার কোনরূপ গুণাধার বা দোষাধারন হয়, তাহা ‘সংস্কার্য’ ।

হইয়া সেই গুরুকে প্রসন্ন করিয়া সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের কথা
জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ২১॥১২ ॥

তন্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্

প্রশান্তচিত্তায় শমাস্বিতায় ।

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং

প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিজ্ঞাম্ ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

সঃ বিদ্বান্ (গুরুঃ) উপসন্নায় (সমীপমাগতায়) সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় (দম্ভ-
দেবাদিদোষবিরহিতমনসে) শমাস্বিতায় (সংযতবহিরিঞ্জিয়ায়) তন্মৈ (জিজ্ঞাসবে),
যেন (যদা বিজ্ঞা) সত্যম্ অক্ষরং (কুটস্থং) পুরুষং বেদ (বিজ্ঞানাতি) ; তাং
ব্রহ্মবিজ্ঞাং তত্ত্বতঃ (যথাবৎ) প্রোবাচ (প্রক্ৰয়্যাৎ) [ইত্যয়ং বিধিঃ] ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সেই অভিজ্ঞ গুরু সমীপাগত, সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তচিত্ত (যাহার চিত্ত হইতে
দম্ভদেবাদি দোষ বিদূরিত হইয়াছে), সমগুণাবৃত সেই শিষ্যের উদ্দেশে—যাহা
দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিজ্ঞা যথাযথরূপে
বলিবে ॥২২॥২ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তন্মৈ স বিদ্বান্ গুরুঃ ব্রহ্মবিৎ, উপসন্নায় উপগতায় । সম্যগ্ যথাশাস্ত্রমিত্যে-
তৎ । প্রশান্তচিত্তায় উপরতদর্পাদিনোষায় । শমাস্বিতায় বাহেজ্জিহ্বাপরমেণ চ
যুক্তায় ; সৰ্ব্বতো বিরক্তায়েত্যেতৎ । যেন বিজ্ঞানেন যদা বিদ্যায় চ পরয়া অক্ষরম্
অদ্বৈতাদিবিশেষং, তদেবাক্ষরং পুরুষশব্দবাচ্যং পূর্ণত্বাৎ পুন্নি শয়নাচ্চ, সত্যং
তদেব পরমার্থস্বাভাব্যাদব্যয়ম্, অক্ষরঞ্চ অক্ষরগাং অক্ষতত্বাৎ অক্ষরত্বাচ্চ, বেদ বিজ্ঞা-
নাতি ; তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতো যথাবৎ প্রোবাচ প্রক্ৰয়াদিত্যর্থঃ । আচার্য্যস্তাপি
অয়মেব নিয়মঃ, যৎ ত্বায় প্রাপ্তসচ্ছিব্য-নিস্তারণমবিজ্ঞা-মহোদধেঃ ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাধ্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যাদিশিষ্যস্ত শ্রীমচ্ছাকর-

ভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যাখ্যে প্রথমং মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই বিদ্বান্—ব্রহ্মবিৎ গুরু উপসন্ন—সমীপাগত, সম্যক্—শাস্ত্রানু-
সারে প্রশাস্তচিত্ত অর্থাৎ দর্পাদি-দোষবর্জিত, শমন্বিত অর্থাৎ বাহার
বহিরিন্দ্রিয়নিচয় বিষয়-সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ সর্বতোভাবে
বৈরাগ্যযুক্ত, সেই শিষ্যের উদ্দেশে—যে বিজ্ঞান বা যে পরাবিছা দ্বারা
অদৃশ্যাদি গুণযুক্ত অক্ষরকে জানা যায় ; সেই ব্রহ্মবিছা যথাযথরূপে
বলিবে অর্থাৎ তাহার উপদেশ দিবে । সেই অক্ষরই পূর্ণত্ব ও হৃদয়-
পুরে অবস্থিতিহেতু ‘পুরুষ’ শব্দবাচ্য ; সত্যস্বরূপ, অর্থাৎ স্বভাবতঃ
পরমার্থ-স্বরূপ বিধায় অব্যয়াত্মক ; আর ক্ষরণ—স্বরূপ-প্রচ্যুতি হয়
না, ক্ষত হয় না, অথবা বিনষ্ট হয় না বলিয়া অক্ষর-পদবাচ্য ।

যথারীতি সমাগত সৎ শিষ্যকে অবিছা-মহাসমুদ্র হইতে নিস্তার
করা যে, আচার্য্যের পক্ষেও অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়ম, [“প্রক্রয়াৎ”
শব্দে তাহাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে] ॥ ২২॥১৩ ॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রথম মুণ্ডকভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়মুণ্ডকে



প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

তদেতৎ সত্যং, যথা স্ত্রীপুং পাবকাদিস্কুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ ।

তথাকরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিষন্তি ॥ ২৩ ॥ ১ ॥

[ইদানীং পরবিজ্ঞাবিষয়ং সত্যং পুরুষং বোধয়িতুমুপক্রমতে]—তদেতদিত্যাদিনা।
তৎ (পূর্বোক্তং পুরুষাখ্যম্ অক্ষরং) সত্যং (অনাপেক্ষিকসত্যস্বরূপং) ।
[দুজ্জেরং তৎ কথং প্রতিপত্তেত, ইত্যতো দৃষ্টান্তমাহ]—যথা স্ত্রীপুং (প্রজ-
লিতাং) পাবকাং (বহুঃ) বিস্কুলিঙ্গাঃ (স্কুদ্রা অগ্ন্যবয়বাঃ) সরূপাঃ (অগ্নি-সজা-
তীরা এব) সহস্রশঃ (অনেকশঃ) প্রভবন্তে (জায়ন্তে) ; হে সোম্য, তথা
বিবিধাঃ (অনেকপ্রকারাঃ) ভাবাঃ (পদার্থাঃ) অক্ষরাং (সত্যং পুরুষাং)
প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) তত্র (অক্ষরে) এব অপিষন্তি (লীয়ন্তে) চ ॥

সেই অক্ষর পুরুষই সত্যস্বরূপ, স্ত্রীপুং অগ্নি হইতে যেমন তৎসদৃশ সহস্র
সহস্র স্কুলিঙ্গ সমুৎপন্ন হয়, হে সোম্য ! তেমনি অক্ষর হইতে বিবিধ পদার্থ সমূহ
সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অপরবিদ্যারূপাঃ সর্বং কার্যমুক্তম্ । স চ সংসারো বৎসারো বস্মাং মূল্যং অক্ষরাং
গন্তবতি, বস্মিংশ্চ প্রলীয়তে, তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্ । বস্মিন্ বিজ্ঞাতে
সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, তৎ পরন্তা ব্রহ্মবিদ্যায় বিবরঃ ; স বক্তব্য ইত্যন্তরো
এহ আরভ্যতে—

বদপরবিদ্যাবিষয়ং কর্মকললক্ষণং সত্যং, তদাপেক্ষিকম্ । ইদম্ পরবিদ্যা-

বিষয়, পরমার্থ-সমলক্ষণত্বাৎ । তদেতৎ সত্যং বধাত্ত্বং বিদ্যাবিষয়ম্ ; অবিদ্যা-
বিষয়ত্বাচ্চ অন্তমিতরং । অত্যন্তপরোক্ষত্বাৎ কথং নাম প্রত্যক্ষবৎ সত্যম্ অক্ষরং
প্রতিপদেয়ম্ ? ইতি দৃষ্টান্তমাহ—যথা সূদীপ্তাৎ সূৰ্য্যে দীপ্তাৎ ইকাত্ পাৰ্ব্বকাত্
অগ্নেঃ বিস্ফুলিঙ্গা অগ্ন্যবয়বাঃ সহস্রশোহনেকশঃ প্রভবন্তে নির্গচ্ছন্তি সৰূপা অগ্নি-
সলক্ষণা এব, তথা উক্তগক্ষণাৎ অক্ষরাৎ বিবিধা নানাদেহোপাধিতেদমহু বিধীয়-
মানত্বাৎ বিবিধা হে সোম্য, ভাবা জীবা আকাশাদিবৎ ঘটাদিপরিচ্ছিন্নাঃ সূর্যিরভেদা
ঘটাদ্যুপাধিপ্রভেদমহু ভবন্তি ; এবং নানানামরূপকৃতদেহোপাধিপ্রভবমহু
প্রজায়ন্তে, তত্র চৈব তস্মিন্নেবাঙ্করে অপিস্থিতি দেহোপাধিবিলয়মহু নীরন্তে
ঘটাদিবিলয়মগ্নিব সূর্যিরভেদাঃ । ‘যথাকালত্ব সূর্যিরভেদোৎপত্তি-প্রলয়নিমিত্তত্বং
ঘটাদ্যুপাধিকৃতমেব, তদ্বদক্ষরস্যপি নামরূপকৃতদেহোপাধিনিমিত্তমেব জীবোৎপত্তি-
প্রলয়নিমিত্তত্বম্ ॥২৩॥১।

ভাষ্যানুবাদ ।

অপর বিজ্ঞার সমস্ত ফল কথিত হইয়াছে, সেই সংসারের যাহা
সারভূত ; অক্ষর-সংজ্ঞক যে মূল কারণ হইতে এই সংসার-সম্ভূত হয়
এবং যাহাতে বিলীন হয়, সেই অক্ষর নামক পুরুষই সত্যস্বরূপ ।
যাহা বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, তাহাই পরবিজ্ঞার বিষয় ।
তাহার নির্দেশের জন্তই পরবর্তী গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে—

অপর বিজ্ঞার বিষয়ীভূত যে কৰ্ম্মফল, তাহা আপেক্ষিক সত্য ; কিন্তু
পরবিজ্ঞার বিষয় এই সত্যই [পারমার্থিক সত্য] ; কারণ পারমার্থিক
সত্যই ইহার লক্ষণ বা স্বরূপ । পরবিজ্ঞার বিষয়ীভূত সেই এই পুরুষই
সত্য—বধাত্ত্বত বস্তু ; অপর বিজ্ঞার বিষয় বলিয়াই অপর সমস্ত অসত্য ।
সেই সত্য অক্ষর যখন অত্যন্ত পরোক্ষ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), তখন
তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারা যায় কিরূপে ? এই জন্ত দৃষ্টান্ত
বলিতেছেন—সূদীপ্ত অর্থাৎ উত্তমরূপে প্রজ্বলিত পাবক—অগ্নি হইতে
যে রূপ সৰূপ অর্থাৎ অগ্নিরই সমান-জাতীয় সহস্রশঃ—অনেকানেক
বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা নির্গত হয়, হে সোম্য ! তদ্রূপ উক্তপ্রকার
অক্ষর হইতেও বিবিধ—নানাদেহরূপ উপাধি অনুসারে বিহিত হয়

বলিয়া নানাবিধ ভাবসমূহ জীবগণ— আকাশাদি ঘেরূপ ঘটাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাদি উপাধিভেদ অনুসারে বিভিন্ন ছিদ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ নানাবিধ নাম-রূপকৃত দেহরূপ উপাধির জন্ম অনুসারে জন্মলাভ করিয়া থাকে, আবার সেই অক্ষরেই অপ্যয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘটাদির বিলয়ে যেমন তদধীন ছিদ্রভেদ সমূহ বিলীন হয়, ঠিক সেইরূপ বিলীন হইয়া থাকে । আকাশ যে ছিদ্রভেদের উৎপত্তি ও বিনাশ কারণ হয়, ঘটাদি উপাধিই যেমন তাহার নিদান, তেমন অক্ষরই জীবের উৎপত্তি ও প্রলয়ের নিমিত্ত হয়, অর্থাৎ নামরূপকৃত দেহোপাধি সম্বন্ধই তাহার প্রকৃত কারণ ॥২৩॥১॥

দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাত্মন্তরো হৃজঃ ।

অপ্রাণো হমনাঃ শুভ্রো হক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২৪॥২॥

(সঃ অক্ষরঃ) পুরুষঃ হি (নিশ্চয়ে) দিব্যঃ (হ্যতিমান্ অলৌকিকো বা),
 অমূর্ত্তঃ (মূর্ত্তিবর্জিতঃ) সবাহ্যাত্মন্তরঃ বাহ্যেন আভ্যন্তরেণ চ পদার্থেন সহ বর্ত্ত-
 মানঃ), অজঃ (জন্মরহিতঃ), অপ্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিরংগাণবৃত্তিহীনঃ), অমনাঃ
 (জ্ঞানশক্তিমুক্তমনোবৃত্তিবর্জিতঃ) শুভ্রঃ (শুদ্ধঃ), পরতঃ (স্বকার্য্যাপেক্ষয়া পরত্বাৎ
 শ্রেষ্ঠাৎ) অক্ষরাৎ (অহুচ্ছেদস্বভাবাৎ অব্যক্তাৎ), পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) হি (নিশ্চয়ে) ॥

সেই অক্ষর পুরুষ নিশ্চয়ই দিব্য, মূর্ত্তিহীন, বাহ্য ও অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, অজ
 (জন্মরহিত), প্রাণ ও মনোহীন বিশুদ্ধ এবং কার্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অক্ষর-পদবাচ্য
 অব্যক্ত হইতেও পর ॥ ২৪ ॥ ২ ॥

শাকরভাব্যম্ ।

নামরূপবীজভূতাৎ অব্যাক্ততাং স্ববিকারাপেক্ষয়া পরাৎ অক্ষরাৎ পরং বৎ
 সর্ব্বোপাধিভেদবর্জিতমক্ষরস্যৈব স্বরূপমাকাংশস্যৈব সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জিতং নেতি
 নেতীত্যাদি বিশেষণং বিবক্ষ্যাহ—

দিব্যো জ্ঞাতনবান্ স্বয়ংজ্যোতিষ্ঠাৎ । দিবি বা স্বাঅনি ভবোহলৌকিকো
 বা । হি বস্মাৎ অমূর্ত্তঃ সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জিতঃ, পুরুষঃ পূর্ণঃ পুন্নিশ্যো বা । সবাহ্যাত্মন্তরঃ
 সহ বাহ্যাত্মন্তরেণ বর্ত্তত ইতি । অজো ন জায়তে কুতশ্চিৎ স্বতোহ্জন্মস্য

জন্মনিমিত্তসা চাভাবাৎ ; যথা জলবৃদ্ধাদেৰ্কাষাদিঃ ; যথা নভঃস্থবির-
ভেদানাং ঘটাদিঃ । সৰ্ৰ্ভাববিকারাণাং জন্মমূলত্বাৎ তৎপ্রতিষেধেন সৰ্ৰ্কে
প্রতিষিক্তা ভবন্তি । সৰ্বাহ্যাত্তরো হ্যজঃ, অতোহ্জরোহমৃতোহক্ষরো
ক্রবোহভয় ইত্যর্থঃ ।

যদ্যপি দেহাহুপাধিভেদদৃষ্টীনাং অবিদ্যাবশাৎ দেহভেদেষু * স প্রাণঃ সমনাঃ
সেক্সিয়ঃ সবিষয় ইব প্রভাবভাসতে তলমলাদিমদিবাকাণং, তথাপি তু স্বতঃ পরমার্থ-
স্বরূপদৃষ্টীনাং অপ্রাণঃ অবিদ্যমানঃ ক্রিয়াশক্তিভেদবান্ চলনাত্মকো বায়ুর্গন্ধিন্ অসৌ
অপ্রাণঃ । তথা অমনাঃ--অনেকজ্ঞানশক্তিভেদবৎ সঙ্কল্যাভ্যাকং মনোহপি অবিদ্যা-
মানং যস্মিন্ সোধ্রমমনাঃ । অপ্রাণো হামনাশ্চেতি প্রাণাদিবাযুভেদাঃ কণ্ঠেজ্জিহ্বাণি
তদ্বিষয়াশ্চ তথা বুদ্ধিমনসৌ বুদ্ধীজ্জিহ্বাণি তদ্বিষয়াশ্চ প্রতিষিক্তা বেদিতব্যাঃ ; যথা
প্রত্যন্তরে ধ্যায়তীব লেলায়তীবৈতি । যদ্ব্যক্ৰেবং প্রতিষিক্তোপাধিরদ্বয়স্তস্মাক্ষুদ্রঃ
শূন্যঃ, অতোহক্ষরান্নানরূপবীজোপাধিলক্ষিতস্বরূপাং সৰ্ৰ্কাৰ্গ্যাকারণবীজত্বেন উপ-
লক্ষ্যমাণত্বাৎ পরং তত্ত্বং তদুপাধিলক্ষণম্ অব্যাকৃতামক্ষরং সৰ্ৰ্কাৰ্য্যাকারেভ্যঃ, তস্মাৎ
পরতোহক্ষরাৎ পরো নিরূপাধিকঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ । যস্মিন্ স্তদাকাশাখ্যমক্ষরং
সংব্যবহারবিষয়মোতঞ্চ পোতঞ্চ । কথং পুনরপ্রাণাদিমদ্বং তস্যোতি উচ্যতে—
যদি হি প্রাণাদয়ঃ প্রাণ্ডংপত্রেঃ পুরুষ ইব স্বেনাঅনা সন্তি, তদা পুরুষস্য প্রাণাদিনা
বিদ্যমানেন প্রাণাদিমদ্বং স্তাৎ, ন তু তে প্রাণাদয়ঃ প্রাণ্ডংপত্রেঃ সন্তি । অতোহ-
প্রাণাদিমান্ পরঃ পুরুষঃ, যথা অত্ৰংপত্রে পুত্রে অপুত্রো দেবদত্তঃ ॥২৪॥২॥

ভাষ্যাহ্বাদ ।

স্বীয় বিকার অপেক্ষায় মহৎ এবং নাম-রূপের বীজস্বরূপ যে,
অব্যাকৃত বা অব্যক্তসংজ্ঞক অপর, তদপেক্ষাও পর শ্রেষ্ঠ আকাশের
হ্রায় সৰ্ব্বপ্রকার আকারবর্জিত, 'নেতি নেতি' (ইহা নহে ইহা নহে)
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিশেষিত এবং উপাধিকৃত সৰ্ব্বপ্রকার ভেদবর্জিত
যে অক্ষর পুরুষের স্বরূপ, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

তিনি দিব্য অর্থাৎ ত্র্যুতিমান্, কারণ, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ,
অথবা দিবে—আপনাতেই অবস্থিত, কিংবা অলৌকিক স্বরূপ । যেহেতু

* যদ্যপি দেহাহুপাধিভেদদৃষ্টীভেদেষু ইতি কচিৎ দৃশ্যতে ।

অমূর্ত অর্থাৎ সর্বপ্রকার মূর্তিবিহীন, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ কিংবা পুরে
শয়ান (হৃৎপদ্মে স্থিত), সবাহ্যভ্যন্তর অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তরের সহিত
বর্তমান (ভিতরে বাহিরে, সর্বত্র অবস্থিত) ; অজ—কোনও কারণ
হইতে জন্মে না ; জলবুদ্বুদাদির যেরূপ বায়ু প্রভৃতি কারণ, এবং আকাশ
চ্ছিন্নভেদাদির প্রতি যেরূপ ঘটাদি পদার্থ কারণ ; তজ্রূপ অপর কোন
জন্ম নিমিত্ত না থাকায় এবং আপনা হইতেও জন্মের সম্ভাবনা না থাকায়
[তিনি অজ] । বস্তুর যতপ্রকার বিকার আছে, জন্মই তাহাদের মূল বা
প্রথম ; সুতরাং তাহার প্রতিষেধেই অপর বিকারসমূহও প্রতিষিদ্ধ
হইতেছে । যেহেতু সবাহ্যভ্যন্তর এবং অজ, এই কারণেই জরা
মৃত্যু ও ক্ষয় রহিত এবং ধ্রুব (নিত্য) ও অভয়স্বরূপ ।

দেহাদি ভেদদর্শী ব্যক্তিবর্গের নিকট অবিজ্ঞা-দোষবশে যদিও বিভিন্ন
দেহে সপ্রাণ, সমনা, সেন্দ্রিয় ও সবিষয় বলিয়াই যেন পুরুষ প্রতিভাভ
হয়, আকাশ যেরূপ তল ও মলিনহাদি বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয় ;
তজ্রূপ । তাহা হইলেও ঐহারা প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, তাহাদের নিকট
অপ্রাণ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিশেষ-সম্পন্ন চলনস্বভাব বায়ু (প্রাণবায়ু)
ঐহাতে বিद्यমান নাই, তিনি অপ্রাণ । অনেকপ্রকার জ্ঞান-
শক্তিসম্পন্ন সংকল্পাদিস্বভাবক মনও ঐহাতে বিद्यমান নাই, তিনি
অমনাঃ । অপ্রাণ ও অমনা বলাতেই প্রাণাদি বায়ুভেদ, কর্মেন্দ্রিয় ও
তাহাদের বিষয় (আদান প্রভৃতি) এবং বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও
তাহাদের বিষয়সমূহও (দর্শনাদিও) প্রতিষিদ্ধ হইল বুঝিতে
হইবে । যেমন অপর ঋতিতেও আছে, ‘যেন ধ্যানই করে, যেন
গমনই করে’ । যেহেতু এইরূপে তাহাতে উপাধিদ্বয়-সম্বন্ধ প্রতি-
ষিদ্ধ হইল, অতএব শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ । অতএব, নাম-রূপ বীজাত্মক
উপাধি দ্বারা যাহার স্বরূপ পরিচিত হয়, সেই অক্ষর হইতে—সমস্ত
কার্য্য-কারণভাবে বীজভাব লক্ষিত হয় বলিয়া পর এবং সমস্ত
কার্য্যাপেক্ষা স্থিরতর বলিয়া ‘অক্ষর’ পদবাচ্য যে নামরূপোপাধিলক্ষিত

অব্যক্ত, নিরূপাধিক পুরুষ সেই পর অক্ষর অপেক্ষাও পর—শ্রেষ্ঠ ।
সর্বপ্রকার ব্যবস্থানিষ্পাদক প্রসিদ্ধ আকাশ নামক অক্ষর বাহাতে
ওত প্রোতভাবে অবস্থিত ; তাহার অপ্রাণহাদি ধর্ম্ম হয় কিরূপে ?
বলিতেছি—সৃষ্টির পূর্বে পুরুষের আয় প্রাণ প্রভৃতিও যদি স্বরূপতঃ
বিद्यমান থাকিত, তাহা হইলে সেই সকল বিদ্যমান প্রাণাদি দ্বারা পুরু-
ষেরও প্রাণাদি সত্তা উৎপন্ন হইতে পারিত ; কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে ত
কখনই প্রাণাদি বিদ্যমান থাকিতে পারে না ; অতএব যেমন পুত্র না
হওয়া পর্য্যন্ত দেবদত্ত অপুত্রক থাকে, তেমনি পুরুষও অপ্রাণাদি
বিশিষ্ট থাকেন ॥২৪॥২॥

এতস্মাক্ষায়তে প্রাণো মনঃ সর্বৈন্দ্রিয়াণি চ ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥২৫॥৩॥

এতস্মাৎ (পুরুষাৎ) প্রাণঃ, মনঃ, সর্বৈন্দ্রিয়াণি, খং (আকাশং) বায়ুঃ,
জ্যোতিঃ (তেজঃ), আপঃ (জলানি) বিশ্বস্ত ধারিণী (ভূতধাত্রী) পৃথিবী চ
জায়তে (উৎপত্ততে) ॥

প্রাণ, মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও বিশ্বধাত্রী
পৃথিবী এই পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হয় ॥ ২৫ ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

বৎ তে ন সন্তি প্রাণাদয় ইতি, উচ্যতে—সস্মাৎ এতস্মাদেব পুরুষাৎ নাম-
রূপবীজোপাধিলক্ষিতাজায়তে উৎপদ্যতে অবিদ্যাবিশয়ে বিকারভূতো নামধেয়োহ-
নুতান্নকঃ প্রাণঃ, “বাচারন্তুগং বিকারো নামধেয়মনুতম্” ইতি শ্রুতাস্তরাৎ । ন হি
তেনাবিদ্যাবিশয়েণ অন্তেন প্রাণেন সপ্রাণত্বং পরস্য স্যাৎ, অপুত্রস্য স্বপ্নদৃষ্টেনেব
পুত্রং সপুত্রত্বম্ । এবং মনঃ সর্বানি চৈন্দ্রিয়াণি বিষয়াশ্চ এতস্মাদেব জায়ন্তে । তস্মাৎ
সিদ্ধমস্য নিরূপচরিতম্ অপ্রাণাদিমত্বমিতার্থঃ । যথা চ প্রাণত্বংপত্তেঃ পরমার্থ-
তোহসত্তঃ, তথা প্রলীনাশ্চেতি দ্রষ্টব্যঃ । যথা করণানি মনশ্চৈন্দ্রিয়াণি, তথা শরীর-
বিষয়কারণানি ভূতানি যমাকাশং, বায়ুকাহ্য আবহাদিভেদঃ, জ্যোতিরয়িঃ । আপ
উদকম্ । পৃথিবী ধরিত্রী বিশ্বস্য সর্বস্য ধারিণী ; এতানি চ শব্দস্পর্শরূপ-
রসগন্ধোত্তরোত্তরগুণানি পূর্বপূর্বগুণসহিতানি এতস্মাদেব জায়ন্তে ॥২৫॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুরুষে কেন যে প্রাণাদি নাই, তাহা বলা হইতেছে, যেহেতু নাম-রূপের বীজরূপ উপাধি-লক্ষিত পুরুষ হইতে অবিদ্যাধিকারস্থ মিথ্যা নামাত্মক প্রাণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; কারণ অপর ভ্রুতিতে আছে যে, বিকার বা কার্য্য মাত্রই বাক্যারন্ধ নাম মাত্রই মিথ্যা । অপুত্রক ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রদ্বারা পুত্রবন্তা হয় না, তেমনি অবিদ্যার বিষয়ীভূত মিথ্যাত্মক সেই প্রাণ দ্বারাও পুরুষের সপ্রাণত্ব হইতে পারে না । এইরূপ মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইহা হইতেই জন্মলাভ করিয়া থাকে । এই কারণে ইহার যথার্থ অপ্রাণাদিমন্তা সিদ্ধ হইল । উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন সত্যসত্যই অসৎ, তেমনি প্রলীনাবস্থায়ও বুঝিতে হইবে । যেমন করণভূত মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ, তেমনি শরীর ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের কারণস্বরূপ ভূতবর্গ—আকাশ, আবহাদি বায়ু বায়ু জ্যোতি—অগ্নি, জল ও সর্ববস্তুর ধরিত্রী পৃথিবী, ইহারাও আবার পূর্ব পূর্ব্বগুণ সহযোগে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণের সহিত এই পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥২৫॥৩॥

অগ্নিস্মৃদ্ধী চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যো

দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্নিবৃতাস্চ বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমশ্র

পদ্ভ্যাং পৃথিবী হোষ সর্বভূতান্তরাশ্রা ॥২৬॥৪॥

অশ্র (যশ পুরুষশ্র) অগ্নিঃ (দ্র্যলোকঃ) স্মৃদ্ধী (শিরঃ), চন্দ্রসূর্য্যো চক্ষুষী, দিশঃ (পূর্বাভাঃ) শ্রোত্রে (কণৌ), বেদাঃ চ বাগ্নিবৃতাস্চ (বাগ্নিজিয়ং) বায়ুঃ প্রাণঃ, বিশ্বং, (নিখিলং জগৎ) হৃদয়ং (অন্তঃকরণং), পদ্ভ্যাং পৃথিবী [জাতা], এষঃ সর্বভূতান্তরাশ্রা (সর্বেষাং ভূতানাম্ অন্তরাশ্রয়রূপঃ) ॥

অগ্নি (দ্র্যলোক) বাহ্যের মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুদ্বয়, দিক্‌সমূহ শ্রোত্রদ্বয়, বেদ সমূহ বাগ্নিবৃত্তার (বাগ্নিজিয়), বায়ু প্রাণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগৎ বাহ্যের অন্তঃকরণ, আর পৃথিবী বাহ্যের পাদদ্বয় হইতে জাত ; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাশ্রা ॥২৬॥৪॥

শঙ্করভাষ্যম্।

সংক্ষেপতঃ পরবিদ্যাবিষয়মক্ষরং নির্বিশেষং পুরুষং সত্যং “দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ” ইত্যাদিনা মন্ত্রেণোক্তা পুনস্তদেব সর্বশেষং বিস্তরেণ বক্তব্যমিতি প্রবর্ত্তে; সংক্ষেপবিস্তরোক্তো হি পদার্থঃ সূত্রার্থগম্যো ভবতি হৃত্তভাষ্যোক্তিবদिति।

যোহি প্রথমজাং প্রাণাং হিরণ্যগর্ভাজ্জায়তে অণ্ডত্বাশ্চক্ৰিরাট্, স তত্বাস্তুরিতদেন লক্ষ্যমাণোহপি এতন্মাদেব পরমাজ্জায়তে এতন্ময়শ্চেত্যেতদর্থমাহ, তঞ্চ বিশিনতি—অগ্নির্ভূতলোকঃ, “অসৌ বাব লোকো গোতমগ্নিঃ” ইতি শ্রুতে:। মুক্তা যঃশ্রান্তমানসঃ শিরঃ। চক্ষুষী চক্ষুশ্চ সূর্য্যশ্চেতি চক্ষুঃসূর্য্যো; যন্তেতি সর্করাভ্রমঃ। ঈর্ষ্যঃ ‘অন্ত’ ইত্যন্ত পদন্ত বক্ষ্যমাণন্ত যন্তেতি বিপরিয়ামং কৃত্বা। দিশঃ শ্রোত্রে যন্ত। বাক্ বিবৃত্তা উদগাটিতাঃ প্রসিক্তা বেদাঃ যন্ত। বায়ুঃ প্রাণো যন্ত। হৃদয়মন্তঃ করণং বিগং সমস্তং জগৎ অন্ত যন্তেত্যেতৎ। সর্কং হস্তঃ করণ-বিকারদেব জগৎ, মনঃশ্রব স্তম্বে প্রলয়দর্শনাং, জাগরিতেহপি তত এবাগ্নি-বিস্কৃণিপ্রবদ্বিপ্রতিষ্ঠানাং। যন্ত চ পশ্চ্যাং জাতা পৃথিবী। এষ দেবো বিষ্ণুরনন্তঃ প্রথমশরীরী ত্রৈলোক্যদেহোপাধিঃ সর্কেষাং ভূতানামন্তরাশ্রা। স হি সর্কভূতেশু দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা সর্ককরণাশ্রা ॥ ২৬ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

“দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ” ইত্যাদি মন্ত্রে সংক্ষেপতঃ পরবিদ্যার বিষয়ীভূত নির্বিশেষ সত্য অক্ষর পুরুষকে নিরূপণ করিয়া পুনর্ব্বার সবিস্তরে তাহাকেই বলিতে হইবে, এই জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ প্রবৃত্ত হইতেছে। কেন না, সূত্র-ভাষ্যোক্তি দ্বায়ে অর্থাৎ সূত্রগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত থাকে, ভাষ্যে তাহারই বিস্তৃতি করা হয়, সেই নিয়মানুসারে বক্তব্য পদার্থ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলিয়া পশ্চাৎ বিস্তৃতভাবে বলিলে সহজেই বুদ্ধি-গম্য হয়।

প্রথমজ প্রাণসংস্কক হিরণ্যগর্ভ হইতে যে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যবর্ত্তী বিরাট পুরুষ জন্ম ধারণ করেন, তিনি [আপাত দৃষ্টিতে] পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্ত্ততঃ এই অক্ষর পুরুষ হইতেই জাত এবং এতৎ-স্বরূপও বটে, ইহা প্রতিপাদনার্থই তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,

অগ্নি অর্থ দ্ব্যলোক, 'হে গৌতম, এই দ্ব্যলোকই অগ্নিস্বরূপ' এই ঋতিই তাহার হেতু বা প্রমাণ । [এই অগ্নি] বাহার মূর্ত্তা—উত্তমাজ্জ—মন্তক ; চন্দ্র ও সূর্য্য [বাহার] চক্ষুর্দ্বয় ; পরবর্ত্তী 'অশ্ব' পদটিকে 'বশ্ব'রূপে পরিণত (যশ্ব) করিয়া 'বশ্ব' পদটির সমবত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে । দিক্‌সমূহ বাহার বর্ণদ্বয় । বিবৃত অর্থাৎ প্রকটিকৃত—প্রসিদ্ধ বেদ সমুদয় বাহার বাক্ (বাগ্‌দ্বয়) । আবহাদি বায়ু বাহার প্রাণ, বিশ্ব—সমস্ত জগৎ ইহার অর্থাৎ বাহার হৃদয়—অন্তঃকরণ ; কারণ, সমস্ত জগৎই অন্তঃকরণের (ইচ্ছাশক্তির) বিকার বা পরিণাম ; কেন না সূর্য্যপ্তি সময়ে মনেই সমস্ত বস্তুর প্রলায় হয়, এবং জাগ্রৎসময়ে আবার মন হইতেই অগ্নিস্ফুল্গলের ন্যায় বহির্গত হয় । বাহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী জন্মিয়াছে । প্রথম শরীরধারী এবং ত্রৈলোক্য-দেহরূপ উপাধি-বিশিষ্ট এই ব্যাপক অনন্তদেবই সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা । কারণ, তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা, বিজ্ঞাতা ও সমস্ত কারণরূপে (ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়াদিরূপে) সমবভূতে বর্ত্তমান ॥২৬॥৪॥

তস্মাদগ্নিঃ সন্নিধৌ যশ্ব সূর্য্যঃ

সোমাৎ পর্জন্ত্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্ ।

পুমান্ রেতঃ সিকর্তি যোষিতায়াং

বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাঃ সম্প্রসূতাঃ ॥২৭॥৫॥

[ইদানীং তস্মাদেব পুংসাং পঞ্চাধিকারেণ প্রজোৎপত্তিমাংস]—তস্মাদিত্যাদিনা । তস্মাৎ (পুরুষাৎ) অগ্নিঃ (দ্ব্যলোকঃ) [জায়তে] ; সূর্য্যঃ যশ্ব (দ্ব্যলোকস্য) সন্নিধেঃ (ইক্কনস্থানীয়ঃ) ; সোমাৎ (সোমসম্পৃক্তাৎ দ্ব্যলোকাৎ) পর্জন্ত্যঃ (মেঘঃ) [সম্প্রসূতঃ], [পর্জন্ত্যাং] ওষধয়ঃ (ত্রীহিষবাদয়ঃ) পৃথিব্যাম্ [সম্প্রসূতাঃ] ; [ততশ্চ] পুমান্ (পুরুষরূপঃ চতুর্থঃ অগ্নিঃ) যোষিতায়াং (যোষিতি) রেতঃ সিকর্তি (ত্যজতি), পুরুষাং বহ্বীঃ (বহ্ব্যাঃ অনেকাঃ) প্রজাঃ সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্না ভবন্তি) ॥

সূর্য্য বাহার কাষ্ঠ-স্থানীয়, সেই অগ্নি (দ্ব্যলোক) এই পুরুষ হইতে জন্ম লাভ

করে ; দ্রালোক-সম্বন্ধ নোম হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে পৃথিবীতে ওষধি সমুহ জন্মে ; অনন্তর পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃসেক করে, পুরুষ হইতে বহুতর প্রজা উৎপন্ন হয় ॥২৭॥৫॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

পঞ্চাশিদ্ধারেণ চ যাঃ সংসরন্তি প্রজাঃ তা ছপি তস্মাদেব পুরুষাং প্রজানন্ত ইত্যাচ্যতে—

তস্মাৎ পরস্মাৎ পুরুষাং প্রজাবন্তানবিশেষকপোহিঃ । স বিশেষ্যতে—
সমিধো যন্ত সূর্য্যঃ, সমিধ ইব স'মধঃ ; সূর্য্যেণ হি দ্রালোকঃ সমিধ্যতে । ততো হি দ্রালোকায়ৈর্নিপ্প্রাং সোমাং পর্জ্ঞাত্বা দ্বিতীয়োহগ্নিঃ সম্ভবতি । তস্মাচ্চ পর্জ্ঞাত্বাদোষধয়ঃ পৃথিবাং ভবন্তি । ওষধিভ্যাঃ পুরুষাণ্যে হতাত্য উপাদান-ভূতাত্যঃ পুমানগ্নী রেতঃ নিক্শত যোষিতারাং যোষিত যেষাণ্যে স্ত্রিয়ামতি । এতৎ ক্রমণ বহুবীর্কহ্বাঃ প্রজাঃ ব্রাহ্মণাত্যঃ পুরুষাং পরস্মাৎ সম্প্রসূতাঃ সমুৎপন্নঃ ॥ ২৭ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে সমস্ত প্রজা পঞ্চাশি (১৪) দ্বারা জন্মলাভ করে, তাহারাও সেই পুরুষ হইতেই জন্মলাভ করে ; ইহা কথিত হইতেছে—

(১৪) ছান্দোগ্যোপনিষদ ৫ম প্রঃ, তৃতীয় পণ্ডে পঞ্চাশি সঙ্কেত বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত আছে : তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইকণ—যে তরু ন্যায় এক ঋষিকুমার পঞ্চালদেশের সম্ভার গমন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রবাহমানক রাজা যেতরুতরু পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ; তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই—“যেথা যদা পুরুষামাহুতৌ ধাতোঃ পুরুষবাসো ভবন্তীতি”। পঞ্চমী আর্হতিতে অহুত জল যেভাবে পুরুষ পরবাচ্য হয় অর্থাৎ মানুষদেহ লাভ করে, তাহা তুমি জান কি ? যেতরুতরু সেই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অশক্ত হইয়া পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজার প্রশ্ন জ্ঞাপন করিলেন ; তখন পিতা গৌতম নিজের প্রবহন রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাইলেন,—তরুতরুর প্রবহন গৌতমকে সাংঘর্ষন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“অনৌ বাব গৌতম ! অ'গ্নিঃ” অর্থাৎ হে গৌতম ! এই যে দ্রালোক দর্শন করিতেছ, ইহা একটি শ্রাস্তিক অগ্নি, এইরূপে দ্রা. পর্জন্ত (মেঘ), পৃথিবা, পুরুষ ও যোষিত, এই পাঁচটি পদার্থকে পাঁচটি অগ্নি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এতদ্বিষয়ক জ্ঞানকে ‘পঞ্চাশি-বিদ্যা’ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞমাত্রই জলপ্রধান। যজ্ঞ সোম, যুত প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ আহুত হয়, তৎসমস্তই জসীম ভাগে পূর্ণ। ইহারই সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া কালকবলে পতিত হন, তাহারই যজ্ঞের সেই জলীয় ভাগ সহকারে পুণ্যবলে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন ; সেখানে নির্দিষ্টকাল উপযুক্ত স্বপ্নভোগ করিয়া যখন প্রচ্যুত হন, তখন প্রথমে দ্রালোকে পতিত হন, পরে

সেই পরম পুরুষ হইতে প্রজাগণেরই অবস্থাবিশেষরূপ অগ্নি (সমুৎপন্ন হয়), সেই অগ্নিকে বিশেষিত করা হইতেছে—সূর্য্য যাহার (দ্যুলোকের) সমিধ্, সমিধ্ অর্থ সমিধের ত্রায় ; কেন না, সূর্য্য দ্বারাই দ্যুলোক সমিধ্ (প্রদীপ্ত) হইয়া থাকে । সেই দ্যুলোকরূপ অগ্নি হইতে সম্পন্ন সোম হইতে দ্বিতীয় অগ্নি পৰ্জ্জন্ত (মেঘ) সম্ভূত হইয়া থাকে । সেই পৰ্জ্জন্ত হইতে আবার পৃথিবীতে ওষধিসমূহ (ত্রীহি-যবাদি) সমুৎপন্ন হয় । পুরুষরূপ অগ্নিতে আচ্ছত এবং দেহের উপা-দানস্বরূপ সেই ওষধি হইতে আবার পুরুষরূপ অগ্নি ঘোষিতে অর্থাৎ ঘোষারূপ অগ্নিতে—জ্ঞীতে রেতঃ সেক করিয়া থাকে । এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ পরম পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥২৭॥৫॥

তস্মাদৃচঃ সাম যজুঃশ্চ দীক্ষা

যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ ।

সংবৎসরশ্চ নজমানশ্চ লোকাঃ

সোমো যত্র পবতে বর সূর্য্যঃ ॥২৮॥৬॥

কিঞ্চ, তস্মাৎ (পুরুষাৎ) ঋচঃ (গায়ত্র্যাদি-চ্ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ), সাম (স্তোমাদি গীতিযুক্তং), যজুঃশ্চ (অনিয়তাক্ষর-পাদযুক্তানি), দীক্ষাঃ (মৌজী-ধারণাদি-নিয়মাঃ), সর্বে যজ্ঞাঃ (অগ্নিহোত্ৰাভ্যাঃ), ক্রতবঃ (সযুপাঃ) দক্ষিণাঃ চ (গো-স্ববর্ণাদ্যাঃ), সংবৎসরঃ চ (দ্বাদশ মাসাঃ, ত্রয়োদশ মাসা বা), যজমানঃ (যজ্ঞ-কর্তা), লোকাঃ (কর্মফলানি) যত্র (যেযু লোকেষু) সোমঃ (চন্দ্রঃ) পবতে (প্লাতি), যত্র চ সূর্য্যঃ তপতি (প্রকাশয়তি) ॥

যেদ্বাচারে অবস্থিত হন, তাহার পর বৃষ্টরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ত্রীহি-যবাদি শতাব্দীতে পরিণত হন ; অন্তরূপে পুরুষরূপ হইয়া আবার শুক্ররূপে পরিণত হন, অংশে অংশে শুক্ররূপেই ঘোষিতে নিহিত হন । সেই ঘোষিতেই পুরুষাকার দেহ ধারণ করেন । উক্ত পাঁচটি অবস্থাকে আচ্ছত এবং তদাধার দ্যুলোক, পৰ্জ্জন্ত, পৃথিবী, পুরুষ ও ঘোষিৎ, এই পাঁচটিকে আহবনীর পাঁচটি অগ্নিরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । এ বিষয়ের বিশেষ রহস্য জানিতে হইলে ছান্দোগ্যোপা-নিষদ অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥

আরও, সেই পুরুষ হইতে ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই ত্রিবিধ মন্ত্র, দীক্ষা, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত ক্রতু, যজ্ঞীয় দক্ষিণাসমূহ, সংবৎসর কাল, যজমান (যজ্ঞকর্তা) সমস্ত কর্মফল—যেখানে চজ্ঞ পবিত্রতা সম্পাদন করেন এবং যেখানে সূর্য্য তাপ দেন ॥ ২৮॥৬ ॥

শাক্তি-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, কর্মসাধনানি ফলানি চ তস্মাদেবেত্যাহ—কথং ? তস্মাৎ পুরুষাদুচো নিয়তাক্ষরপাদাবসানাঃ গায়ত্রাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ ; সাম পাক্তভক্তিকং সাপ্তভক্তিকঞ্চ স্তোমাদিগীতিবিশিষ্টম্ ; যজুংষি অনিয়তাক্ষরপাদাবসানানি বাক্যরূপাণি ; এবং ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ । দীক্ষা মৌজাদিলক্ষণাঃ কর্তৃনিয়মবিশেষাঃ । যজ্ঞাশ্চ সর্বে অগ্নিহোত্রাদয়ঃ । ক্রতবঃ সযূপাঃ । দক্ষিণশ্চ একগবাত্তা অপরিমিত-সর্বস্বাস্তাঃ । সংবৎসরশ্চ কালঃ কস্মাৎভূতঃ । যজমানশ্চ কর্তা, লোকান্তস্ত কর্মফলভূতাঃ, তে বিশেষ্যন্তে—সোমো যজ্ঞ যেষু লোকেষু পবতে পুনাতি লোকান্, যজ্ঞ চ যেষু সূর্য্যাস্তপতি ; তে চ দক্ষিণায়নোত্তরায়ণমার্গদ্বয়গম্যা বিহদ-বিষৎকর্তৃফলভূতাঃ ॥ ২৮ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ, কর্মসাধন এবং কর্মফলসমূহও যে, তাহা হইতেই [হইয়া থাকে], ইহা বলিতেছেন—কি প্রকারে ? . সেই পুরুষ হইতে ঋক্-সমূহ, পরিমিত অক্ষরযুক্ত পাদে (শ্লোকের চারিভাগের এক ভাগের নাম পাদ, সেই পাদে) যাহার বিজ্ঞাম, সেই ‘গায়ত্রী’ প্রভৃতি চ্ছন্দো-বিশিষ্ট মন্ত্র সকল ; সামকে—(গেয় সামাংশবিশেষকে) ‘ভক্তি’ বলে ; সেই পঞ্চ বা সাপ্তভক্তিয়ুক্ত স্তোমাদি গীতিবিশিষ্ট বেদভাগ ; যজুঃসমূহ, অনির্দিষ্ট অক্ষরে যে সকলের পাদ সমাপ্তি, সেই বাক্যসমূহ ; এই প্রকার ত্রিবিধ মন্ত্র । দীক্ষা—যজ্ঞকর্তার মৌজী (মুজ্জাতৃণ-নির্ম্মিত কাঞ্চীবিশেষ) ধারণ প্রভৃতি নিয়মবিশেষ । অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞও ক্রতুসমূহ—যাহাতে যুপের ব্যবহার আছে । দক্ষিণা—একটি মাত্র গোপ্রভৃতি হইতে সর্বস্ব পর্য্যন্ত ; সংবৎসর—কস্মাৎভূতকাল ; যজমান—কর্মকর্তা লোকসমূহ, যজমানের কর্মফলসমূহ ; সেই লোকসমূহকে

ও বিশেষিত করা হইতেছে—যে সমস্ত লোকে সোম (চন্দ্র) পবন করেন অর্থাৎ লোকসমূহকে পবিত্র করেন এবং যে সমস্ত লোকে সূর্য্য তাপ দেন ; সেই লোকসমূহই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণমার্গ-গম্য এবং বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ কর্ত্তাদের কর্ম্মফলস্বরূপ ॥২৮॥৬॥

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ

সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো ব্যাংসি ।

প্রাণাপানৌ ত্রীহিববৌ তপশ্চ

শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥২৯॥৭॥

অপিচ, তস্মাৎ চ (পুংসাং) (এব) দেবাঃ (কর্মাঙ্গভূতাঃ) বহুধা (বহুপ্রকারেণ) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্নাঃ) । [তদ্যথা] সাধ্যাঃ (দেবতাবিশেষাঃ), মনুষ্যাঃ (কর্মাধিকারিণঃ), পশবঃ (গ্রাম্যা আরণ্যাস্চ), ব্যাংসি (পক্ষিণঃ), প্রাণাপানৌ (এতেষাং জীবনং), ত্রীহি-ববৌ (হোমার্থো); তপঃ (কর্মাঙ্গং, স্বতন্ত্রং চ); শ্রদ্ধা (শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ, আস্তিক্যবুদ্ধিরিতি যাবৎ), সত্যং (অনৃতবর্জনং, যথার্থভাষণং), চ ব্রহ্মচর্য্যং (বীর্ঘধারণং), বিধি (কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ) চ (অপি) ॥

সেই পুরুষ হইতে দেবতাসমূহ অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ সমূহ নানা প্রকারে প্রসূত হইয়াছে । [যথা] সাধ্যাগণ, মনুষ্যাগণ, পশুসমূহ, পক্ষিসংঘ, প্রাণাপান, অর্থাৎ ঐ সকলের জীবন, ধাত্ত ও যব, তপশ্চ, শ্রদ্ধা, সত্যাব্যবহার, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি ॥২৯॥৭ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তস্মাচ্চ পুরুষাং কর্ম্মাঙ্গভূতা দেবা বহুধা বস্বাদিগণভেদেন সম্প্রসূতাঃ সম্যক্ প্রসূতাঃ—সাধ্যা দেববিশেষাঃ, মনুষ্যাঃ কর্ম্মাধিকৃতাঃ, পশবো গ্রাম্যারণ্যাঃ, ব্যাংসি পক্ষিণঃ, জীবনঞ্চ মনুষ্যাदीনাং প্রাণাপানৌ; ত্রীহিববৌ হবিরর্থো; তপশ্চ কর্ম্মাঙ্গং পুরুষসংস্কারলক্ষণং, স্বতন্ত্রঞ্চ, ফলসাধনম্; শ্রদ্ধা যৎপূর্ব্বকঃ সর্ব্বপুর্ন্যার্থসাধনপ্রয়োগশ্চিত্তপ্রসাদ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ; তথা সত্যম্ অনৃতবর্জনং যথাত্ত্বার্থবচনঞ্চ অগীড়াকরম্; ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনা সমাচারঃ; বিধিশ্চ ইতি-কর্ত্তব্যতা ॥ ২৯ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই পুরুষ হইতে কৰ্ম্মাঙ্গভূত দেবতাসমূহ বহু প্রকারে অর্থাৎ বহু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গণভেদে সম্যকরূপে প্রসূত হইয়াছে— সাধাগণ দেবতাবিশেষ, মনুষ্যগণ কৰ্ম্মাধিকারসমূহ ; গ্রাম্য ও আরণ্য, পশুসমূহ পক্ষিসমূহ এবং মনুষ্যাতির জীবন প্রাণ ও অপান, হবির নিমিত্ত ত্রীহি ও যব, তপঃ দ্বিবিধ— কৰ্ম্মাঙ্গ, যাহা দ্বারা পুরুষের সংস্কার বা পবিত্রতা জন্মে, আর স্বতন্ত্র, যাহা পৃথগ্ভাবে ফলসাধন ; শ্রদ্ধা— যাহা দ্বারা সর্বপ্রকার পুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই চিন্তাপ্রসাদ-কর আন্তিক্য বুদ্ধি। সেইরূপ, সত্য—সত্য অর্থ মিথ্যা পরিত্যাগ এবং পরের অপীড়াকর যথার্থ কথন ; ব্রহ্মচর্য্য—মৈথুনবর্জন, এবং বিধি—ইতিকর্তব্যতা, অর্থাৎ কৰ্ম্মপদ্ধতি ॥২৯॥৭॥

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ

সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ ।

সপ্তেমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা

গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৩০॥৮॥

কিঞ্চ, তস্মাৎ (পুরুষাৎ) সপ্ত প্রাণাঃ (শীর্ণগানি চক্ষুরাদীন ইন্দ্রিয়াণি), সপ্ত অর্চিষঃ (দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়প্রকাশনানি), সপ্ত সমিধঃ (উত্তেজকাঃ রূপাদয়ো বিষয়াঃ), তথা সপ্ত হোমাঃ (স্বস্ববিষয়-বিষয়কজ্ঞানানি), ইমে (অল্পভূয়মানাঃ) সপ্ত লোকাঃ (ইন্দ্রিয়স্থানানি), যেষু (লোকেষু) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) চরন্তি (বিচরন্তি বর্তন্তে ইতি যাবৎ) [বিধাতা !] নিহিতাঃ (প্রতি-দেহং স্থাপিতাঃ) [এতে] সপ্ত সপ্ত গুহাশয়াঃ (গুহায়াং দেহে স্থিতাঃ) তস্মাৎ (পুরুষাৎ) প্রভবন্তি (জায়ন্তে ॥

মন্তকস্থ সপ্ত ইন্দ্রিয়, তাহাদের সপ্তপ্রকার দীপ্তি, সপ্ত প্রকার বিষয়, এবং সপ্তপ্রকার হোম (বিষয়ক জ্ঞান) সাতটি ইন্দ্রিয় স্থান,—যে সকল স্থানে ইন্দ্রিয়গণ সঞ্চারণ করে ; বিধাতাকর্তৃক [প্রতিদেহে] স্থাপিত শরীরে এই সাত সাতটি পদার্থ সেই পুরুষ হইতে প্রাজ্জ্বলিত হয় ॥ ৩০॥৮॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, সপ্ত শীর্ণাঃ প্রাণাঃ তন্মাদেব পুরুষাৎ প্রভবন্তি । তেষাঞ্চ সপ্ত অর্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্ব্যোতনানি । তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্ত বিষয়াঃ ; বিষয়ৈর্হি সমিধ্যন্তে প্রাণাঃ । সপ্ত হোমাঃ তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি, “ষদন্ত বিজ্ঞানং, তজ্জুহোতি” ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ । কিঞ্চ, সপ্ত ইমে লোকা ইন্দ্রিয়স্থানানি, যেষু চরন্তি সঞ্চরন্তি প্রাণাঃ ইতি বিশেষণাৎ । প্রাণা যেষু চরন্তীতি প্রাণানাং বিশেষণমিদং প্রাণাপানাদিনিবৃত্ত্যর্থম্ । গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা স্বপকালে শেরত ইতি গুহাশয়াঃ । নিহিতাঃ স্থাপিতা ধাত্রা সপ্ত সপ্ত প্রতীপ্রাণিভেদম্ । যানি চ আত্মবাজিনাং বিহবাঃ কৰ্ম্মাণি তৎসাধনানি কৰ্ম্মফলানি চ, অবিহবাঞ্চ কৰ্ম্মাণি তৎসাধনানি কৰ্ম্মফলানি চ, সৰ্ব্বকৈতৎ পরম্মাদেব পুরুষাৎ সৰ্ব্বজ্ঞাৎ প্রসূতমিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, সেই পুরুষ হইতেই সাতটি শীর্ণা প্রাণ (মস্তকস্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) প্রাচুভূত হয় । সেই ইন্দ্রিয় সমূহের সাত প্রকার অর্চিঃ—দীপ্তি অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয় প্রকাশন ; সেইরূপ সপ্ত সমিধ অর্থাৎ সাত প্রকার বিষয়, কেননা—ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সমূহ দ্বারাই উদ্দীপিত হইয়া থাকে । সপ্ত প্রকার হোম অর্থাৎ সেই সকল বিষয়-বিষয়ক জ্ঞান : যে হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ‘ইহার যে, এই বিষয়-বিজ্ঞান, তাহাই হোম করা হয়।’ অপিচ, এই সাতপ্রকার লোক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় স্থান—ইন্দ্রিয়গণ যে সকল স্থানে সঞ্চরণ করে ; এই বিশেষণ থাকায় [‘লোক’ শব্দে ইন্দ্রিয় স্থান বুঝিতে হইবে] । ‘প্রাণসমূহ যে সকল স্থানে বিচরণ করে’ এই প্রাণ বিশেষণটি [প্রাণ শব্দের] প্রাণাপানাদি অর্থাশঙ্কা নিবৃত্ত্যর্থ [প্রদত্ত হইয়াছে] । গুহাতে—শরীরে কিংবা স্বপ্ন সময়ে হৃদয়ে অবস্থান করে, এই জ্ঞাত গুহাশয়, এই সাত সাতটি পদার্থ বিধাতা কর্তৃক প্রত্যেক প্রাণীতে নিহিত অর্থাৎ স্থাপিত হইয়াছে । আত্মবাজী জ্ঞানিগণের যে সমস্ত কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম-সাধন ও কৰ্ম্মফল, আর অজ্ঞানিগণেরও যে সমস্ত কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম-সাধন

ও কৰ্মফল, এ সমস্তই সেই সৰ্বজ্ঞ পরম পুরুষ হইতেই প্রসূত হইয়াছে, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য ॥ ৩০ ॥ ৮ ॥

অতঃ সমুদ্রো গিরয়শ্চ সৰ্কে-

হস্মাৎ শ্রুতস্তে সিদ্ধবঃ সৰ্বরূপাঃ ।

অতশ্চ সৰ্বা ওষধয়ো রসশ্চ

যে নৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হস্তরাশ্মা ॥৩১॥৯॥

সৰ্কে সমুদ্রাঃ গিরয়ঃ (পৰ্বতাঃ) চ (অপি) অতঃ (অস্মাদেব পুরুষাং) [জায়ন্তে] । সৰ্বরূপাঃ (বহুরূপাঃ) সিদ্ধবঃ (নত্বঃ) চ অতঃ (পুরুষাং) শ্রুতস্তে (অবস্তি), সৰ্বাঃ ওষধয়ঃ (ত্রীহিব্যাভাঃ) রসঃ চ (মধুরাদিকঃ) অতঃ (পুরুষাং) [জায়ন্তে], এষঃ অন্তরাশ্মা (স্থলং শরীরং) যেন (রসেন হেতুনা) ভূতৈঃ (আকাশাদিভিঃ) [বেষ্টিতঃ সন্] তিষ্ঠতে (তিষ্ঠতি বর্ততে ইত্যর্থঃ) হি (নিশ্চয়ে) ॥

এই পুরুষ হইতেই সমস্ত সমুদ্র ও পৰ্বত [সমুৎপন্ন হয়] । নানাবিধ নদীসমূহও ইহা হইতেই প্রবাহিত হয় । সমস্ত ওষধি ও রস ইহা হইতেই [প্রোদ্ভূত হয়], এই অন্তরাশ্মা—স্থল শরীর যে রসে পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে ॥৩১॥৯ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অতঃ পুরুষাং সমুদ্রাঃ সৰ্কে ক্ষীরাভাঃ ; গিরয়শ্চ হিমবদাদয়ঃ অস্মাদেব পুরুষাং সৰ্কে । শ্রুতস্তে অবস্তি গজাভাঃ সিদ্ধবো নত্বঃ সৰ্বরূপাঃ বহুরূপাঃ । অস্মাদেব পুরুষাং সৰ্বা ওষধয়ো ত্রীহিব্যাভাঃ । রসশ্চ মধুরাদিঃ ষড়্বিধঃ, যেন রসেন ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ স্থলৈঃ পরিবেষ্টিতস্তিষ্ঠতে তিষ্ঠতি হি অন্তরাশ্মা লিঙ্গং স্থলং শরীরম্ । তন্নি অন্তরালে শরীরস্ত আত্মনশ্চ আত্মবৎ বর্ততে ইত্যন্তরাশ্মা ॥৩১॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই পুরুষ হইতে ক্ষারাদি (লবণাদি) সমস্ত সমুদ্র [উৎপন্ন হয়], এবং হিমালয় প্রভৃতি সমস্ত পৰ্বত এই পুরুষ হইতেই [উৎপন্ন হয়]; গজা প্রভৃতি সৰ্বরূপ—বহুবিধ সিদ্ধ—নদী সমূহ অবস্থান অর্থাৎ প্রবাহিত হয় । এই পুরুষ হইতেই ত্রীহি-যবাদি সমস্ত ওষধি

এবং মধুরাদি ষড়্‌বিধ রস, যে রসের বলে স্থূল পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া অন্তরাত্মা—লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর অবস্থিতি করে। যে হেতু শরীর ও আত্মার মধ্যবর্ত্তি ভাবে সূক্ষ্ম শরীর অবস্থান করে; এই জন্য তাহাকে অন্তরাত্মা বলা হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ ৯ ॥

পুরুষ এবাদং বিশ্বং কৰ্ম্ম

তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্ ।

এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং

সোহবিদ্যা গ্রহিৎ বিকিরতীহ সোম্য ॥৩২॥১০॥

ইত্যথর্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

[প্রকৃতমুপসংহরন্ আহ]—পুরুষ ইত্যাদি। পুরুষঃ (উক্তলক্ষণঃ) এব (অব-
ধারণে) ইদং বিশ্বং (সৰ্বং, ন পুরুষাদতিরিক্তং কিঞ্চন অস্তীতি ভাবঃ)। [তদেব
বিশ্বং দর্শয়ন্ আহ] কৰ্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি), তপঃ (জ্ঞানং) [তপঃকার্য্যক এতৎ
সৰ্বং, অতঃ] গুহায়াং (হৃদয়ে) নিহিতং (হিতং) পরামৃতং (পরম্ অমৃতং চ)
ব্রহ্ম (ব্রহ্মৈব) এতৎ (সৰ্বং) [ইতি] যঃ (পুরুষঃ) বেদ (জানাতি); হে
সোম্য—প্রিয়দর্শন, সঃ অবিদ্যা-গ্রহিৎ (অবিদ্যা বন্ধঃ) বিকিরতি (বিক্ষিপতি
বিনাশরতীত্যর্থঃ)।

পূৰ্বোক্ত সত্য পুরুষই এই সমস্ত জগৎ, কৰ্ম্ম ও জ্ঞান এই সৰ্ব্বোত্তম অমৃত
ব্রহ্মেরই স্বরূপ। হে সোম্য! গুহানিহিত ইহাকে যে লোক জানে, সে লোক
অবিদ্যার গ্রহি ছিন্ন করে ॥ ৩২॥১০॥

দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

শাক্তঃ-ভাষ্যম্ ।

এবং পুরুষাৎ সৰ্ব্বমিদং সম্প্রসৃতম্, অতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়-
মমৃতং, পুরুষ ইত্যেব সত্যম্; অতঃ পুরুষ এব ইদং বিশ্বং সৰ্বম্। ন
বিশ্বং নাম পুরুষাদন্ত্যং কিঞ্চিদস্তি। অতো যহক্ৰং তদেতদভিহিতং “কস্মিন্মু
ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি। এতস্মিন্ হি পরস্মিন্ আত্মনি

সৰ্বকারণে পুরুষে বিজ্ঞাতে, পুরুষ এবদং বিশ্বং নাগ্ৰদন্তীতি বিজ্ঞাতং ভবতীতি। কিং পুনরিদং বিশ্বম্ ? ইত্যাচ্যতে—কৰ্ম্ম অগ্নিহোত্ৰাদিলক্ষণম্ । তপো জ্ঞানং, তৎকৃতং ফলমগ্ৰাদেব তাবদ্বীদং সৰ্বম্ ; তচ্চৈতদ্বৃক্ষণঃ কাৰ্য্যং, তস্মাৎ সৰ্বং ব্রহ্ম পরামৃতং পরমমৃতমহমেবেতি যো বেদ নিহিতং স্থিতং গুহ্যম্। হৃদি সৰ্বপ্রাণিনাং, স এবং বিজ্ঞানাদবিজ্ঞাপ্তিঃ গ্রন্থিমিব দৃঢ়ীভূতামবিজ্ঞাবাসনাং বিকিরতি বিক্ষিপতি বিনাশয়তি, ইহ জীবনেন ন মৃতঃ সন্, হে সোম্য প্রিয়দর্শন ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-ঋষিচ্ছন্দঃ-ভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপ-

নিষড্ভাষ্যে দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপে পুরুষ হইতেই সমস্ত প্রসূত হইয়াছে । অতএবই বাক্য-রক্ত নামাত্মক বিকার বস্তু মিথ্যা, পুরুষই একমাত্র সত্য ; অতএব পুরুষই এই বিশ্ব বা সৰ্ব্বাত্মক । অর্থাৎ পুরুষ হইতে পৃথক্ বিশ্ব নামে কিছু নাই । অতএব, ‘ভগবন্, কোন বস্তুটি জানিলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়,’ এই যে প্রশ্ন উক্ত হইয়াছিল, তাহাই এখানে কথিত হইল । কেননা, সৰ্ব্ব-কারণ, পরমাত্মস্বরূপ এই পুরুষ বিজ্ঞাত হইলেই ‘একমাত্র পুরুষই এই সমস্ত, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই, এই ভাব বিজ্ঞাত হইয়া থাকে । এই বিশ্বটিই বা কি প্রকার, তাহা কথিত হইতেছে—কৰ্ম্ম অগ্নিহোত্ৰ প্রভৃতি, তপঃ—জ্ঞান, জ্ঞানজনিত ফল কৰ্ম্মফল হইতে পৃথক্ই বটে ; সে সমস্তই এই বিশ্বপদবাচ্য । সেই এই বিশ্বও ব্রহ্মেরই কার্য্য ; সূতরাং পরামৃত অর্থাৎ পর ও অমৃতস্বরূপ, ব্রহ্মই এ সমস্ত, এবং আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ, যে লোক সৰ্ব্ব প্রাণীর গুহ্য—হৃদয়ে নিহিত অবস্থিত এইরূপে ব্রহ্মকে জানে, হে সোম্য—প্রিয়দর্শন, সেই লোক এবং প্রকার জ্ঞানের ফলে অবিদ্যা-গ্রন্থিকে অর্থাৎ গ্রন্থির শায় দৃঢ়ীভূত অধৰ্ম্মসংস্কারকে দূরীভূত করে, তাহাও মৃত্যুর পর নহে—জীবদবস্থায়ই বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

ইতি অথর্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদ্বাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।



আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম

মহৎ পদমত্রেতৎ সমর্পিতম্ ।

এজৎ প্রাণনিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং

পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজ্ঞানাম্ ॥৩৩॥১১

আবিঃ (প্রকাশময়ং) সন্নিহিতং (সৰ্ব্বপ্রাণিহৃদয়ে স্থিতং), গুহাচরং (গুহাশয়ং) নাম (প্রসিদ্ধৌ) মহৎ (নিরতিশয়ং) পদং (সৰ্ব্বেষাম্ আশ্রয়ণীয়ং বস্তু) । অত্র (অগ্নিন্ ব্রহ্মণি এজৎ (চলনস্বভাবং পক্ষিপ্ৰভৃতি) প্রাণং (প্রাণাদিমং মনুষ্যাদি), [কিং বহুনা—] যৎ নিমিষৎ (নিমেষং কুৰ্ব্বৎ) চকারাৎ (অনি-মিষৎ—নিমেষরহিতং) চ, এতৎ (সৰ্বং) অত্র এব সমর্পিতং (সম্যক্ স্থাপিতং) । [হে শিষ্যাঃ,] এতৎ (সৰ্ব্বাস্পদভূতং ব্রহ্ম) সদসৎ (সং—মূৰ্ত্তস্বরূপং, অসৎ—অমূৰ্ত্তস্বরূপং চ) বরেণ্যং (বরণীয়ং সৰ্ব্বশ্চ প্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ), প্রজ্ঞানাং (জনানাং) বিজ্ঞানাং (বিষয়জ্ঞানাং) পরম্ (অতিরিক্তং, লৌকিক-জ্ঞানাগোচরমিত্যর্থঃ), যৎ বরিষ্ঠং (অতিশয়েন শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ) জানথ (তৎ অবগচ্ছত) [যূয়ম্ ইতি শেষঃ] ॥

প্রকাশময়, সৰ্ব্বত্র সন্নিহিত, এবং গুহাচররূপে প্রসিদ্ধ বে মহৎ পদ (প্রার্থনীয় বস্তু); চলনশীল পক্ষ্যাди, প্রাণধারণশীল মনুষ্যাदि, [অধিক কি,] নিমেষবান্ ও নিমেষরহিত এ সমস্তই ইহাতে সমর্পিত রহিয়াছে । [হে শিষ্যগণ, তোমরা] জানিও এই ব্রহ্মই সং ও অসৎস্বরূপ, সকলের বরণীয়, জনসমূহের জ্ঞানের অতীত এবং বাহ্য শ্রেষ্ঠরূপ ॥ ৩৩ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অরূপং সং অক্ষরং কেন প্রাকারেণ বিজ্ঞেয়মিত্যাচ্যতে—আবিঃ প্রকাশং সন্নিহিতং বাগাহ্যপাধিভিঃ জলতি জ্ঞাতীতি শ্রুতান্তরাৎ শাকাদীন উপলভ্যমানবদবভাসতে ; দর্শন-শ্রবণমনাবজ্ঞানাহ্যপাধিধর্মেণাবিতৃপ্তং সন্ন্যাস্যতে হৃদি সৰ্ব্বপ্রাণিনাম্ ।

যদেতদাবিভূতং ব্রহ্ম সন্নিহিতং সম্যক্ স্থিতং হৃদি তদ্গুহ্যচরং নাম, গুহ্যগ্নাং চরতীতি দর্শনশ্রবণাদিপ্রকারৈঃ গুহ্যচরমিতি প্রথ্যাতম্। মহৎ সর্বমহত্বাৎ, পদং পণ্ডতে সর্বেণেতি সর্বপদার্থাস্পদত্বাৎ।

কথং তন্মহৎপদমিতি ? উচ্যতে—যতঃ অত্র অগ্নিন্ ব্রহ্মণি এতৎ সর্বং সম-
র্পিতং প্রবেশিতং রথনাভাবিব অরাঃ—এজ্জলং পক্ষ্যাদি, প্রাণং প্রাণিতীতি
প্রাণাপানাদিমন্মহুষ্যপখাদি, নিমিষক বন্নিমিষাদিক্রিয়াবৎ যচ্চানিমিষং ‘চ’শব্দাৎ,
সমস্তমেতদত্রৈব ব্রহ্মণি সমর্পিতম্। এতদ্ বদাস্পদং সর্বং, জ্ঞানঞ্চ হে শিষ্যা
অবগচ্ছথ তদাশ্চভূতং ভবতাং ; সদস্যংস্বরূপম্, সদস্যতোমূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ স্থূলসূক্ষ্ময়োঃ
তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ। বরেণ্যং বরগীযং, তদেব তি সর্বশ্চ নিত্যত্বাৎ প্রার্থনীয়ং ;
পরং ব্যতিরিক্তং বিজ্ঞানাং প্রজ্ঞানামিতি ব্যবহিতেন সধকঃ ; যল্লৌকিকবিজ্ঞানা-
গোচরমিত্যর্থঃ। যদ্ বরিষ্ঠং বরতমং, সর্বপদার্থেষু বরেষু ; তচ্চি একং ব্রহ্ম
অতিশয়েন বরং সর্বদোষরহিতত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ : ॥

ভাষ্যাভ্যুদ।

অক্ষর পুরুষ যখন নীরূপ, তখন তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে
হইবে ? ইহা বলা হইতেছে—আবিঃ—প্রকাশস্বরূপ, সন্নিহিত অর্থাৎ
শ্রুত্যন্তরে আছে—বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি দ্বারা উজ্জ্বল হন এবং
দোপ্তিমান্ হন ; তদনুসারে [আত্মা] শব্দাদি বিষয়সমূহ উপলব্ধি করেন
বলিয়াই যেন প্রতীতি হয় ; অতএব দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানাদি
উপাধিগত ধর্মসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণিহৃদয়ে আবিভূত হইয়া লক্ষিত
হন। এই যে প্রকাশস্বভাবও সন্নিহিত অর্থাৎ সর্ব প্রাণিহৃদয়ে সম্যক্
অবস্থিত ব্রহ্ম ; তাহাই আবার গুহ্যচর নামে অর্থাৎ গুহ্যতে সঞ্চারণ
করে, এই জগৎ দর্শন শ্রবণাদি ধর্ম দ্বারা ‘গুহ্যচর’ নামে প্রসিদ্ধ।
সর্বাপেক্ষা মহত্ত্বহেতু মহৎ, এবং সকলেই ইহাকে প্রাপ্ত হয়, এই জগৎ
সমস্ত পদার্থের আশ্রয়হেতু পদ শব্দবাচ্য।

ভাল, তিনি মহৎ পদ কি প্রকারে ? [উত্তর] বলা হইতেছে,—
যেহেতু, রথনাভিতে যেমন অর সমুদয় (শলাকাসমূহ) সমর্পিত থাকে,
তেমনি এই ব্রহ্ম এই সমস্ত (জগৎ) সমর্পিত রহিয়াছে—‘এজৎ’

চলনশীল পক্ষি-প্রভৃতি প্রাণং যাহারা প্রাণ ধারণ করে—মনুষ্য-পশু প্রভৃতি, নিমিষং যাহারা নিমেষকার্য্যকারী এবং ‘চ’ শব্দ হইতে অনিমিষৎও (নিমেষরহিতও) বুঝিতে হইবে । এই সমস্ত ব্রহ্মই সমর্পিত আছে । এ সমস্ত যাহাতে আশ্রিত, হে শিষ্যগণ, জানিও—
 তিনিই ভোমাদের আত্মা এবং সদসংস্বরূপ ; কেন না, সৎ ও অসৎ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, মূর্ত ও অমূর্ত কোন পদার্থেরই তদতিরিক্ত সত্তা নাই । বরেণ্য—বরগীষ ; কারণ, নিত্যত্বনিবন্ধন তিনিই সকলের প্রার্থনীয় । পর অর্থে—ব্যতিরিক্ত, ‘প্রজাগণের বিজ্ঞান হইতে’ এই ব্যবহৃত বাক্যের সহিত এই ‘পর’ শব্দের সম্বন্ধ ; ইহার অর্থ এই যে, যিনি লৌকিক বা ব্যবহারিক জ্ঞানের অবিষয় ; যিনি বরিষ্ঠ—শ্রেষ্ঠতম, সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থের মধ্যে এক ব্রহ্মই সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ ; কারণ, তিনি সর্ব্বদোষ-বিবর্জিত ॥৩৩।১॥

যদচ্চিদম্ যদগুভ্যোহ্ণু চ

যস্মিন্শ্লোকো নিহিতা লোকিনশ্চ ।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম, স প্রাণস্তচ্ছ বাঙ্মনঃ ।

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্যব্যং সোম্য বিকি ॥৩৪॥২

যৎ আচ্চিদম্ (দীপ্তিমৎ) যৎ অগুভ্যঃ চ (অপি) অগু (হৃদঃ), যস্মিন্ শ্লোকোঃ (ভূরাদয়ঃ) লোকিনঃ (তল্লোকবাসিনঃ) চ (অপি) নিহিতাঃ (আশ্রিতাঃ) তৎ এতদ্ (উক্তলক্ষণং) অক্ষরং (অক্ষরনামকং) ব্রহ্ম ; সঃ প্রাণঃ ; তৎ উ (অপি) বাঙ্মনঃ (বাঙ্ চ মনঃ চ সর্লকরণাত্মক ইতিভাবঃ) । তৎ এতৎ (উক্তলক্ষণং ব্রহ্ম) সত্যং (স্বার্থভূতং) ; তৎ অমৃতং (অবিনশ্বরং), তৎ (ব্রহ্ম) বেদ্যব্যং (মনসা গ্রহণীয়ং) বিকি (জানীহি) হে সোম্য ; (প্রিয়দর্শন,) ॥

যাহা দপ্তিমান্ এবং অগু হইতেও অগু (হৃদ) ; যাহাতে ভূরাদি লোক সমূহ ও তল্লোকবাসিগণ (অবস্থিত) ; তিনিই এই অপর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাঙ্ ও মনঃস্বরূপ ; তিনিই সত্যস্বরূপ ; তিনিই অমৃতস্বরূপ ; হে সোম্য তাঁহাকেই বেদ্যব্য বলিয়া জানিবে ॥ ৩৪ ॥ ২ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, যদর্চিমদীপ্তিমৎ ; তদীপ্ত্যা হি আদিত্যাদি দীপ্যত ইতি দীপ্তিমৎ ব্রহ্ম ।
 কিঞ্চ, যদ্ব অণুভাঃ শ্রামাকাদিভ্যোহপি অণু চ স্মৃৎ । ‘চ’শব্দাৎ স্থলেভ্যোহপি
 অতিশয়েন স্থলং পৃথিব্যাদিভাঃ । যস্মিন্ লোকা ভূরাবরো নিহিতাঃ স্থিতাঃ, যে চ
 লোকিনো লোকনিবাসিনো মনুষ্যাদয়ঃ, চৈতন্ত্রাশ্রয়া হি সর্বৈ প্রসিদ্ধাঃ ; তদেতৎ
 সর্বাশ্রয়ম্ অক্ষরং ব্রহ্ম ; স প্রাণঃ তহ বায়ুনো বাক্ চ মনশ্চ সর্বাণি চ করণানি তহ
 অন্তঃশ্চৈতন্ত্রম্ ; চৈতন্ত্রাশ্রয়ো হি প্রাণেজিয়াদিসর্বসজ্জাতঃ, “প্রাণস্ত প্রাণম্” ইতি
 শ্রুতান্তরাৎ । যৎ প্রাণাদীনামন্তঃশ্চৈতন্ত্রমক্ষরং, তদেতৎ সত্যম্ অবিতথং ; অতঃ
 অমৃতম্ অবিনাশি, তৎ বেদব্যং মনসা তাড়য়িতব্যম্ ; তস্মিন্ মনসঃ সমাধানং
 কর্তব্যমিত্যর্থঃ । যন্মাদেবং হে সৌম্য, বিদ্ধি অক্ষরে চৈতঃ সমাধৎস্ব ॥ ৩৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যমুবাদ ।

আরও, যিনি অর্চিমৎ—দীপ্তিসম্পন্ন ; দীপ্তিমান্ আদিত্য প্রভৃতিও
 তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিলাভ করেন, এই কারণে ব্রহ্মই প্রকৃত দীপ্তিমান্ ।
 আরও এক কথা, শ্রামাকাদি অণু অপেক্ষাও অণু—সূক্ষ্ম, [শ্রামাক
 একপ্রকার ক্ষুদ্র শব্দ] । ‘চ’ শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, স্থল
 পৃথিব্যাদি অপেক্ষাও অতিশয় স্থল । ভূরাদি লোকসমূহ এবং যাহারা
 সেই লোকবাসী মনুষ্যাदि, (তাহারাও) যাহাতে নিহিত—অবস্থিত ।
 কারণ, সকলেই চৈতন্ত্রে আশ্রিত বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে,
 ইহাই সেই সর্বাশ্রয় অক্ষর ব্রহ্ম ; তিনিই প্রাণ এবং তিনিই বাক্ ও
 মন এবং সমস্ত করণস্বরূপ ; প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি সমস্তই চৈতন্ত্রে
 আশ্রিত ; সুতরাং চৈতন্ত্রম্ ইহা “[তিনি] প্রাণেরও প্রাণ” এই
 অপর শ্রুতি হইতে [জানা যায়] । প্রাণাদির অন্তঃস্থ যে অক্ষর চৈতন্ত্র,
 তিনিই এই সত্য অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ ; অতএব অমৃত—বিনাশরহিত ।
 তাহাকে বিদ্ধ অর্থাৎ মনের দ্বারা তাড়িত করিতে হইবে, অর্থাৎ
 তাহাতে মনকে সমাহিত করিতে হইবে । হে সৌম্য, যেহেতু এই
 প্রকার ; অতএব তুমি সেই অক্ষরে চিত্ত সমাহিত কর ॥ ৩৪ ॥ ২ ॥

ধনুর্গৃহীত্বোপনিষদং মহাস্ত্রং

শরং হ্যুপাসা-নিশিতং সন্দধীত ।

আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা

লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥৩৫॥৩॥

ঔপনিষদং (উপনিষৎস্ব এব জ্ঞাতং) মহাস্ত্রং (মহৎ অস্ত্রং) ধনুঃ
গৃহীত্বা (সমাদায়) [তস্মিন্] উপাসা-নিশিতং (অবিচ্ছেদধ্যানেন সূক্ষ্মীকৃতং)
শরং সন্দধীত (সন্ধানং কুর্যাৎ) । হে সোম্য, আযম্য (ধনুরাক্রম্য—সাস্তঃকর-
ণানি ইন্দ্রিয়ানি স্ব-বিষয়েভ্যঃ বিনিবর্ত্য) তদ্ভাবগতেন (তস্মিন্ ব্রহ্মণি ভাবঃ
তন্ময়তা, তদগতেন) চেতসা (মনসা) লক্ষ্যং (বেদ্যব্যং) তং এব অক্ষরং
(পুরুষং) বিদ্ধি (অবগচ্ছ) ॥

হে প্রিয়দর্শন, উপনিষদেতচ্চ মহাস্ত্রং ধনুঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপাসনা-
শোধিত শর সংযোজিত কর ; শর সন্ধান করিয়া অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় ও
অস্তঃকরণ প্রত্যাহৃত করিয়া ব্রহ্মে তন্ময়তা প্রাপ্ত চিত্ত দ্বারা সেই লক্ষ্য অক্ষর
পুরুষকে বেদ্যব্য বলিয়া জানিও ॥ ৩৫॥৩॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

কথং বেদ্যব্যমিতি, উচ্যতে—ধনুঃ ইদ্যাসনং গৃহীত্বা আদায় ঔপনিষদম্ উপ-
নিষৎস্ব ভবং প্রসিদ্ধং মহাস্ত্রং মহচ্চ তদস্ত্রঞ্চ মহাস্ত্রং ধনুঃ, তস্মিন্ শরম্ ; কিংবিশিষ্ট-
মিত্যাহ—উপাসানিশিতং সন্ততাভিধ্যানেন তনুকৃতং, সংস্কৃতমিত্যেতৎ ; সন্দধীত
সন্ধানং কুর্যাৎ । সন্ধ্যা চ আযম্য আক্রম্য সেন্দ্রিয়মস্তঃকরণং স্ববিষয়াদ্বিনিবর্ত্য
লক্ষ্য এবাবজ্জিতং বৃত্তেত্যর্থঃ । ন হি হস্তেনেব ধনুষ আযমনমিহ সম্ভবতি ।
তদ্ভাবগতেন তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যক্ষরে লক্ষ্যে ভাবনা ভাবঃ, তদগতেন চেতসা লক্ষ্যং
তদেব যথোক্তলক্ষণম্ অক্ষরং সোম্য, বিদ্ধি ॥ ৩৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকারে বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে, ঔপনিষদ-
উপনিষৎপ্রভব অর্থাৎ উপনিষৎপ্রসিদ্ধ মহৎ অস্ত্রস্বরূপ ধনু—যাহা দ্বারা
বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, সেই ধনুতে উপাসা-নিশিত অর্থাৎ অনবরত সম্যক্
ধ্যান দ্বারা তনুকৃত (সূক্ষ্মতাপ্রাপিত)—সংস্কারসমন্বিত শরের সন্ধান

করিবে (শর-যোজনা করিবে), সন্ধানের পর আযমন করিয়া—আকর্ষণ করিয়া—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবারিত করিয়া—অর্থাৎ একমাত্র লক্ষ্য বিষয়েই একাগ্রতা সম্পন্ন করিয়া ; কারণ হস্ত দ্বারা যেমন ধনুর আকর্ষণ হয়, তেমন আকর্ষণ ত এখানে সম্ভব হয় না, কাজেই ঐরূপ অর্থ করিতে হইল । তদ্বাবগত অর্থাৎ সেই যে লক্ষ্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে তাবনা— তাবপ্রাপ্ত (অনুরাগসম্পন্ন) চিত্ত দ্বারা হে সোম্য, সেই লক্ষ্যস্বরূপ উক্ত-রূপ অক্ষর ব্রহ্মকে বেদ্যবা জানিবে ॥৩৫॥৩॥

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদ্যব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥৩৬॥৪॥

[ইদানীং প্রাক্তন্তঃ ধনুরাদিকমেব স্বরূপতো নির্দিশতি প্রণব ইত্যাদিনা] ।
প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) ধনুঃ (শরাধিষ্ঠানং), আত্মা (চিদাভাসঃ) হি (নিশ্চয়ে) শরঃ (বাণঃ), তৎ (প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম লক্ষ্যং (বেধ্যং), যদা তন্ত (শরন্ত) লক্ষ্যং— (তল্লক্ষ্যং ইত্যেকং পদং) ; উচ্যতে (কথ্যতে) । [তৎ চ] অপ্রমত্তেন (প্রমাদ-রহিতেন সতা) বেদ্যব্যং (অনুভবনীয়ং) ; [অতএব সাধকঃ] শরবৎ (শরইব) তন্ময়ঃ (তদেকাগ্রঃ) ভবেৎ (শ্রাদিত্যর্থঃ) ॥

এখন পূর্বোক্ত ধনুঃশরাদি শব্দার্থ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—প্রণব ধনুঃ, স্বয়ং চিদাভাস আত্মা তাহার শর ; আর পরব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য (বেধ্য) বলিয়া কথিত হন ; প্রমাদহীন বা মনোযোগী হইয়া সেই লক্ষ্য বেধ করিতে হইবে; এবং তজ্জন্ত শরের ত্রায় তন্ময় (লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্র) হইতে হইবে ॥ ৩৬ ॥ ৪ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যদুক্তং ধনুরাদি, তদুচ্যতে—প্রণব ওঙ্কারো ধনুঃ । যথা ইদানীং লক্ষ্যে শরন্ত প্রবেশকারণং, তথা আত্মশরস্তাক্ষরে লক্ষ্যে প্রবেশকারণমোঙ্কারঃ ; প্রণবেন হ্যাত্মাত্মানেন সংস্কৃত্য মাণস্তদালম্বনোহপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেহবতিষ্ঠতে ; যথা ধনুযা অন্ত ইয়ুলক্ষ্যে । অতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ । শরো হ্যাত্মা উপাধিলক্ষণঃ পরএব জলে সূর্যাদিবৎ প্রবিষ্টো দেহে সর্ববৌদ্ধপ্রত্যয়-সাক্ষিতয়া ; স শর ইব স্বাত্মশ্চেব অর্পিতোহক্ষরে ব্রহ্মণি ; অতঃ ব্রহ্ম তৎ লক্ষ্যমুচ্যতে, লক্ষ্য ইব মনঃ সমাধি-

হুতিঃ আত্মভাবেন লক্ষ্যমাণত্বাৎ । তত্রৈবং সতি অগ্রমন্তেন বাহুবিষয়োপলব্ধি-
তৃষ্ণা-প্রমাদবর্জিতেন সর্বতো বিরক্তেন জিতেন্দ্রিয়েণ একাগ্রচিত্তেন বেদব্যং ব্রহ্ম
লক্ষ্যম্ । ততস্তদবেধনাৎ উদ্ধৃৎ শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ । যথা শরস্ত মট্টক্যকাত্ত্বং
ফলং ভবতি ; তথা দেহাত্মনাত্ম প্রত্যয়তিরঙ্করণেন অক্ষরৈকাত্ত্বং ফলমাপাদয়ে-
দিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ধমুঃ প্রভৃতি বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই নির্দেশ করিতে-
ছেন—প্রণব—ওঙ্কার ধমুঃস্বরূপ । ইহাসন (যাহা দ্বারা ইষু—বাণ
নিষ্কিপ্ত হয়), যেমন শরের লক্ষ্য প্রবেশের কারণ হয়, তেমনি
ওঙ্কারই অক্ষর রূপ লক্ষ্যে আত্মারূপী শরের প্রবেশ কারণ ; কেন না,
প্রণবকে অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণব ধ্যান করিতে করিতে
আত্মার সংস্কার বা দোষাপনয়ন হয়, তখন ধমুঃ দ্বারা নিষ্কিপ্ত শর
যে রূপ লক্ষ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ [আত্মারূপ শরও] বিনা বাধায়
অক্ষরে অবস্থিত হয় । অতএব প্রণবই ধমু অর্থাৎ ধমুঃসদৃশ ।
আত্মা শর স্বরূপ ; জলে যে রূপ সূর্য্য-প্রতিবিস্ত পতিত হয়,
তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ উপাধি-প্রতিবিস্তিত এবং সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষিরূপে
দেহে প্রবিষ্ট পরমাত্মাই এখানে ‘আত্মা’ পদবাচ্য । সেই আত্মা
শরের স্থায় নিজেই আত্মস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্মে সমর্পিত হয় ;
এই জন্তই ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বলা হইয়া থাকে, কারণ লক্ষ্যের
স্থায় তাহাতেও যাহারা মনঃ সমাধান করেন, তাঁহারা তাঁহাকে
আত্মারূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন । এইরূপ যখন স্থির হইল,
তখন অগ্রমন্তভাবে—বাহুবিষয়ের উপলব্ধি বিষয়ে তৃষ্ণাবর্জিত ভাবে
অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়—একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্ম লক্ষ্যকে বেধ করিতে
হইবে । এই কারণেই লক্ষ্য-বেধের পূর্বে শরের স্থায় তন্ময় হইবে ;
অতিপ্রায় এই যে, লক্ষ্যের সহিত একাত্মতাব প্রাপ্ত হওয়া—তাহার
সহিত মিলিত হইয়া যাওয়াই যেমন শরের উদ্দেশ্য বা ফল,—তেমনি

[এখানেও] দেহাদি অনাত্ম-পদার্থের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষর ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্তি—তৎস্বরূপতা-লাভরূপ ফল সম্পাদন করিবে ॥৩৬॥৪॥

যস্মিন্‌ ত্তোঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষ-

মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সৰ্বৈঃ ।

তমেবৈকং জানথ আত্মান-

মন্তা বাচো বিমুক্তথামৃতশ্চৈষ সেতুঃ ॥৩৭॥৫॥

কিঞ্চ, ত্তোঃ (হ্যালোকঃ), পৃথিবী, অন্তরিক্ষং (আকাশং), মনঃ (অন্তঃ-
করণং) চ সৰ্বৈঃ (অন্তৈঃ) প্রাণৈঃ (করণৈঃ) সহ যস্মিন্‌ (অক্ষরে পুরুষে)
ওতং (সৰ্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠিতং) । [হে শিষ্যাঃ, যুগ্মং] তম্‌ এব একং (কেবলং)
আত্মানং (অক্ষরং) জানথ (জানীত অবগচ্ছত) ; জ্ঞাতাঃ (অপরবিভাক্রপাঃ)
বাচঃ (বচনানি) বিমুক্তথ (ত্যজত) ; [বস্ম্যং] এবঃ (অক্ষরঃ পুরুষঃ) অমৃতন্ত
(মোক্ষন্ত) সেতুঃ (প্রাপ্ত্যুপায়ঃ) ॥

হ্যালোক, পৃথিবী, আকাশ এবং সমস্ত করণবর্গের সহিত মন যে অক্ষরে
প্রোত (সম্বদ্ধ) রহিয়াছে ; [হে শিষ্যগণ] কেবল সেই আত্মাকেই জানিবে,
অপর সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর ; ইনিই অমৃত বা মোক্ষলাভের সেতু
(প্রাপ্তির উপায়) ॥৩৭॥৫॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অক্ষরশ্চৈব হ্রলক্ষ্যত্বাৎ পুনঃ পুনর্কচনং গুলক্ষণার্থম্ । যস্মিন্‌ অক্ষরে পুরুষে
ভ্তোঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ ওতং সমর্পিতং মনশ্চ সহ প্রাণৈঃ করণৈঃ অন্তৈঃ সৰ্বৈঃ,
তমেব সর্বাশ্রয়ম্‌ একম্‌ অদ্বিতীয়ং জানথ জানীত হে শিষ্যাঃ । আত্মানং প্রত্যক্-
স্বরূপং বৃদ্ধাকং সর্বপ্রাণিনাক্ষ, জ্ঞাত্বা চাত্মা বাচঃ অপরবিভাক্রপা বিমুক্তথ বিমুক্তত
পরিত্যজত । তৎপ্রকাশঞ্চ সর্বং কৰ্ম্ম সসাধনম্ । বতঃ অমৃতন্ত এব সেতুঃ,
এতদাত্মজ্ঞানম্‌ অমৃতন্ত অমৃতত্বন্ত মোক্ষন্ত প্রাপ্তয়ে সেতুঃ, সংসারমহোদধেরূপ্তরণ-
হেতুত্বাৎ ; তথা চ ঐতাস্তরম্‌—“ভমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নাত্তঃ পহা
বিত্ততেহরনার” ইতি ॥ ৩৭॥৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অক্ষর দুজ্ঞেয়, এই কারণে অনায়াসে বুঝাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ সেই অক্ষরেরই নির্দেশ করিতেছেন—যে অক্ষর-পুরুষে দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ (আকাশ) আর মনঃ অপর সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ করণবর্গের সহিত ওত—সমর্পিত রহিয়াছে ; হে শিষ্যগণ, সকলের আশ্রয়স্বরূপ এক অদ্বিতীয় সেই আত্মাকে—তোমাদের ও সমস্ত প্রাণির প্রত্যক চৈতন্যকে (পরমাত্মাকে) জান, [এবং জানিয়া] অপর বিজ্ঞাসম্পর্কিত অপর বাক্য সমূহ পরিত্যাগ কর ; এবং সেই অপর বিজ্ঞা প্রকাশ্য সমস্ত কর্ম ও কর্ম-সাধন [পরিত্যাগ কর] ; যেহেতু ইনি অমৃতের সেতু, অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার কারণ ; এই হেতু সেই আত্মতত্ত্বই অমৃতত্বলাভের অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির সেতু স্বরূপ । অপর শ্রুতিও সেইরূপ বলিয়াছেন—‘তাহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে, যাইবার আর পথ নাই ॥’ ৩৭॥৫॥

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ

স এষোহন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ।

ওমিতেবং ধ্যায়থ আত্মানং

স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥৩৮॥৬॥

রথনাভৌ (রথশ্চ নাভিচক্রে) অরাঃ শলাকাঃ) ইব নাড্যঃ (দেহবর্ত্তিভ্যঃ নাড়িকাঃ) যত্র (যস্মিন্ হৃদয়ে) সংহতাঃ (সন্নিবিষ্টাঃ) । বহুধা (ক্রোধহর্ষাদিভিঃ) জায়মানঃ (প্রতীতঃ) স এষঃ (প্রকৃতঃ) আত্মা অন্তঃ (তস্ত হৃদয়স্ত মধ্যে) চরতে (চরতি) । [তং] আত্মানং ‘ওম্’ ইত্যেবং (ওঙ্কারালম্বনদ্বেন) ধ্যায়থ (চিন্তয়ত) ; [হে শিষ্যাঃ] ; বঃ (যুগ্মাকং) তমসঃ পরস্তাৎ (অবিজ্ঞান-কাররহিতায়) পারায় (সংসার-সাগরস্ত পরতীরায়, মোক্ষায় ইতি যাবৎ) স্বস্তি (বিদ্বাভাবঃ) [অন্ত ইতি শেষঃ] ॥

রথনাভিতে শলাকা-সমূহের ভায় দৈহিক নাড়ী-সমূহ বেধানে (হৃদয়ে) সংহত বা সন্নিবিষ্ট আছে ; শোকহর্ষাদি নানাবিধ ভাবে প্রকাশমান সেই এই

আত্মাও সেই হৃদয় মধ্যে সঞ্চরণ করেন ; [হে শিষ্যগণ, তোমরা] সেই আত্মাকে ‘ওম্’ ইত্যাকারে ধ্যান কর; অজ্ঞানের অতীত পরণারে গমনে তোমাদের কল্যাণ হউক,—বিল্ল নিবৃত্ত হউক ॥৩৮॥৬॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, অরা ইব, যথা রথনাভৌ সমপিতা অরাঃ, এবং সংহতাঃ সম্প্রবিষ্টা যত্র যস্মিন্ হৃদয়ে সৰ্গতো দেহব্যাপিত্রৌ নাডাঃ, তস্মিন্ হৃদয়ে বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিত্বতঃ স এষ প্রকৃত আত্মা অন্তঃ মধ্যে চরতে চরতি * বহুধা অনেকধা ক্রোধহর্ষাদি-প্রত্যয়ৈর্জায়মান ইব জায়মানঃ অন্তঃকরণোপাধাহুবিধায়িত্বাৎ; বদন্তি হি লৌকিকাঃ ‘হৃষ্টোজাতঃ, ক্রুদ্ধো জাতঃ’ ইতি। তন্মানানন্ ওমিতোবন্ ওঙ্কারালম্বনাঃ সন্তো যথোক্তকল্পনয়া ধ্যায়থ চিস্তয়ত। উক্তঞ্চ বক্তবাং শিষ্যোভ্য আচার্য্যেণ জ্ঞানতা। শিষ্যাশ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞা-বিবিদিষুত্বাৎ নিবৃত্তকৰ্ম্মাণো মোক্ষপথে প্রবৃত্তাঃ। তেষাং নির্বিঘ্নতয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিমাশাভ্যাংগাঃ—স্বস্তি নির্বিঘ্নমস্ত্ব বো যুস্মাকং পারায়ণ পরকৃণায়। পরস্তাৎ কস্মাৎ? অবিজ্ঞা-ভয়সঃ, অবিজ্ঞারহিতব্রহ্মান্বয়নকল্প-গমনায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, অর-সমূহ (শলাকাসমূহ) যেমন রথনাভিতে সংহতভাবে সম্যকরূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, তেমনি দেহব্যাপী নাড়ীসমূহ যে হৃদয়ে সম্যক প্রবিষ্ট থাকে ; বুদ্ধি বৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই এই প্রস্তাবিত আত্মা বহুধা অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ উপাধির অনুগত থাকায় অন্তঃকরণ-গত ক্রোধ হর্ষাদি প্রত্যয়যোগে যেন জায়মান বলিয়াই প্রতীত হইয়া সেই হৃদয় মধ্যে বিচরণ করে। এই জন্মই জনসাধারণ বলিয়া থাকে যে, [অমুক ব্যক্তি] হৃষ্ট হইয়াছে, ক্রুদ্ধ হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই আত্মাকে ‘ওম্’ ইত্যাকারে অর্থাৎ ওঙ্কারকে আত্মার আলম্বন করিয়া কথিত কল্পনানুসারে ধ্যান কর—চিন্তা কর। অভিজ্ঞ আচার্য্য কথিত বিষয়টি শিষ্যগণকে অবশ্য বলিবেন, শিষ্যগণও যখন ব্রহ্মবিজ্ঞা-জিজ্ঞাসু, তখন কৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াই মোক্ষ-মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আচার্য্য

* ‘ভূম্ শূণ্ মহানো বিজ্ঞানন্ ইত্যধিকঃ ক’চৎ দৃষ্টতে ।

তাহাদের নিবিবন্ধে ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভের জন্ম আশীৰ্বাদ করিতেছেন যে, তোমাদের পরপার গমনে স্বস্তি কল্যাণ অর্থাৎ বিয়ের অভাব হউক । কাহার পর ?—অবিজ্ঞা-অন্ধকারের । অভিপ্রায় এই যে, অবিজ্ঞা-বিরহিত ব্রহ্মাত্মস্বরূপ লাভের জন্ম [স্বস্তি হউক] ॥৩৮॥৬॥

যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিদ্ যশ্চৈষ মহিমা ভুবি ।

দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেয বোমন্মাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৩৯॥৭॥

যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিৎ, ভুবি (জগতি) যন্ত এষঃ (বুদ্ধিহঃ) মহিমা [অমু-ভূয়তে] । এষ আত্মা দিব্যে (প্রকাশময়ে) ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মণঃ অভিব্যক্তি-স্থানে) বোমনি (হৃদয়াকাশে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অভিব্যক্তঃ) ॥

যিনি সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্ববিৎ, এবং জগতে যাহার এই মহিমা (বিভূতি) [অমুভূত হইতেছে] । এই আত্মা দিবা ব্রহ্মপুর আকাশে (হৃদয়াকাশে) অবস্থিত আছেন ॥ ৩৯॥৭॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যোহসৌ তমসঃ পরন্তুং সংসারমহোদধিং তীৰ্ণা গন্তব্যঃ পরবিজ্ঞাবিষয়ঃ, স কস্মিন্ বর্ততে ? ইত্যাহ—যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিৎ ব্যাখ্যাতঃ তং পুনর্কিংশিনষ্টি—যশ্চৈষ প্রসিদ্ধো মহিমা বিভূতিঃ । কোহসৌ মহিমা ? যশ্চৈষ দ্যাৱাপৃথিব্যৌ শাসনে বিশ্বতে তিষ্ঠতঃ, স্বর্ঘ্যচন্দ্রমসৌ যন্ত শাসনে অলাতচক্রবদজস্যং ভ্রমতঃ ; যন্ত শাসনে সন্নিহিতঃ সাগরাশ্চ স্বগোচরঃ নাতিক্রামন্তি ; তথা স্বাবয়ং জলমঞ্চ যন্ত শাসনে নিয়তম্ ; তথা ঋতবঃ, অয়নে অক্লান্ত যন্ত শাসনং নাতিক্রামন্তি ; তথা কর্তারঃ কস্মাপি ফলঞ্চ যচ্ছাসনাং স্বং স্বং কালং নাতিবর্তন্তে, স এষ মহিমা, ভুবি লোকে বস্যা ; স এষ সৰ্বজ্ঞ এবমহিমা দেবঃ । দিব্যে দ্যোতনবতি সৰ্ববৌদ্ধপ্রত্যয়কৃতদ্যোতনে ব্রহ্মপুরে মনসি । ব্রহ্মণো হ্যত্র চৈতন্ত্বরূপেণ নিত্য্যভিব্যক্তত্বাৎ ; ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং, তস্মিন্ যদব্যাম, তস্মিন্ বোমনি আকাশে হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থে প্রতিষ্ঠিত ইবোপলভ্যতে । নহাকাশবৎ সৰ্বগতন্ত গতিরাগতিঃ প্রতিষ্ঠা বা অন্তথা সম্ভবতি ॥ ৩৯ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সংসার-সাগর পার হইয়া অজ্ঞানাতীত ও পরবিজ্ঞার বিষয়ীভূত যাহাকে পাইতে হইবে, তিনি কোথায় থাকেন ? এই আকাঙ্ক্ষায়

বলিতেছেন—যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, ইহার অর্থ পূর্বেই কথিত হইয়াছে । পুনশ্চ তাহাকে বিশেষিত করিতেছেন—যাহার এই প্রসিদ্ধ মহিমা—বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) ; এই মহিমা কি ?—এই দ্যুলোক ও পৃথিবী যাহার শাসনে বিধৃত হইয়া আছে, (স্থানচ্যুত হইতেছে না) ; যাহার শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র অলাতচক্রের (জলৎ কাষ্ঠখণ্ডের) ন্যায় অনবরত ভ্রমণ করিতেছেন ; যাহার শাসনে নদী ও সমুদ্র সমূহ স্বেচ্ছা স্থান অতিক্রম করিতেছে না ; এবং যাহার শাসনে স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ নিচয় নিয়মিত হইয়া আছে । সেইরূপ ঋতুসকল, অয়নদ্বয় (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) যাহার শাসন অতিক্রম করিতেছে না, সেই রূপ কর্তা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল যাহার শাসনে নিজনিজ কাল অতিক্রম করিতেছে না,—জগতে যাহার এইরূপ মহিমা, এবং বিধি মহিমায়িত সেই দেবতাই এই সর্বজ্ঞ দিব্য—প্রকাশসম্পন্ন অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত সর্ববিধ জ্ঞানাত্মক প্রকাশযুক্ত ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে), কেন না, ব্রহ্মই চৈতন্য স্বরূপে এখানে সর্বদা অতিব্যক্ত আছেন ; এই কারণে ব্রহ্মপুর অর্থ হৃৎপদ্ম, তন্মধ্যে যে আকাশ, হৃদয়-পুণ্ডরীকস্থ সেই আকাশে প্রতিষ্ঠিতের ন্যায় উপলব্ধির বিষয় হন । নচেৎ আকাশের ন্যায় সর্ববগত ব্রহ্মের অন্যপ্রকার গমন কিংবা আগমন সম্ভবপর হয় না ॥ ৩৯॥৭॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরেনতা

প্রতিষ্ঠিতোহস্মৈ হৃদয়ং সন্নিধায় ।

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা

আনন্দরূপম্মৃতং যদ্বিভাতি ॥৪০॥৮॥

কিঞ্চ, মনোময়ঃ ; (মনউপাধিকঃ) প্রাণ-শরীরেনতা (প্রাণং চ সূক্ষ্মং শরীরং চ সূক্ষ্মং শরীরং শরীরান্তরং নবতীত্যর্থঃ) । [সঃ পুরুষঃ] হৃদয়ং সন্নিধায় (হৃৎপদ্মে অবস্থায়) অস্মৈ (অস্মোপচিতো দেহে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিতঃ) [অতি] । ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) তদ্বিজ্ঞানেন (তদাত্মভাবাত্মভবেন) যৎ আনন্দরূপম্

(সৰ্বভূতঃসম্পর্করহিতম্) অমৃতং বিভাতি (প্রকাশতে), [তৎ] পরিপশ্রুস্তি (সম্যক্ অনুভবন্তীত্যর্থঃ) ॥

মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা, [সেই পুরুষ] হৃদয় অবলম্বন করিয়া অল্পপরিপুষ্ট দেহে অবস্থান করেন। বিবেকিগণ তাঁহার অনুভূতিবলে আনন্দ স্বরূপ যে অমৃত (ব্রহ্ম) প্রতিভাত হন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥ ৮ ॥

শাক্তব্রহ্মায়াম্ ।

স হ্যাত্মা তজ্জহো মনোবৃত্তিভিরেব বিভাবাত ইতি মনোময়ঃ, মন-উপাধিত্বাৎ প্রাণশরীরনেতা, প্রাণঞ্চ শরীরঞ্চ প্রাণশরীরং, তস্মাৎ নেতা । অস্মাৎ স্থলাৎ শরীরাৎ শরীরাস্তরং সূক্ষ্মং প্রতি প্রতিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ অগ্নে ভূজামান্ন-বিপরিণামে প্রতিদিনম্ উপচীয়মানে অপচীয়মানে চ পিণ্ডরূপেহ্নে হৃদয়ং বুদ্ধিং পুণ্ডরীকচ্ছিদ্রে সন্নিধায় সমবস্থাপ্য, হৃদয়াবস্থানমেব হ্যাত্মনঃস্থিতিঃ, ন হ্যাত্মনঃস্থিতিরগ্নে । তৎ আত্মতত্ত্বং বিজ্ঞানেন বিশিষ্টেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন জ্ঞানেন শম-দম-ধ্যান-সর্বভাগ্য-বৈরাগ্যোদ্ভূতেন পরিপশ্রুস্তি সর্বতঃ পূর্ণং পশ্রুস্তি উপলভ্যন্তে ধীরা বিবেকিনঃ । আনন্দরূপং সর্বানর্থদুঃখারাসপ্রহীণং সূক্ষ্মরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি বিশেষেণ স্বাত্মন্তেব ভাতি সর্বদা ॥ ৪০ ॥ ৮ ॥

ভাষায়ুবাদ ।

সেখানে অবস্থিত আত্মা কেবল মনোবৃত্তি সমূহ দ্বারাই অনুভব-গোচর হন, এই জন্ত মনোময় [পদবাচ্য] ; কারণ মন তাহার উপাধি, (সূতরাং উপলব্ধি স্থান), প্রাণ-শরীরনেতা, অর্থাৎ প্রাণ ও শরীর, এতদুভয়ের এই স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরাস্তরে লইয়া যাইবার কর্তা, হৃদয়কে অর্থাৎ বুদ্ধিকে পুণ্ডরীকরূপে সন্নিবেশিত করিয়া ; অগ্নে অর্থাৎ উপভুক্ত অগ্নির পরিণামাত্মক এবং প্রতিদিন বুদ্ধি হ্রাসভাগী এই দেহপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিত—অবস্থিত । আত্মার হৃদয়ে অবস্থানই যথার্থ স্থিতি, নচেৎ অগ্নি মধ্যে কখনই আত্মার স্থিতি হইতে পারে না । বিজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ-লব্ধ এবং শম, দম, ধ্যান, সর্বভাগ্য ও বৈরাগ্য সমুদ্ভূত বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা বিবেকিগণ সর্বতো-ভাবে সম্পূর্ণরূপে সেই আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া থাকেন, যে আনন্দরূপ

অর্থাৎ সর্বপ্রকার অনর্থ দুঃখ যন্ত্রণারহিত ও অমৃতস্বরূপ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ যাহা আত্মাতেই সর্বদা প্রতিভাত হইতেছে ॥৪০॥৮॥

ভিগ্নতে হৃদয়-গ্রন্থিচ্ছিন্ত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥৪১॥৯॥

তস্মিন্ (প্রস্তাবিতে) পরাবরে (কারণরূপেণ পরং শ্রেষ্ঠং, কার্য্যরূপেণ অবরং হীনং চ) । (যদ্বা, পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে নিকৃষ্টা যস্মাৎ, তৎ পরাবরং— সর্বোত্তমং, তস্মিন্) দৃষ্টে (সাক্ষাৎকৃতে সতি) অস্ত (সাক্ষাৎকর্তৃঃ) হৃদয়-গ্রন্থিঃ (হৃদয়গতা অবিব্যাহকারবাসনা) ভিগ্নতে (বিনশ্রুতি), সর্বসংশয়াঃ (সর্বৈঃ সংশয়াঃ আত্মা দেহাতিরিক্তঃ নবা, নিত্যোহনিত্যো বা ? ইত্যাদিরূপাঃ) ছিন্ত্তে (বিচ্ছেদ-মাপত্তস্তে নশ্ততীত্যর্থঃ) । কৰ্ম্মাণি চ (প্রারকৈতরাণি) ক্ষীয়ন্তে (দগ্ধবীজভাবে মাপত্তস্তে) ॥

সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর এই দৃষ্টার হৃদয়গ্রন্থি (অবিজ্ঞাদি সংস্কার) নষ্ট হইয়া যায়, সর্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রারক ভিন্ন কৰ্ম্মরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১ ॥ ৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

অস্ত পরমাত্মজ্ঞানস্ত ফলমিদমভিধীয়তে—হৃদয়গ্রন্থিঃ অবিজ্ঞা-বাসনাময়ঃ বুদ্ধ্যা-শ্রয়ঃ কামঃ, “কামা বেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ” ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ । হৃদয়াশ্রয়োহসৌ, নাত্মাশ্রয়ঃ ; ভিগ্নতে ভেদং বিনাশমুপযাতি । ছিন্ত্তে সর্বৈঃ জ্ঞেয়-বিবরাঃ সংশয়াঃ লৌকিকানাং আ-মরণাৎ গঙ্গাশ্রোতোবৎ প্রবৃত্তা বিচ্ছেদমায়ান্তি । অস্ত বিচ্ছিন্ন-সংশয়স্ত নিবৃত্তাবিশ্রুস্ত যানি বিজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানি জ্ঞানান্তরে চ অপ্রবৃত্ত-কলানি জ্ঞানোৎপত্তিসহভাবীনি চ ক্ষীয়ন্তে কৰ্ম্মাণি ; ন ত্বেতজ্জন্মারম্ভকাণি প্রবৃত্ত-কলম্বাৎ । তস্মিন্ সর্বজ্ঞেহসংসারিণি দৃষ্টে পরাবরে পুরুষ কারণাত্মনা, অবরক কার্য্যাত্মনা, তস্মিন্ পরাবরে সাক্ষাদহমস্মীতি দৃষ্টে সংসার-কারণোচ্ছেদানুষ্ঠ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই পরমাত্ম-জ্ঞানের এই ফল অভিহিত হইতেছে—হৃদয়গ্রন্থি

অৰ্থে—অবিদ্যা-বাসনা অর্থাৎ বুদ্ধিনিষ্ঠা কামনা ; কারণ, অন্তত্ব—‘ইহার হৃদয়ান্ত্রিত যে সমস্ত কামনা’ এই ঞ্চতিতে [‘কাম’কে বুদ্ধিনিষ্ঠ বলা আছে] । এই কামনা বুদ্ধিগত—আত্মগত নহে (১৫) [সেই হৃদয়-গ্রন্থি] ভেদপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হয় । অতদ্বজ্ঞ লোকদিগের হৃদয়ে যে, মৃত্যু পর্য্যন্ত গঙ্গাপ্রোতের ন্যায় অনবরত জেয়-বিষয়ে সংশয় হইয়া থাকে, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । এই অবিদ্যা ও সংশয়শূন্য ব্যক্তির জ্ঞানোদয়ের পূর্বে ও জন্মান্তরে সম্পাদিত—যে সমস্ত কর্ম্ম এখনও ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হয় নাই, এবং জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেও যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্ম এই বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক, সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, তাহারা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, [প্রারন্ধ-ফলক কর্ম্মের ভোগশেষ না হইলে ক্ষয় হয় না] । যাহা কারণরূপে পর শ্রেষ্ঠ, আর কার্য্যরূপে অবর—হীন, সেই সর্ব্বজ্ঞ অসংসারী, পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে—‘আমি তৎস্বরূপ’ ইত্যাকারে সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে, সংসারের কারণভূত অবিद्या বিনষ্ট হওয়ায় [সেই দ্রষ্টা] মুক্তি লাভ করে ॥ ১১৥১২ ॥

হিরণ্যে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।

তচ্ছূদ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাবিদো বিদ্বঃ ॥১২॥১০॥

[উক্ত মেবার্থং সংক্ষিপ্য বক্তৃমুপক্রমতে ‘হিরণ্যে’ ইত্যাদি মন্তব্যেণ] ।—হিরণ্যে (জ্যোতির্শ্বে) পরে (শ্রেষ্ঠে) কোশে (কোশবৎ অবস্থিতিস্থানে) বিরজং (বিরজঃ রজোমলরহিতং), নিষ্কলং (নিরংশং) ব্রহ্ম [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ] । তৎ (ব্রহ্ম) শুদ্রং (শুদ্ধং) ; তৎ জ্যোতিষাং (অগ্নাদীনামপি) জ্যোতিঃ (প্রকাশকঃ) ;

(১৫) তাৎপর্য্য—জ্ঞান ও বৈশেষিক প্রভৃতির মতে স্থঃ, স্থঃ ও কামনা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি আত্মনিষ্ঠ (মনের ধর্ম্ম নহে) ; তাহাদের মত প্রত্যাখ্যানের অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে, ‘কাম’ ধর্ম্মটি বুদ্ধিগত—আত্মগত নহে ।

আত্মবিদঃ (বিবেকিনঃ) যং (ব্রহ্ম) বিদুঃ (জানন্তি) [তদেব তৎস্ব ইতি ভাবঃ] ॥

রজোদোষরহিত ও কলা বা অংশ শূন্য ব্রহ্ম হিরণ্য (জ্যোতির্শর) পরম কোশে (স্থানে) [অবস্থিত আছেন]। তিনি শুদ্ধ ; তিনি জ্যোতিরও জ্যোতিঃ-স্বরূপ ; আত্মবিদগণ যাহাকে জানেন ॥ ৪২ ॥ ১০ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

উক্তশ্রুত্ব অর্থশ্চ সংক্ষেপাভিধায়িকা উত্তরে মন্বন্তরোহপি—হিরণ্যে জ্যোতি-শর্যে বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশে পরে কোশে কোশ ইব অসেঃ ; আত্মস্বরূপোপলকি-স্থানবাৎ, পরং সর্বাভ্যন্তরবাৎ, তস্মিন্ বিরজম্ অবিদ্যাভ্রশেষদোষ-রজোমলবর্জিতং, ব্রহ্ম সর্বমহত্বাৎ সর্বাভ্যত্যাগ, নিষ্কলং—নির্গতাঃ কলা যস্মাৎ তদ্বিকলং নিরবয়ব-মিত্যর্থঃ । যস্মাৎ বিরজং নিষ্কলঞ্চ, অতঃ তৎ শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষাৎ সর্বপ্রকাশ-অনাম্ অগ্নাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ অবভাসকম্ । অগ্নাদীনামপি জ্যোতিষ্টম্ অন্তর্গত-ব্রহ্মান্নৈতত্ত্ব জ্যোতির্নিমিত্তমিত্যর্থঃ । তচ্চি পরং জ্যোতিঃ যদন্তানবভাস্তম্ আত্ম-জ্যোতিঃ, তদ্বৎ আত্মবিদ আত্মানং শব্দাদিবিষয়বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণং যে বিবেকিনো বিদুঃ বিজানন্তি, তে আত্মবিদঃ তদ্বিদুঃ আত্মপ্রত্যয়ানুসারিণঃ । যস্মাৎ পরং জ্যোতিঃ, তস্মাৎ ত এব তদ্বিদুঃ, নেতরে বাহ্যার্থপ্রত্যয়ানুসারিণঃ ॥ ৪২ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পরবর্তী তিনটি মন্ত্রেও পূর্বোক্ত বিষয়ই সংক্ষেপে প্রকাশ করি-তেছে—হিরণ্য—জ্যোতির্শর অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশলক্ষণ শ্রেষ্ঠ কোশে, কোশ অর্থ কোশসদৃশ ; যেমন অসির (তরোয়ালের) কোশ ; কেননা, উহাই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিবার স্থান ; অতীত সর্বাপেক্ষা অভ্যন্তরস্থ বলিয়া ইহা ‘পর’ ; তাহার মধ্যে বিরজ—অবিদ্যাপ্রভৃতি রজোময় সমস্তদোষ-রহিত, সর্বাপেক্ষা মহত্বহেতু এবং সর্বাঙ্গকত্বহেতু ব্রহ্ম, নিষ্কল—যাহা হইতে সমস্ত কলা বা অংশ অপগত হইয়াছে, অর্থাৎ নিরবয়ব । যেহেতু বিরজ ও নিষ্কল, অতএব তিনি শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ ; স্বভাবতঃ সর্বপ্রকাশক অগ্নিপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থেরও তিনি জ্যোতিঃ, অর্থাৎ প্রকাশক । অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিপ্রভৃতির যে জ্যোতিঃ,

তাহারও কারণ সেই অন্তঃস্থিত ব্রহ্মচৈতন্য । আর সেই জ্যোতিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ, বাহ্য অগ্নের প্রকাশ হয় না । যে সকল বিবেকী পুরুষ শব্দাদি-বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই আত্মাকে জানেন, তাঁহারাই আত্মবিৎ, আত্ম-জ্ঞানানুবর্তী সেই আত্মবিদগণই তাঁহাকে জানেন । যেহেতু উহাই পর জ্যোতিঃ, অতএব তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন,—কিন্তু বাহ্যার্থ-বিষয়ক জ্ঞানানুবর্তীরা নহে ॥৪২॥১০॥

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং

তস্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥৪৩॥১১॥

তত্র (জ্যোতিষি) সূর্যঃ ন ভাতি (ন তৎ প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ), চন্দ্র-তারকং (চন্দ্রশ্চ তারকা চ) [ন ভাতি]; ইমাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) বিদ্যাতঃ ন ভাস্তি (প্রকাশয়ন্তি), অয়ং (প্রসিদ্ধঃ) অগ্নিঃ কুতঃ ? [তৎ প্রকাশয়েয়ঃ ইতি শেষঃ ।] । [কিং বহনা] ভাস্তং (স্বতঃপ্রকাশঃ) তৎ (পরমাত্মানং) এব অহু (অহুসৃত্য) সর্বং (সূর্যাদিকং জগৎ) ভাতি (প্রকাশতে); তস্ম (পরমাত্মনঃ) [এব] ভাসা (দীপ্ত্যা) ইদং সর্বং (জগৎ) বিভাতি (প্রকাশতে, ন স্বতঃ) ॥

সেই পরম জ্যোতিতে সূর্য্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র এবং তারকাগণও প্রকাশ পায় না, এই বিদ্যাসমূহ প্রকাশ পায় না, এই অগ্নির আর কথা কি ? [অধিক কি,] স্বপ্রকাশ তাঁহারই অহুগত হইয়া সকলে প্রকাশ পায়; তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে ॥৪৩॥১১॥

শাকরভাষ্যম্ ।

কথং তৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, ইতুচ্যতে—ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্বাভাসকোহপি সূর্য্যো ভাতি ; তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । স হি তস্মৈব ভাসা সর্বম্ অজ্ঞং অনাবজ্ঞাতং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ; ন তু তস্ম স্বতঃ প্রকাশনসামর্থ্যম্ । তথা ন চন্দ্রতারকং, ন ইমা বিদ্যাতো ভাস্তি, কুতোহয়মগ্নিঃ অস্পন্দোচরঃ । কিং বহনা; যদিদং জগদ্ভাতি, তৎ তমেব পরমেধরং স্বতো ভারূপত্বাং ভাস্তং

দীপ্যমানম্ অহুভাতি অহুদীপ্যতে । যথা জলমুখ্যুখাদি বা অগ্নিসংযোগাদগ্নিঃ দহন্তম্
অহু দহতি, ন স্বতঃ, তদবৎ তন্ত্ৰৈব ভাসা দীপ্ত্যা সৰ্ব্বমিদং সূর্যাদিমজ্জগৎ বিভাতি ।
যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ বিভাতি চ কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা ; অতন্তস্ত
ব্রহ্মণো ভাস্ত্রপত্নঃ স্বতোহবগম্যতে । ন হি স্বতো, বিद्यমানঃ ভাসনমন্তস্ত
কর্তুং শক্নোতি ; ঘটাদীনাম্ অগ্নাবভাসকত্বাদর্শনাৎ, ভাস্ত্রপাণাঞ্চ আদিত্যাদীনাং
তদর্শনাৎ ॥ ৪৩ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যাভ্যুবাদ ।

তিনি জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতে-
ছেন—সূর্য্য সর্ববস্তুর প্রকাশক হইয়াও স্বস্বরূপ সেই ব্রহ্মেতে প্রকাশ
পান না, অর্থাৎ সূর্য্য সেই ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারেন না ।
কারণ, সূর্য্য তাঁহার দীপ্তিতেই অপর অনাত্ম-বস্ত্তসমূহকে প্রকাশ করিয়া
থাকেন, কিন্তু তাঁহার নিজের স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশন শক্তি নাই । সেইরূপ
চন্দ্র তারাও [প্রকাশ পায়] না ; এই বিদ্যাৎসমূহ প্রকাশ পায় না ;
আমাদের প্রত্যক্ষীভূত অগ্নি আর কিরূপে [প্রকাশ পাইবে] ? অধিক
আর কি বলিব ; এই যে, জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, তাহা কেবল
স্বভাবতঃ প্রকাশরূপ বলিয়া অস্বয়ং প্রকাশমান সেই পরমেশ্বরের প্রভার
অনুগত হইয়াই দীপ্তি পাইতেছে । জল ও দগ্ধকাষ্ঠ যেরূপ দাহকারী
অগ্নির সংযোগে তদনুগতভাবেই দাহ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনা
হইতে নছে, তদ্রূপ । সেই যে, এই সূর্য্যাদিসংযুক্ত সমস্ত জগৎ,
ইহা একমাত্র তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান হইয়া থাকে । যেহেতু
সেই ব্রহ্মই সূর্য্যাদি জগৎ-পদার্থ গত বিবিধ দীপ্তি দ্বারা এইরূপে সামান্য
ও বিশেষাকারে প্রকাশ পান ; এই কারণে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ
প্রকাশরূপতা পরিজ্ঞাত হয় ; কেননা, বাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই,
সে কখনই অপরের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না । স্বতঃ প্রকাশ-
হীন ঘটাদির অগ্নাবভাসকতা দেখা যায় না, অথচ প্রকাশমান আদিত্যা-
দির অগ্নাবভাসকতা দেখা যায় ॥ ৪৩ ॥ ১১ ॥

ত্রৈকৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ভ্রক্ষ পশ্চাদ্ভ্রক্ষ দক্ষিণতশ্চেত্বরেণ ।

অধশ্চোৰ্দ্ধক্ষ প্রস্থতং ত্রৈকৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥৪৪॥১২॥

ইত্যথর্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ইদম্ (প্রাণুক্তলক্ষণম্) অমৃতং (নিত্যস্বরূপং) ব্রক্ষ এব পুরস্তাৎ (অগ্রে),
ব্রক্ষ পশ্চাৎ, [তথা] ব্রক্ষ দক্ষিণতঃ (দক্ষিণে ভাগে), উত্তরেণ [উত্তরস্মিন্
ভাগে] চ, অধঃ (অধস্তাৎ) উৰ্দ্ধঃ (উপরি ভাগে) চ প্রস্থতং (ব্যাপ্তং) [কিং
বহুনা,] ইদং বরিষ্ঠং (মহৎ) বিশ্বং (জগৎ) ব্রক্ষ এব, (ন ব্রক্ষাত্ৰং কিঞ্চিৎ
অস্তীত্যাশয়ঃ) ॥

অমৃতস্বরূপ এই ব্রক্ষই অগ্রে, ব্রক্ষই পশ্চাত্তাগে, ব্রক্ষ দক্ষিণে ও উত্তরে,
অধোভাগে এবং উৰ্দ্ধভাগে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন । অধিক কি, এই বিশাল বিশ্বও
ব্রক্ষস্বরূপই বটে ॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

যত্তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিব্রক্ষ, তদেব সত্যং, সৰ্বং তদ্বিকারং বাচারম্ভণং
বিকারো নামধেয়মাত্মম্ অনৃতম্ ইতরদিত্যেতমর্থং বিস্তরেণ হেতুতঃ প্রতিপাদিতং
নিগমস্থানীয়েন মন্ত্রেণ পুনরুপসংহরতি । ত্রৈকৈব উক্তলক্ষণম্ ইদং যৎ পুরস্তাৎ অগ্রে
হব্রক্ষোবাবিদ্যাদৃষ্টীনাং প্রত্যবভাসমানং, তথা পশ্চাদ্ভ্রক্ষ, তথা দক্ষিণতশ্চ, তথা
উত্তরেণ, তথৈব অধস্তাৎ উৰ্দ্ধক্ষ সৰ্বতোহত্ৰদিব কার্য্যাকারেণ প্রস্থতং প্রগতং
নামরূপবৎ অবভাসমানম্ । কিং বহুনা, ত্রৈকৈবেদং বিশ্বং সমস্তমিদং জগৎ বরিষ্ঠং
বরতমম্ । অব্রক্ষপ্রত্যয়ঃ সৰ্বোহবিদ্যামাত্রো রজ্জ্বামিব সৰ্পপ্রত্যয়ঃ । ত্রৈকৈবৈকং
পরমার্থসত্যমিতি বেদানুশাসনম্ ॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ

শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে

দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই যে জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রক্ষা, তিনিই সত্য ; তদ্বিকার
আর বাহ্য কিছু, তৎসমস্ত বিকারই বাক্যারক্ষ নাম মাত্র—মিথ্যাভূত ;

এই বিষয়টি কারণ প্রদর্শনপূর্বক বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখন নিগমন বা উপসংহারস্থানীয় এই মন্ত্রে পুনশ্চ তাহার উপসংহার করিতেছেন—এই যে সম্মুখে অত্রক্ষাদর্শিদিগের নিকট অত্রক্ষবৎ প্রতিভাসমান হইতেছে, ইহা পূর্বোক্তলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপই ; সেইরূপ পশ্চাদ্ভাগস্থিত পদার্থও ব্রহ্মস্বরূপ ; সেইরূপ দক্ষিণে, সেইরূপ উত্তরে, সেইরূপ অধঃ এবং উর্দ্ধভাগে ব্রহ্মই নাম রূপবিশিষ্টবৎ প্রতিভাসমান হইয়া জ্ঞাপদার্থাকারে প্রস্তুত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন । অধিক কি, এই মহত্তর সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই বটে ; রজ্জুতে বেরূপ অজ্ঞানাত্মক সর্প-প্রতীতি হইয়া থাকে, জাগতিক সর্ববিধ অত্রক্ষবুদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ । একমাত্র ব্রহ্মই সত্যপদার্থ ; ইহাই বেদের উপদেশ ॥ ৪৪॥১২ ॥

ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত । ১ ॥

তৃতীয়মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

পর্য বিদ্যোক্তা—যথা তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্ অধিগম্যতে ; যদধিগমে হৃদয়-
গ্রন্থাদি-সংসারকারণস্ত আত্যন্তিকো বিনাশঃ স্তাৎ । তদ্বিশ্লেশোপাশ্চ যোগো ধনুর্বা-
হ্যুপাদানকল্পনয়োঃ । অপোদানীং তৎসহকারীণি সত্যাদিসাধনানি বক্তব্যানীতি
তদর্থ উত্তরগ্রন্থারম্ভঃ । পাধাত্মেন তবনির্দ্বারগন্ধ প্রকারাধারেণ ক্রিয়তে ; অত্যন্ত
ছরবগাহ্যস্তাৎ কৃতমপি তত্র স্বত্রভূতো মন্তঃ পরমার্থ-বস্তবধারণার্থমুপগম্যতে —

যাহাকে জানিলে হৃদয়-গ্রন্থিপ্রভৃতি সংসার-কারণের আত্যন্তিক
বিধ্বংস হয়, সেই পুরুষসংজ্ঞক সত্যস্বরূপ অক্ষর যাহা দ্বারা জানা যায়,
সেই পরা বিদ্যা উল্ল হইয়াছে । আর সেই পুরুষ দর্শনের উপায়ভূত যে
যোগ, তাহাও ধনুঃপ্রভৃতি-কল্পনা দ্বারা কথিত হইয়াছে । ইতঃপর
সেই যোগের সহকারী সত্যাদি সাধন বলা আবশ্যক ; তদ্বদ্দেশেই
পরবর্তী গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে এবং প্রধানতঃ প্রকৃত তত্ত্বেরও নিরূপণ
করা হইতেছে ; কারণ, এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন,—সহজে বুদ্ধি-গম্য
হয় না ; এইজন্য পূর্বাধারিত পরমার্থ বস্তুর অবধারণার্থ সূত্র স্থানীয়
(সংক্ষিপ্তার্থ-প্রকাশক) মন্ত্রটির উল্লেখ করা হইতেছে—

দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে ।

তয়োরন্থঃ পিঙ্গলং স্বাদ্বত্যনশ্লম্নন্যোহভিচাকশীতি ॥৪৫॥১॥

সমুজা (সমুজৌ সর্কদা সমুজৌ), সখায়া (সখায়ৌ সমানস্বভাবৌ
তুল্যাভিব্যক্তিস্থানৌ ইতি ষাবৎ) দ্বা (দ্বৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ, পক্ষিসাধন্যাত্ম
পক্ষিণৌ জীবৈশ্বর্যৌ) সমানং (অবিশেষম্ একং) বৃক্ষং (বৃক্ষবৎ ক্ষয়শীলং শরীরং)
পরিষম্বজাতে (পরিষম্বজন্তৌ) । তয়োঃ (পক্ষিণোঃ মধ্যে) অন্থঃ (একঃ—

জীব:) স্বাহ্ (প্রিয়ং) পিপ্লগম্ (কৰ্ম্মফলম্) অতি (ভূক্তে), অতঃ (অপর:—
ঈশ্বর:) তু (পুনঃ) অনশ্নন্ (ফলম্ অভুজ্জান: সন্) অভিচাকশীতি (সাক্ষিক্রপেণ
জীবভোগং পশুতি) । [ঈশ্বরস্ত সাক্ষিতয়া পশুত্যেব কেবলং নান্নাতীতি ভাব:] ॥

সহবর্তী ও সমানবতাব দুইটি সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষি-সদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মা
একই বৃক্ষে সংস্কৃত রহিয়াছেন ; তদুভয়ের মধ্যে একটি (জীব) স্বাহ্ কৰ্ম্মফল
ভোগ করে, আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া দর্শন করেন
মাত্র ॥ ৪৫ ॥ ১ ॥

শাক্তরত্নাষম্ ।

হা হৌ, সুপর্ণা সুপর্ণো' শৌভনপতনৌ সুপর্ণো, পক্ষিসানাত্মাহা সুপর্ণো,
সযুজা সযুজৌ সর্হেব সর্কদা যুক্তৌ, সখায়া সখায়া সমানাত্মানৌ সমানাভি-
বাক্তিকারণৌ, এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানম্ অবিশেষম্ উপলব্ধাধিষ্ঠানতয়া, একং
বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ছদনশাখাত্মাং শরীরং বৃক্ষং পরিষম্বজা তে পরিষক্তবন্তৌ ;
সুপর্ণাবিব একং বৃক্ষং ফলোপভোগার্থম্ ।

অয়ং হি বৃক্ষ উক্সমলোহবাক্ষাখোহখথোহব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংস্কৃতঃ
সংপ্রাণিকৰ্ম্মফলাশ্রয়ঃ, তং পরিষক্তবন্তৌ সুপর্ণাবিব অব্যাকাম-কৰ্ম্মবাসনাশ্রয়-
লিঙ্গোপাধ্যাত্মবন্তৌ । তয়োঃ পরিষক্তয়োঃ অত্ৰ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধি-
বৃক্ষমাপ্তিতঃ পিপ্লগং কৰ্ম্মনিপ্লগং সুখ-দুঃখলক্ষণং ফলং স্বাহ্ অনেকবিচিত্র-
বেদনাস্বাদরূপং স্বাহ্ অতি ভক্ষয়তি উপভুক্তে অবিবেকতঃ । অনশ্নন্ অত্ৰ
ইতর ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সর্বোপাধিরীশ্বরো নান্নাতি । প্রেরয়িতা
হসাবুভয়োভোজ্যভোজ্যৈঃ নিত্যসাক্ষিত্বসত্ত্বাত্মাশ্রয়ঃ । স তু অনশ্নন্ অতঃ অতি-
চাকশীতি পশুত্যেব কেবলম্ । দর্শনমাত্রং হি তত্ত্ব প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ ॥ ৪৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হা অর্থ দুই, সুপর্ণা অর্থ নিয়মানিয়ামক ভাব-প্রাপ্তিরূপ উত্তম
পতনসম্পন্ন—সুপর্ণদ্বয়, অথবা পক্ষীর সাদৃশ্য থাকায় পক্ষী বলা
হইয়াছে ; [ইহার] সযুজা অর্থাৎ সর্বদা একসঙ্গে সম্মিলিত, এবং
সখা অর্থাৎ সমান নামধারী—উভয়েরই অভিব্যক্তির কারণ সমান ;
ইহার এবংভূত হইয়া, তুল্য অভিব্যক্তি-স্থান বলিয়া, সমান—অবি-
শেষিত অর্থাৎ এক, বৃক্ষের গায় বিনাশশীল, এই কারণে শরীরই

বৃক্ষপদবাচ্য ; দুইটি পক্ষী যেরূপ ফলোপভোগের জন্য একটি বৃক্ষে অধিষ্ঠান করে, তদ্রূপ সেই শরীর-বৃক্ষে আলিঙ্গন বা অধিষ্ঠান করে ।

ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই অশ্বথ বৃক্ষটির মূল উর্দ্ধদিকে, শাখাসমূহ অধো-দিকে, অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ মূলহইতে ইহার উৎপত্তি এবং সমস্ত প্রাণীর কর্মফল ইহাতে আশ্রিত । অবিজ্ঞা ও কামকর্ম-বাসনার আশ্রয়ীভূত এবং লিঙ্গশরীরোপাহিত জীবাত্মা ও ঈশ্বর পক্ষীর ন্যায় উক্ত বৃক্ষে পরিস্কৃত আছেন । তদুভয়ের মধ্যে ২.৩—একটি ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) লিঙ্গদেহরূপ উপাধিবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ—অনেকপ্রকার বৈচিত্র্যবিশিষ্ট অনুভবাত্মক স্বাচ্ছন্দ্য পিপ্সল অর্থাৎ কর্ম-সম্পাদিত সুখ-দুঃখাত্মক ফল অবিবেকবশে ভক্ষণ করে—উপভোগ করিয়া থাকে । অপর—অর্থাৎ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব-সম্পন্ন সর্বোপাধি (প্রকৃতির সত্ত্বাংশসংবলিত) সর্ববস্তুর ঈশ্বর ভোগ করেন না । কারণ, এই ঈশ্বর নিত্য সাক্ষিরূপে ভোগ্য ও ভোক্তা জীব, এতদুভয়ের প্রেরক । সেই অভোক্তা অণুটি (ঈশ্বরটি) [ভোগ করেন না,] কেবল দর্শন করেন মাত্র, রাজার ন্যায় কেবল দর্শন করাই তাঁহার প্রেরকত্ব [তত্ত্বম্ অপর কোনও কার্য্য করিতে হয় না ।]

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো

অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্টিং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-

মস্ত মহিমানম্বিতি বীতশোকঃ ॥৪৬॥২॥

পুরুষঃ (জীবঃ) সমানে (একান্ত্রিন্) বৃক্ষে (দেহে) নিমগ্নঃ (অধিষ্ঠাতা সন্) অনীশয়া (অনৈশ্বৰ্য্যেণ অবিজ্ঞয়া ঈশ্বরত্বতিরোধানেন) মুহমানঃ (অহমস্মি কৰ্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদিপ্রকারৈঃ অনর্থৈঃ মোহঃ প্রাপ্তঃ সন্) শোচতি (শোকং কৰোতি হঃখীয়তি ইত্যর্থঃ) । [সঃ] যদা ধ্যানমানঃ (ধ্যানপরায়ণঃ সন্) জুষ্টম্ (যোগিজন-সেবিতম্) অণুম্ (ক্ষেত্রজ্ঞাং বিগচ্ছগম্) ঈশম্ (ঈশ্বরম্), অস্ত (ঈশ্বরন্ত)

ইতি (ইৎং বিশ্বব্যাপিনং) মহিমানং (বিভূতিং) [চ] পশুতি (সাক্ষাৎ
করোতি), [তদা] বীতশোকঃ (সংসার-ক্লেশাৎ বিমুক্তঃ) [ভবতি] ।
অথবা, [তদা] বীতশোকঃ (সন্) অস্ত (পরমেশ্বরস্ত) মহিমানম্ ইতি (এতি—
প্রাপ্নোতি, তদ্রূপো ভবতীত্যশয়ঃ) ॥

জীব (জৈশ্বের সহিত) একই দেহ-বৃক্ষে অবস্থিত হইয়াও অনৈখর্য্য বশতঃ
মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করিয়া থাকে । সেই জীবই যখন ধ্যানপন্নায়ন হইয়া
যোগিজনসেবিত জীব-বিলক্ষণ জৈশ্বরকে দর্শন করে, এবং তাহার এই বিশ্বব্যাপী
মহিমাও উপলব্ধি করে, তখন সংসার-ক্লেশ হইতে বিনিমুক্ত হয় ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তত্বেবং সতি সমানে বৃক্ষে যথোক্তে শরীরে পুরুষো ভোক্তা জীবোহবিভা-
কামকৰ্ম্ম-ফলরাগাদি-গুরুভারাক্রান্তোহলাবুরিব সামুদ্রে জলে নিমগ্নঃ—নিশ্চয়েন
দেহাত্মতাবমাপন্নঃ, ‘অয়মেবাহম্, অমুষ্য পুত্রোহস্ত নপ্তা, কৃশঃ স্থূলো গুণবান্ নিগুণঃ
সুখী দুঃখী’ ইত্যেবং প্রত্যয়ঃ—নাস্তাত্মোহন্যাদিতি জায়তে ত্রিয়তে সংযজ্যতে
বিদ্যজ্যতে চ সম্বন্ধিবাক্তবৈঃ ; অতোহনীশয়া, ন কন্তুচিং সমর্থোহহং—পুত্রো মম
বিনষ্টঃ, মৃতা মে ভার্যা, কিং মে জীবিতেন, ইত্যেবং দীনভাবোহনীশা, তন্মা
শোচতি সন্তপ্যতে, মুহমানঃ অনৈকরনর্থপ্রকারৈঃ অবিবেকিতয়া অস্তশ্চিস্তামাপত্ত-
মানঃ । স এবং প্রেততির্গাঙমলুযাদিযোনিষাজবংজবীভাবমাপন্নঃ কদাচিৎকেন-
জনস্তু শুদ্ধধর্ম্মসঞ্চিতনিমিত্ততঃ কেনচিং পরমকারুণিকেন দর্শিতযোগমার্গঃ অহিংসা-
সত্য-ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বত্যাগ-শম-দমাদিসম্পন্নঃ সমাহিতাত্মা সন্ জুষ্টং সেবিতমনৈকৈ-
র্যোগমার্গৈঃ কশ্মিভিচ্চ যদা যস্মিন্ কালে পশুতি ধ্যায়মানঃ অস্তং বৃক্ষোপাধি-
লক্ষণাদিবিলক্ষণম্ জৈশ্বম্ অসংসারিণম্ অশনারা-পিপাসা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যাতীতম্
জৈশ্বং সর্ব্বস্ত জগতঃ অয়মহমস্মাত্মা, সর্ব্বস্ত সমঃ সর্ব্বভূতসো নেতরোহবিভাজনিতো-
পাধিপরিচ্ছিন্নো মায়াত্মা, ইতি মহিমানং বিভূতিং চ জগজ্জগতস্তেব মম পরমেশ্বরস্ত
ইতি যদৈবং দ্রষ্টা, তদা বীতশোকো ভবতি—সর্ব্বস্বাৎ শোকসাপন্নঃ বিপ্রমুচ্যতে,
কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্তপ্রকার বৃক্ষে অর্থাৎ দেহে অবিভা, কাম,
কৰ্ম্ম ও তৎফলস্বরূপ বিষয়ে অনুরাগাদিরূপ গুরুভারে আক্রান্ত পুরুষ—

জীব সমুদ্রজলে নিমগ্ন অলাবুর ন্যায় (লাউর ন্যায়) নিমগ্ন হইয়া নিঃশব্দ রূপে দেহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ‘এই দেহই আমি, আমি ইহার পুত্র, ইহার পৌত্র, কৃশ, স্থূল, গুণবান্, নিগুণ, স্থখী, দুঃখী, ইত্যাকার প্রতীতিসম্পন্ন এবং ‘এই দৃশ্যমান বিষয় হইতে আর অতিরিক্ত কিছু নাই, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জন্মে, মরে এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে । অতএব, অনীশা বশতঃ অর্থাৎ কোন বিষয়েই আমার শক্তি নাই,—‘আমার পুত্র নষ্ট হইয়াছে, ভাৰ্য্যা মারা গিয়াছে ; আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি ?’ এই প্রকার দীনভাবের নাম ‘অনীশা’ ; এই অনীশা বশতঃ মুহ্যমান হইয়া—অবিনৈক নিবন্ধন বহুবিধ অনর্থ রাশি দ্বারা হৃদয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া, শোক করিয়া থাকে, অর্থাৎ সন্তাপিত হইয়া থাকে । সেই পুরুষ এই প্রকারে প্রেত, তিৰ্য্যাক্ ও মনুষ্যাদি যোনিতে অবিরত হীনভাব প্রাপ্ত হইয়া, বহু জন্মে কখনও বিশুদ্ধ ধৰ্ম্ম সঞ্চয়ের ফলে কোনও পরম দয়ালু পুরুষ হইতে যোগপথের উপদেশ লাভ করিয়া এবং অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য (বীৰ্য্য ধারণ), সৰ্ব্ববিধ বিষয় পরিত্যাগ ও শম-দমাদি সাধন-সম্পন্ন (১৫) এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া ধ্যানবলে যখন অনেকানেক যোগী ও কৰ্ম্মিগণ-সেবিত, অন্ত—উক্ত ব্রহ্মোপাধি জীব হইতে বিভিন্নরূপ ঈশ্বরে—ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা মৃত্যুর অতীত অসংসারী ঈশ্বরকে ‘এই আমিই এই সমস্ত জগতের আত্মা, সকলের পক্ষে সমান, এবং সর্ববভূতে অবস্থিত, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন-কৃত উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মায়াত্মক নহে’ ; এইরূপে [দর্শন করে,] এবং ‘এই জগৎ এই পরমেশ্বরেরই মহিমা’ এইরূপে

(১৫) তাৎপর্য্য— শম-দমাদি পদে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি ও ব্রহ্মা, এই ছয়টি সাধন বৃত্তিতে হইবে। তন্মধ্যে শম—অন্তঃকরণ-সংযম। দম—বহিরিন্দ্রিয় সংযম। উপরতি—নিগূহিত ইন্দ্রিয়গণকে পুনরবার বিষয়ে ধাইতে না দেওয়া। তিতিক্ষা—স্বপ্ন দুঃখাদি সহিকৃতা। সমাধি—চৈতন্য একাগ্রতা। ব্রহ্মা—শান্ত ও আধ্যাত্মিক্যে দৃঢ় বিশ্বাস।

যখন [তাঁহার] মহিমা—ঐশ্বর্য্যও দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়, অর্থাৎ সমস্ত শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হয়—কল কথা সে কৃতকৃত্য হয় ॥৪৬॥২॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং

কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মধোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়

নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৪৭॥৩॥

[ক্রিক্], যদা পশ্যঃ (পশ্যতীতি পশ্যঃ দ্রষ্টা—বিদ্বান্) [সাধকঃ] রুদ্রবর্ণং (জ্যোতির্শ্রয়ং) কর্তারং (জগৎস্রষ্টারং) ব্রহ্মধোনিম্ (ব্রহ্মণঃ—হিরণ্যগর্ভস্ত অপি কারণম্) ঐশং (প্রভুং) পুরুষং (পরমেশ্বরং) পশ্যতে (পশ্যতি), তদা (তস্মিন্ কালে) । সঃ [বিদ্বান্ (জ্ঞানী সাধকঃ)] পুণ্য-পাপে বিধূয় (নিরাকৃত্য) নিরঞ্জনঃ (নির্লেপঃ সন্) পরমং (নিরতিশয়ং) সাম্যম্ (অভেদরূপম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) । [সাম্যস্ত পরমত্বং তৎস্বাক্রপামো, অথবা 'সাম্যম্' ইত্যেব ক্রয়াদিতি ভাবঃ] ॥

দ্রষ্টা সাধক যখন রুদ্রবর্ণভ কর্তা ও ব্রহ্ম-ধোনি (ব্রহ্মারও উৎপাদক) ঐশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্লেপ হইয়া [ব্রহ্মের সহিত] নিরতিশয় সাম্য (অভেদতাব) প্রাপ্ত হন ॥৪৭॥৩॥

শাক্তর-ভাষ্যম্।

অন্তোহপি ময় ইমমেবার্থমাহ সবিস্তরম্—যদা যস্মিন্ কালে পশ্যঃ পশ্যতীতি বিদ্বান্ সাধক ইত্যর্থঃ। পশ্যতে পশ্যতি পূর্ব্ববৎ, রুদ্রবর্ণং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবং, রুদ্রশ্বেব বা জ্যোতিরস্তাবিনাশি; কর্তারং সর্ব্বস্ত জগতঃ, ঐশং পুরুষং ব্রহ্ম-ধোনিং ব্রহ্ম চ তদ্ যোনিশ্চ অসৌ ব্রহ্মধোনিঃ, তং ব্রহ্মযে নিং, ব্রহ্মণা বা অপরস্ত যোনিং; স যদা চৈবং পশ্যতি, তদা স বিদ্বান্ পশ্যঃ পুণ্যপাপে বন্ধনভূতে কর্ম্মণী সমূলে বিধূয় নিরস্ত দণ্ডা নিরঞ্জনো নির্লেপো বিগতক্লেশঃ পরমং প্রকৃষ্টং নিরতি-শয়ং সাম্যং সমতামদ্বয়লক্ষণং; দ্বৈতবিষয়াপি সাম্যাত্ততঃ অবাক্যেব, অন্তোহদ্বয়-লক্ষণমেতৎ পরমং সাম্যমুপৈতি প্রতিপদ্যতে ॥৪৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপর মন্ত্রও উক্ত অর্থই প্রকাশ করিতেছে—যে সময় পশ্চাৎ অর্থাৎ দর্শনকারী বিদ্বান্ সাধক, রুদ্রবর্ণ—স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব, অথবা রুদ্রের (সুবর্ণের) স্তায় ইহার জ্যোতিও অবিনাশী, [অতএব রুদ্রবর্ণ], সমস্ত জগতের কর্তা ব্রহ্মাযোনি ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন ; [যিনি কারণভূত ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মাযোনি] ; অথবা অ-পর ব্রহ্মের যোনি (কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের কারণ) । সেই সাধক যখন এইরূপ দর্শন করেন, তখন সেই ঈশ্বরদর্শী বিদ্বান্ বন্ধনস্বরূপ পুণ্যপাপময় কৰ্ম্ম, সমূলে বিদূরিত করিয়া, অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া নিরঞ্জন—নির্লেপ অর্থাৎ ক্লেশবিরহিত হইয়া, পরম প্রকৃষ্ট অর্থাৎ যদপেক্ষা আর অধিক নাই, এমন অদ্বয়াত্মক,—সাধারণতঃ দ্বৈত বিষয়মাত্রই পরবর্ত্তী বা অপকৃষ্ট, অতএব, এই পরম সাম্য অদ্বয়াত্মক [বুঝিতে হইবে], সেই সাম্য প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

প্রাণো হ্যেষ যঃ সৰ্ব্ভূতৈর্বিভাতি

বিজ্ঞানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী ।

আত্ম-ক্রীড়া আত্ম-রতিঃ ক্রিয়াবান্

এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

যঃ (ঈশ্বরঃ) সৰ্ব্ভূতৈঃ (সৰ্ব্ভূতোপলক্ষিতঃ সৰ্ব্ভূতত্বঃ) বিভাতি ; এষঃ হি (নিশ্চয়ে) প্রাণঃ (প্রাণস্য প্রাণ ইত্যর্থঃ) । [এবংভূতং তং] বিদ্বান্ (জ্ঞানন্ পুরুষঃ) অতিবাদী (অন্তান্ সৰ্ব্বান্ অতীত্য বদতীতি অতিবাদী) ন ভবতে (ভবতি), [সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মৈকত্বদর্শিত্বাদিত্যে ভাবঃ] ॥ এষঃ (বিদ্বান্) আত্মক্রীড়াঃ (আত্মনি ক্রীড়া যন্ত, সঃ), আত্মরতিঃ (আত্মনি রতিঃ প্রীতিঃ যন্ত, সঃ), এষঃ ব্রহ্মবিদাং (বরিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ) [৫] ॥

যিনি সৰ্ব্ভূতত্ব, নিশ্চয় তিনিই প্রাণের প্রাণস্বরূপ । এবভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন ; সেই ঈশ্বরবিৎ পুরুষ অতিবাদী হন না । পরন্তু, তিনি আত্মাতেই

ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন; তিনিই জ্ঞানধ্যানাদি ক্রিয়াবান্ এবং ব্রহ্মবিদগ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ যোহয়ং প্রাণস্ত প্রাণঃ পর ঈশ্বরঃ, হি এষঃ প্রকৃতঃ সৰ্বভূতৈঃ ব্রহ্মাদি-
স্তমপৰ্য্যায়ৈঃ; ইথস্তূললক্ষণা তৃতীয়া । সৰ্বভূতন্তঃ সৰ্ব্বাত্মা সন্নিত্যর্থঃ । বিভাতি
বিবিধং দীপ্যতে । এবং সৰ্বভূতস্থং সঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন ‘অয়মহমস্মি’ ইতি
বিজ্ঞানন্ বিদ্বান্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেণ ন ভবতে ন ভবতীত্যেতৎ । কিম্? অতিবাদী
অতীত্য সৰ্বানন্তান্ বদিতুং শীলমশ্বেতি অতিবাদী । যন্তেবং সাক্ষাদাত্মানং প্রাণস্ত
প্রাণঃ বিদ্বান্,সঃ অতিবাদী ন ভবতীত্যর্থঃ । সৰ্ব্বঃ যদা আত্মৈব নাশ্রয়ন্তীতি দৃষ্টং, তদা
কিং হ্যসাবতীত্য বদেৎ । যন্ত ত্বপরমশ্রদ্ধৃষ্টমস্মি, স তদতীত্য বদতি; অয়স্ত বিদ্বান্
আত্মনোহতং ন পশ্যতি; নাশ্রয় শৃণোতি, নাশ্রয়ং বিজ্ঞানতি; অতো নাতীবদতি ।

কিঞ্চ আত্মক্রীড়াঃ আত্মশ্বেব ক্রীড়া ক্রীড়নং যন্ত নাশ্রয় পুত্রদারাদিষু, স
আত্মক্রীড়াঃ । তথা আত্মরতিঃ আত্মশ্বেব চ রতিঃ রমণং প্রীতির্গন্ত, স আত্মরতিঃ ।
ক্রীড়া বাহ্যসাধনসাপেক্ষা; রতিস্ত সাধননিরপেক্ষা বাহ্যবিষয়প্রীতিমাত্রমিতি
বিশেষঃ । তথা ক্রিয়াবান্ জ্ঞান-ধ্যান-বৈরাগ্যাদিক্রিয়া যন্ত, সোহয়ং ক্রিয়া-
বান্ । সমাসপাঠে আত্মরতির্যেব ক্রিয়া অন্ত বিদ্যত ইতি বহুব্রীহি-মতুবর্ধয়োরন্ত-
তরোহতিরিচ্যতে ।

কেচিস্তু অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্ম-ব্রহ্মবিদগ্গোঃ সমুচ্চয়ার্থমিচ্ছন্ত তচ্চ, ‘এষ ব্রহ্মবিদাং
বরিষ্ঠঃ; ইত্যনেন মুখ্যার্থবচনেন বিবক্ষ্যতে । ন হি বাহ্যক্রিয়াবান্ আত্মক্রীড়া
আত্মরতিশ্চ ভবিতুং শক্ভঃ । কশ্চিৎ কচিদাহক্রিয়াবিনিবৃত্তো হ্যাত্মক্রীড়া ভবতি,
বাহ্যক্রিয়াত্মক্রীড়য়োর্কিরোধাত্ । ন হি তমঃ-প্রকাশয়োৰ্যুগপদেকত্র স্থিতিঃ
সম্ভবতি । তস্মাদসংপ্রলপিতমেবৈতৎ ‘অনেন জ্ঞান-কৰ্ম্মসমুচ্চয়প্রতিপাদনম্’ ।
“অন্তা বাচো বিযুক্তং”, “সন্ন্যাসযোগাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিভাষ্য । তস্মাদয়মেবেহ
ক্রিয়াবান্ যো জ্ঞান-ধ্যানাদিক্রিয়াবান্ অসন্তিগ্নার্থমর্গাদঃ সন্ন্যাসী । য এবলক্ষণো
নাতিবাদী আত্মক্রীড়া আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ, স ব্রহ্মবিদাং সৰ্ব্বেষাং বরিষ্ঠঃ
প্রধানঃ ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, এই যে প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, প্রস্তাবিত এই পরমেশ্বরই

ব্রহ্মাদি ভূণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে উপলক্ষিত ; সর্বভূতস্থ—সর্বাত্ম-
স্বরূপ হইয়া বিবিধাকারে দীপ্তি পাইতেছেন । “সর্বভূতৈঃ” এই স্থলে
ইখংভূতে (উপলক্ষণ-বিশেষণে) তৃতীয়া হইয়াছে । [যে লোক]
এইরূপে সর্বভূতস্থ ঈশ্বরকে ‘আমি এতৎস্বরূপ’ এই প্রকারে সাক্ষাৎ
আত্মস্বরূপে জানেন, কেবল তদ্বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানসম্পন্নও হয়,
সে কখনই হয় না;—কি ? অতিবাদী (হয় না) । অপর সকলকে
অতিক্রম করিয়া কথা বলা যাহার স্বভাব, সে লোক অতিবাদী ; কিন্তু
যে লোক প্রাণের প্রাণস্বরূপ এই আত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানে, সে
লোক অতিবাদী হইতে পারে না । সমস্তই আত্মস্বরূপ, তদতিরিক্ত
কিছুই নাই ; ইহা যিনি পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি কাহাকে অতিক্রম
করিয়া বলিবেন ? পরন্তু, অপর বস্তু যাহার দৃষ্টিগোচর হয়, সেই লোকই
সেই বস্তুনিচয় অতিক্রম করিয়া বলিয়া থাকে । কিন্তু, এই বিদ্বান্
পুরুষ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করে না, আর কিছুই শ্রবণ
করে না এবং আর কিছুই জানে না ; অতএব অতিবাদীও হয় না ।

অপিচ, তিনি আত্মক্ৰীড়া—আত্মাতে ঘাঁহার ক্ৰীড়া—পুঞ্জ-দ্বারাদি
অপর বস্তুতে নহে, তিনি আত্মক্ৰীড়া ; সেইরূপ আত্মরতি—
আত্মাতেই ঘাঁহার রতি অর্থাৎ রমণ—প্রীতি, তিনি আত্মরতি । ক্ৰীড়া
হয় বাহিরের বস্তু দ্বারা ; রতিতে কিন্তু কোনই বাহ্য-সাধনের অপেক্ষা
থাকে না, উহা কেবল বাহ্য বিষয়ে প্রীতিমাত্র, (ক্ৰীড়া ও রতির মধ্যে)
এইমাত্র বিশেষ । সেইরূপ তিনি ক্রিয়াবান্, ঘাঁহার জ্ঞান, ধ্যান ও
বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া বিद्यমান আছে, তিনি ক্রিয়াবান্ । সমাসযুক্ত পাঠে
অর্থাৎ ‘আত্মরতি-ক্রিয়াবান্’ এইরূপ সমাসযুক্ত একপদ-ঘটিত পাঠ
থাকিলে [অর্থ এইরূপ যে,] ঘাঁহার একমাত্র আত্মরতি স্বরূপ ক্রিয়া
বিद्यমান আছে ; অতএব এ পক্ষে বহুব্রীহি ও মতুপ্ প্রত্যয়,
এই দুইটির মধ্যে একটির অর্থ অধিক হইয়া পড়ে । (১৬)

(১৬) তৎপদ্য—বহুব্রীহি সমাসে যে অর্থ বুঝায়, মতুপ্ প্রত্যয়েও সেই অর্থই বুঝায় ; এই

কেহ কেহ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও ব্রহ্মবিদ্যার সমুচ্চয় বা সহামুষ্ঠান জ্ঞাপনার্থ “আত্মরতি-ক্রিয়াবান্” এইরূপ পাঠ স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে বরিষ্ঠ, এই মুখ্যার্থপর বাক্যের সহিত তাহাদের মতটি বিরুদ্ধ হয়; কেননা, যে লোক বাহ্য-সাধনসাধা ক্রিয়াবান্, সে লোক কখনই আত্মক্ৰীড় বা আত্মরতি হইতে সমর্থ হয় না। বাহ্য-ক্রিয়া ও আত্ম-ক্ৰীড়ায় পরস্পর বিরোধ থাকায় যে লোক বাহ্যক্রিয়া হইতে বিশেষভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে; সেইরূপ কোন কোন লোকই আত্মক্ৰীড় হইয়া থাকে। কেন না, অন্ধকার ও আলোকের একত্র অবস্থিতি কখনই সম্ভবপর হয় না। অতএব, ‘ইহা দ্বারা জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় প্রতিপাদিত হইল,’ এইরূপ কথা অসঙ্গত প্রলাপোক্তিমাত্র। ‘অপর সমস্ত কথা পরিত্যাগ কর,’ ‘সংশ্য়াস-যোগ হইতে’ ইত্যাদি শ্রুতিও ইহার অপর হেতু। প্রসিদ্ধ নিয়ম-লঙ্ঘনকারী না হইয়া যে সন্ন্যাসী জ্ঞান-ধ্যানাদি ক্রিয়ামুষ্ঠান করেন, জগতে তিনিই প্রকৃত ক্রিয়াবান্। যিনি উক্তপ্রকার অনতিবাদী, আত্মক্ৰীড়, আত্মরতি, ক্রিয়াবান্ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই সমস্ত ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে বরিষ্ঠ—প্রধান ॥৪৮॥৪॥

সত্যেন লভ্যন্তপসা হোষ আত্মা

সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্গম্যো হি শুভ্রো

যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥৪৯॥৫॥

[তত্ত্বজ্ঞানসহকারিণী সাধনাগ্ৰাহ]—সত্যেনতি। এষ: (প্রকৃত:) হি জ্যোতি-
র্গম্য: (হিরণ্যম্:) শুভ্র: (শুভ্র:) আত্মা হি (নিশ্চয়ে) অন্তঃশরীরে (শরীরমধ্যে—
হৃদয়-পুণ্ডরীকে) নিত্যং (সর্বদা) সত্যেন (অনুত-ভ্যাগেন) তপসা (মনস:
ইন্দ্রিয়াণাং চ একাগ্রতয়া) ব্রহ্মচর্যেণ (বৈরাগ্যধারণেন) সম্যক্ জ্ঞানেন (আত্ম-তত্ত্ব-

কায়ণেই বহুব্রীহি ইত্যাদি হ'লে আর মতুণ, প্রত্যয় (বৎ ও মৎ) করা চলে না। এখানে
‘আত্মরতি-ক্রিয়াবান্’ এইরূপ এক পদ করিলে বহুব্রীহি ও মতুণ, প্রত্যয় দুইই করিতে হয়;
হতয়াঃ একটির অর্থ অতিরিক্ত হইয়া পড়ে।

দর্শনেন) [চ] লভ্যঃ (প্রাপ্তব্যঃ), [ন অন্তর্থা ।] যঃ (আত্মানং) ক্লীণদোষাঃ
(বিধৃতরাগাদিচিত্তমলাঃ) যতনঃ (সংযমিনঃ সংজ্ঞাসিনঃ) পশুস্তি (উপলভ্যন্তে) ॥

এখন তত্ত্বজ্ঞানের সহকারী সাধন সমূহ কথিত হইতেছে—এই শুদ্ধ জ্যোতি-
র্শ্ময় আত্মাকে শরীরমধ্যেই হৃদয়-পুণ্ডরীকে সর্বদা সত্য, তপস্তা (মন প্রভৃতির
একাগ্রতা), যথার্থ আত্মদর্শন ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লাভ করিতে হয় ; ক্লীণদোষ
(নির্মলহৃদয়) যতিগণ যাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৫ : ॥ ৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

অধুনা সত্যাদৌনি ভিক্ষাঃ সম্যগ্জ্ঞানসহকারীণ সাধনানি বিধীয়ন্তে
নিবৃত্তিপ্রধানানি—সত্যেন অন্তত্যাগেন যথাবদন্যাগেন লভ্যঃ প্রাপ্ত যঃ ষে
তপসা হি ইন্দ্রিয়মন একাগ্রতয়া । ‘মনসশ্চেন্দ্রিয়াগাঞ্চ হৈঃ কাণ্ডাং পরমং তপঃ’ ইতি
স্মরণাৎ । তন্নি অনুকূলমাত্মদর্শনাভিমুখীভাবাৎ পরমং সাধনং তপঃ, নেতর-
চ্চাত্তায়গাদি । এষ আত্মা লভ্য ইত্যাহুয়ঙ্গঃ সর্বত্র । সম্যগ্জ্ঞানেন যথাভূতাত্ম-
দর্শনেন, ব্রহ্মচর্য্যেণ মৈথুনা সমাচারেণ নিত্যং সর্বদা ; নিত্যং সত্যেন, নিত্যং
তপসা, নিত্যং সম্যগ্জ্ঞানেনেতি সর্বত্র নিত্যশব্দোহস্তদীপিকাভ্যায়েনাহুয়ঙ্গব্যঃ ।
বক্ষ্যতি চ “ন যেষু জিহ্মম্নতং ন মায়া চ” ইতি । কাসাবাত্মা, য এতৈঃ সাধনৈ-
র্লভ্যঃ ? ইতি উচ্যতে অন্তঃশরীরে অন্তর্শ্মধ্যে শরীরশ পুণ্ডরীকাকাশে
জ্যোতির্শ্মদো হি রুক্ষবর্ণঃ শুভ্রঃ শুদ্ধঃ, যমাত্মানং পশুস্তি উপলভ্যন্তে যতন-
শীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ ক্লীণদোষাঃ ক্লীণকোষাদিচিত্তমলাঃ, স আত্মা নিত্যং সত্যাদি-
সাধনৈঃ সন্ন্যাসিভির্লভ্যত ইত্যর্থঃ । ন কাদাচিত্১৫ঃ সত্যাদিভির্লভ্যতে,
সত্যাদিসাধনস্তুত্বার্থোহয়মর্থবাদঃ ॥ ৪৯ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন ভিক্ষুর (সন্ন্যাসীর) তত্ত্বজ্ঞান-সহকারী নিবৃত্তিপ্রধান সত্যাদি
সাধন-সমূহ বিহিত হইতেছে—সত্য দ্বারা—অন্ত ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ
মিথ্যাকথন পরিত্যাগ দ্বারা [আত্মাকে] লাভ করিতে হয়—পাইতে
হয় । অপিচ, ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতারূপ তপস্তা দ্বারা ; কারণ,
স্মৃতিতে আছে—‘মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের যে, একাগ্রতা, তাহাই
পরম তপস্তা ।’ অনুকূলভাবে আত্মদর্শনে আভিমুখ্য সম্পাদন

করে বলিয়া উহাই উৎকৃষ্ট সাধনরূপ তপস্তা; কিন্তু, তন্মিন্ন চান্দ্রায়ণাদি [এখানে তপস্তা] নহে। ‘এই আত্মাকে লাভ করিতে হইবে,’ সর্বত্রই এই কথার সম্বন্ধ আছে। সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা—যথাযথরূপে আত্মদর্শন দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অর্থাৎ মৈথুন-পরিভ্যাগ দ্বারা, নিত্য-অর্থ—সর্বদা; নিত্য সত্য দ্বারা, নিত্য তপস্যা দ্বারা, নিত্য সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা; এইরূপে মধ্যবর্তী দীপের স্থায় একই ‘নিত্য’ শব্দের সর্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে। পরেও বলিবেন যে, ‘যে সকল ব্যক্তিতে কোটিল্য, অসত্য ব্যবহার নাই এবং মায়া (ছল) নাই’ ইতি। যাহাকে এই সাধনসমূহ দ্বারা লাভ করিতে হইবে, সেই আত্মা কোথায় আছেন? এতদূতরে বলিতেছেন—অন্তঃশরীরে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে হৃৎ-পদ্মাকাশে; জ্যোতিশ্ময়—সুবর্ণবর্ণ ও শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ (নির্দোষ) ; ক্ষীণদোষ অর্থাৎ যাহাদের চিন্তাগত ক্রোধাদি মল-দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই সকল যতি অর্থাৎ যত্নপরায়ণ সন্ন্যাসি-গণ যে আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন; সেই আত্মাকে সন্ন্যাসিগণ সর্বকালীন সত্যাদি সাধনের দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু সাময়িক সত্যাদি সাধন সমূহ দ্বারা লাভ করেন না। উক্ত সত্যাদি সাধনের প্রশংসার্থ এই ‘অর্থবাদ’ উক্ত হইল (১৭) ॥৫০॥৫॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং

সত্যেন পস্থা বিততো দেবযানঃ ।

যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা

যত্র তৎ সত্যশ্চ পরমং নিধানম্ ॥৫০॥৬॥

সত্যম্ (অনৃতভ্যাগঃ, অর্থাৎ সত্যবাদী) এব (নিশ্চয়ে) জয়তে (জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে), নানৃতং (অসত্যং, অর্থাৎ অনৃতবাদী) ন জয়তি, অর্থাৎ

(১৭) ভাঃপর্ধ্য—কোন বিবিধাকার প্রশংসাপর কিংবা কোন নিষেধ বাক্যই নিষেধের নিষাধ্যঞ্জক বাক্যকে ‘অর্থবাদ’ বাকা বলে। অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থে কোন ভাঃপর্ধ্য নাই, বিধি ও নিষেধের শক্তি বর্ধনই উহার উদ্দেশ্য ॥

পরাজয়তে] । [যতঃ] বিততঃ (বিস্তীর্ণঃ) দেবযানাপ্যাঃ (দেবযানসংজ্ঞক উদ্ভ-
 রায়ণঃ) পস্থাঃ সত্যেন [লভ্য ইতি শেষঃ] ; হি (নিশ্চয়ে) আপ্তকামাঃ (বীত-
 স্পৃহাঃ) ঋষয়ঃ যেন (দেবযানাত্মেন পথ্য) যত্ন (যশ্চিন্ স্থানে) সত্যস্য (সাধন-
 ভূতস্ত) পরমং (প্রকৃষ্টং) নিধানং (পুরুষার্থলক্ষণ-ফলং) [অস্তি], তত্র
 আক্রমন্তি (আক্রমন্তে, গচ্ছন্তি) ; [স সত্যেন বিততঃ পস্থা ইতি সন্ধকঃ] ॥

সত্যোরই জয়, অসত্যোর নহে, কারণ, দেবযান নামক বিস্তীর্ণ পথ এই সত্য
 দ্বারাই লাভ করা যায়, আপ্তকাম (বাসনাবিহীন) ঋষিগণ যে পথ দ্বারা সত্যের
 পরম উৎকৃষ্ট নিধান বা ফল যেখানে আছে, সেখানে গমন করেন ॥ ৫০ ॥ ৬ ॥

শাক্তরভ্যাম্ ।

সত্যমেব সত্যবানেব জয়তে জয়তি, নানৃতং নানৃতবাদীত্বার্থঃ । ন হি
 সত্যানৃতয়োঃ কেবলয়োঃ পুরুষানাপ্তিতয়োঃ জয়ঃ পরাজয়ো বা সম্ভবতি । প্রসিদ্ধং
 লোকে সত্যবাদিনা অনৃতবাগ্ভিতীয়তে, 'ন বিপর্যয়ঃ' ; অহঃসিদ্ধঃ সত্যস্ত বলবৎ-
 সাধনত্বম্ । কিঞ্চ, শাস্ত্রতোহপি অবগম্যতে সত্যস্ত সাধনাত্তিষ্যত্বম্ । কথম্ ?
 সত্যেন যথাভূতবাদব্যবস্থয়া পস্থা দেবযানাত্মো বিততো বিস্তীর্ণঃ সাতত্যেন
 প্রবৃত্তঃ, যেন পথ্য হি অক্রমন্তি অক্রমন্তে ঋষয়ো দর্শনবস্তঃ কুহকমায়াশাঠ্যাহকার-
 দস্তানৃতবজ্জিতা হাপ্তকামা বিগতভৃগাঃ সর্কতো যত্র যশ্চিন্, তৎ পরমার্থতত্ত্বং
 সত্যস্ত উত্তমসাধনস্ত সম্বন্ধি সাধ্যং পরমং প্রকৃষ্টং নিধানং—পুরুষার্থরূপেণ
 নিধীয়তে ইতি নিধানং বর্ততে । তত্র চ যেন পথ্য আক্রমন্তি, স সত্যেন বিতত
 ইতি পূর্বেণ সন্ধকঃ ॥ ৫১ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যাভুবাদ ।

সত্যই অর্থাৎ সত্যবানই জয় লাভ করে, অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাবলম্বী
 নহে । কেন না, পুরুষে অনাপ্তিত কেবলই সত্য ও মিথ্যার জয়
 কিংবা পরাজয় কখনই সম্ভব হয় না ; লোক ব্যবহারেও প্রসিদ্ধ আছে
 যে, সত্যবাদিকর্তৃক মিথ্যাবাদী পরাজিত হয়, ইহার বৈপরীত্য হয় না ;
 অতএব, সত্যের প্রবল সাধনত্ব প্রমাণিত হয় । বিশেষতঃ, সাধনমধ্যে
 সত্যের যে, সর্বোৎকৃষ্টতা, তাহা শাস্ত্র ইহিতেও জানা যায় । কি

প্রকারে ?—সত্য অর্থাৎ যথার্থ-কথনে নির্ভা দ্বারা দেবদান-নামক পথটি বিতত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে । আশুতাম অর্থাৎ সর্বতোভাবে ভোগ-ভুষ্কারহিত ঋষিগণ অর্থাৎ কুহক, মায়ী, শঠতা, অহঙ্কার, দম্ভ ও (১৮) অসত্য-বর্জিত দ্রষ্টৃগণ, যেখানে উৎকৃষ্ট সাধন সত্যের সাধ্য বা ফলস্বরূপ, সেই পরমার্থ সত্য সর্বোৎকৃষ্ট—যাহা পুরুষার্থ রূপে (পুরুষের-প্রার্থনীয় ফল-স্বরূপে) নিহিত (রক্ষিত) হয়, তাহার নাম নিধান ; সেই নিধান বর্তমান আছে ; তাহাতে যে পথ দ্বারা আক্রমণ করেন ; তাহাই সেই সত্য-লভ্য বিস্তীর্ণ পথ ॥৫১॥৬॥

বৃহচ্চ তদ্ব্যমচিস্ত্যরূপং

সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি ।

দূরাৎ সূদূরে তদ্বিস্তীর্ণকৈ চ

পশ্চৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৫৩॥৭॥

[ইদানীং তস্ত ধর্ম্যং স্বরূপঞ্চ বক্তৃমুপক্রমতে] ‘বৃহৎ’ ইত্যাদিনা ।—তৎ (ব্রহ্ম) বৃহৎ (মহৎ) দিব্যম্ (অলৌকিকম্, ইন্দ্রিয়ান্তগোচরম্) অচিস্ত্যরূপং (চিস্ত-স্বিতুমশক্যং) চ, [কিঞ্চ] তৎ (ব্রহ্ম) সূক্ষ্মাৎ চ (অপি) সূক্ষ্মতরং (অতিশয়-সূক্ষ্মং) বিভাতি (প্রকাশতে) । [তথা অজ্ঞানাং পক্ষে] তৎ (ব্রহ্ম) দূরাৎ সূদূরে (অতিশয়বিপ্রকৃষ্টদেশে,) [বর্ততে] ; [জ্ঞানিনাং পুনঃ] ইহ (দেহে) অস্তিকে চ (সমীপে চ) [বর্ততে] । পশ্চৎস্ব (তদংশিন্ চৈতন্যে ব্জনেব) ইহ (দেহে) এব গুহায়াম্ (হৃৎপদ্যে) নিহিতং (নিশ্চয়েন স্থিতমস্তি ইত্যর্থঃ) ॥

সেই ব্রহ্ম মহৎ, অলৌকিক ও অচিস্ত্য-স্বরূপ ; তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং তিনি দূর হইতেও দূরবর্তী, অথচ সমীপেও প্রকাশ পান । বিশেষতঃ

(১৮) তাৎপর্য—কুহকং—পরবন্ধনম্ । অন্তরন্ত ১গৃহীতা বহিরন্তথাপ্রকাশনং—মায়ী । শাঠ্যং—বিত্তবানুসায়েণ অপ্রদানম্ । অহঙ্কারঃ—মিথ্যাভিমানঃ । দম্ভঃ—ধর্ম্মধ্বজিহ্বম্ । অনুতম্—অযথাদৃষ্টভাষণম্ । [আনন্দমিহিঃ] ।

কুহক অর্থ—পরকে বন্ধনা করা । মায়ী অর্থ—মনে একরকম ভাষ রাখিয়া বাহিরে ভাষার অন্তরকম প্রকাশ করা । শাঠ্য—সম্পদের অনুন্নয়ন দান না করা । অহঙ্কার—মিথ্যা অভিমান । দম্ভ—ধর্ম্মের চিহ্ন ধারণমাত্রে ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া । অনুতম—অনুভবের বিপরীত—মিথ্যা কথা বলা ।

দর্শনক্ষম চেতন পদার্থে তিনি এই শরীরেই—গুহাতে—হৃৎপদ্মে নিহিত
আছেন ॥ ৫৩ ॥ ৭ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিং তৎ কিংধর্মকং তৎ ? ইত্যাচ্যতে—বৃহচ্চ তন্মহচ্চ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্মসত্যাদি-
সাধনে সর্বতো ব্যাপ্তত্বাৎ । দিব্যং স্বয়ম্ভ্রভমনিদ্রিয়গোচরম্, অতএব ন চিস্তয়িতুং
শক্যতেহন্ত রূপমিত্যাচিস্ত্যরূপম্ । সূক্ষ্মাদাকাশাদেব তৎ সূক্ষ্মতরং, নিরতিশয়ং
হি সৌক্ষ্মমন্ত সর্বকারণত্বাৎ, বিভাতি বিবিধমাদিত্য-চন্দ্রাচ্চাকারেণ ভাতি দীপ্যতে ।
কিঞ্চ, দূরাং বিপ্রকৃষ্টদেশাৎ সূদূরে বিপ্রকৃষ্টতরে দেশে বর্ততে অবিদ্যমানত্বা-
গম্যত্বাৎ তদ্বক্ষ্যে । ইহ দেহেহন্তিকে সমীপে চ, বিদ্যমানত্বাৎ । সর্বান্তরত্বাচ্চাকাশ-
ত্বাপ্যন্তরত্বতঃ । ইহ পশ্চৎ হু চেতনাবৎস্থিত্যতৎ, নিহিতং স্থিতং দর্শনাদিক্রিয়া-
বশেন যোগিভির্লক্ষ্যমাণম্ । ক ? গুহায়াং বুদ্ধিলক্ষণায়াম্ । তত্র হি নিগূঢ়ং লক্ষ্যতে
বিদ্বদ্ভিঃ, তথাপ্যবিদ্বদা সংবৃতং সৎ ন লক্ষ্যতে তত্রহ্মেবাবিদ্বদ্ভিঃ ॥ ৫৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তিনি কে এবং তাঁহার ধর্ম কি ? তাহা এখন কথিত হইতেছে—
প্রস্তাবিত ব্রহ্ম বস্তুটি সত্য প্রভৃতি ধর্মের পরিব্যাপ্ত ; এই কারণে তিনি
বৃহৎ—মহৎ, দিব্য—স্বপ্রকাশ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এই জগত্ই তাঁহার
রূপ চিন্তা করিতে পারা যায় না ; তজ্জগৎ তিনি অচিস্ত্যরূপ, সূক্ষ্ম
আকাশাদি অপেক্ষাও তিনি সূক্ষ্মতর, অর্থাৎ সূক্ষ্মসূক্ষ্ম সর্ববস্তুরই কারণ;
এই নিমিত্ত তাঁহার সূক্ষ্মতা সর্বাপেক্ষা অধিক । এইরূপে তিনি
প্রকাশ পাইতেছেন—আদিত্য-চন্দ্রাদির আকারে নানাভাবে দীপ্তি
পাইতেছেন । আরও, সেই ব্রহ্ম বিদ্যাহীনদিগের পক্ষে সর্ববতোভাবে
অগম্য ; এই জগৎ দূর হইতেও অর্থাৎ ব্যবহৃত দেশ হইতেও দূরে ব্যব-
হৃত দেশে বর্তমান । অথচ সমীপে—এই দেহেও বর্তমান ; কেন না,
তিনি জ্ঞানিগণের আত্মস্বরূপ ; [আত্মা অপেক্ষা নিকটে আর কেহ
নাই] এবং সর্ববস্তুর অন্তরস্থ কারণ ; শ্রুতিতে তাঁহাকে আকাশের ও
অন্তরস্থ বলা আছে । ইহ লোকে পশ্চৎ অর্থাৎ চৈতন্যসম্পন্ন বস্তুতে
নিহিত—স্থিত ; অর্থাৎ যোগিজন কর্তৃক দর্শনাদি ক্রিয়া-বিশিষ্টরূপে

লক্ষিত হন ; কোথায় ? না--গুহায়—বুদ্ধিতে । কারণ, জ্ঞানিগণ সেখানেই নিগূঢ় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন ; কিন্তু, তথাপি অবিচ্ছায় আবৃত থাকায়, তিনি সেখানে থাকিলেও অজ্ঞ লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না ॥৫৩॥৭॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা

নাঐন্দৈবৈস্তপসা কৰ্ম্মণা বা ।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসদৃ-

স্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৫৪॥৮॥

[তং আত্মতত্ত্বং] [রূপাদ্যভাবাং] চক্ষুষা ন গৃহ্যতে ; [অনির্বাচ্যত্বাৎ] বাচা বচনেন ন (গৃহ্যতে) ; অনৈঃ দৈবৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) ন [গৃহ্যতে], ; তপসা (তপশ্চরণেন) কৰ্ম্মণা (অগ্নিহোত্রাদিনা) বা (অপি) [ন গৃহ্যতে] ; [তর্হি কেন গৃহ্যতে ? ইত্যাহ]—[আদৌ] জ্ঞান-প্রসাদেন (রাগাদি-মলাপনয়নাং জ্ঞানস্ত বুদ্ধিবৃত্তে: যঃ প্রসাদঃ নৈর্মলাৎ, তেন) বিশুদ্ধসদৃ: (নির্মলাস্তঃকরণঃ) [ভবতি] ; ততঃ (তস্মাৎ অনন্তরং) ধ্যায়মানঃ(চিস্তয়ন্ সন) তং (প্রকৃতং) নিষ্কলং (নিরবয়বম্ আত্মানং) পশ্যতে (পশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি ইত্যর্থঃ) ।

রূপ না থাকায় সেই আত্মাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, অনির্কচনীয় বলিয়া বাক্য দ্বারা গ্রহণ করা যায় না ; অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না ; এবং তপস্যা কিংবা অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারা যায় না । পরন্তু জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৫৪॥৮॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি অসাধারণেহপি অসাধারণং তত্ত্বলক্ষিসাধনমুচ্যতে যস্মাৎ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে কেনচিদপি অরূপত্বাৎ নাপি গৃহ্যতে বাচা অনভিধেয়ত্বাৎ, ন চাঐন্দৈবৈ: ইতরৈ: ইন্দ্রিয়ৈ: । তপস: সৰ্ব্বপ্রাপ্তিসাধনত্বেহপি ন তপসা গৃহ্যতে । তথা বৈদিকেন অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মণা প্রসিদ্ধমহত্বেনাপি ন গৃহ্যতে । কিং পুনস্তস্ত গ্রহণসাধন-মিত্যাহ :- জ্ঞান প্রসাদেন আত্মাববোধনসমর্থমপি স্বভাবেন সৰ্ব্বপ্রাণিনাং জ্ঞানং

বাহ্যবিষয়রাগাদিদোষ-কলুষিতম্ অপ্রসন্নম্ অশুদ্ধং সংনাববোধয়তি নিত্যসন্নিহিত-
মপি আত্মতত্ত্বং, মলাবনদ্ধমিবাদর্শং, বিলুলিতমিবা সলিলম্ । তদ্যদা ইন্দ্রিয়বিষয়-
সংসর্গজনিতরাগাদিমলকালুষ্যাপনয়নাং আদর্শসলিলাদিবং প্রসাদিতং স্বচ্ছং শাস্ত্রম্
অবতিষ্ঠতে, তদা জ্ঞানস্ত প্রসাদঃ স্তাৎ । তেন জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ
বিশুদ্ধান্তঃকরণো যোগ্যো ব্রহ্ম দ্রষ্টং ধ্যানং, ততঃ তস্মাত্তু তমাত্মানং পশুতে
পশুতি উপলভতে নিষ্কলং সৰ্বাবয়বভেদবজ্জিতং ধ্যায়মানঃ সত্যাদিসাধনবান্
উপসংহৃতকরণ একাগ্রেণ মনসা ধ্যায়মানঃ চিস্তয়ন্ । ৫৮৮

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনর্ব্বার তাঁহার উপলব্ধির অসাধারণ সাধনের মধ্যেও আবার
অসাধারণ (বিশেষ) সাধন বলিতেছেন । যে হেতু রূপ নাথাকায়
কেহই তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না ; অনির্ব্বচনীয়তা
হেতু বাক্য দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারে না ; অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও
নহে । তপস্তা সর্ব্ব-প্রাপ্তির সাধন হইলেও সেই তপস্তা দ্বারা গ্রহণ
করা যায় না । সেইরূপ প্রসিদ্ধ মহিমাযুক্ত বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি
কৰ্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না । ভাল, তাহাকে গ্রহণ করার উপায়
কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—জ্ঞানপ্রসাদ দ্বারা, অভিপ্রায়
এই যে, সমস্ত প্রাণীর জ্ঞানই স্বভাবতঃ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে
সমর্থ ; কিন্তু, তাহা হইলেও জাগতিক বিষয়ে আসক্তি-প্রভৃতি দোষ
বশতঃ মলিন দর্পণের ন্যায় এবং কলুষিত জলের ন্যায় অপ্রসন্ন
হইয়া পড়ে ; তাহার ফলে নিত্যসন্নিহিত আত্মাকেও উপলব্ধি করিতে
সমর্থ হয় না । আদর্শ ও সলিলের ন্যায় সেই জ্ঞান আবার যখন
বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ-জনিত রাগাদি মলোৎপন্ন কলুষতা শূন্য হইয়া প্রসন্ন,
নির্ণাল ও শাস্ত্র ভাবে অবস্থান করে, তখনই জ্ঞানের প্রসন্নতা হয় ।
যেহেতু সেই জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষই ব্রহ্ম দর্শন করিতে
উপযুক্ত, সেই হেতু ধ্যায়মান হইয়া অর্থাৎ [পূর্ব্বোক্ত] সত্যাদি
সাধন-সম্পন্ন, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্র মনে ধ্যান—চিন্তা করতঃ

নিষ্কাম অর্থাৎ সর্বপ্রকার অবয়ব-ভেদ-রহিত সেই আত্মাকে দর্শন করে, অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে ॥৫৪॥৮॥

এষোহুঁরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো

যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চা সংবিবেশ ।

প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং

যস্মিন্ বিবুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥৫৫॥৯॥

প্রাণঃ (বায়ুঃ) যস্মিন্ (শরীরে) পঞ্চা (প্রাণাপানাদিরূপেণ) সংবিবেশ (সম্যক্ প্রবিষ্টঃ) [অস্তি] [তস্মিন্ শরীরে] এষঃ অণুঃ (হৃদয়ঃ) আত্মা চেতসা (বিবুদ্ধেন জ্ঞানেন) বেদিতব্যঃ (জ্ঞাতব্যঃ) । প্রজানাং (জনানাং) সর্বং চিত্তং (অন্তঃকরণং) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ) [তেন চেতসা] ততং (ব্যাপ্তং) [অস্তি] । যস্মিন্ চ (চিত্তে) বিবুদ্ধে (নির্মলে সতি) এষঃ (প্রকৃতঃ আত্মা) বিভবতি (আত্মানং প্রকাশয়তি) ॥

প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়া যে শরীরে সম্যকরূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই উক্ত হৃদয় আত্মাকে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে । প্রাণিগণের সমস্ত অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সেই চেতনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ; সেই অন্তঃকরণ বিবুদ্ধ হইলেই উক্ত আত্মা আপনায় স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥৫৫॥৯॥

শাক্বর-ভাবাম্ ।

যমাত্মানম্ এবং পশুতি এষোহুঁঃ হৃদয়ঃ আত্মা চেতসা বিবুদ্ধজ্ঞানেন কেবলেন বেদিতব্যঃ । কাসৌ ? যস্মিন্ শরীরে প্রাণো বায়ুঃ পঞ্চা প্রাণাপানাদিভেদেন সংবিবেশ সম্যক্ প্রবিষ্টঃ, তস্মিন্ শরীরে হৃদয়ে চেতসা জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ । কীদৃশেন চেতসা বেদিতব্যঃ ? ইত্যাহ—প্রাণৈঃ সহৈন্দ্রিয়ৈঃ চিত্তং সর্বমন্তঃকরণং প্রজানাং ওতং ব্যাপ্তং যেন ক্ষীরমিব স্বেহেন, কাঠমিব চাঁয়িনা । সর্বং হি প্রজানামন্তঃকরণং চেতনাৎ প্রসিদ্ধং লোকে । যস্মিন্ চ চিত্তে ক্লেশাদিয়লবিবুদ্ধে শুদ্ধে বিভবতি এষ উক্ত আত্মা বিশেষণ স্বেনাত্মনা বিভবতি আত্মানং প্রকাশয়-তীত্যর্থঃ ॥৫৫॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ববক্তিত প্রণালীতে যিনি আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি অণু—সূক্ষ্ম ; চেতস্ অর্থাৎ কেবলই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে হয় । প্রাণবায়ু পঞ্চধা অর্থাৎ প্রাণ অপানাদি বিভিন্নাকারে যে শরীরে সম্যক্রূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই, হৃদয়মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে । কিরূপ জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—স্নেহ—নবনীত দ্বারা ক্ষীর ঘেরূপ, এবং অগ্নি দ্বারা কাষ্ঠ ঘেরূপ, সেইরূপ প্রজাগণের সমস্ত চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সহিত যাহা দ্বারা ওত (ব্যাপ্ত) রহিয়াছে; কারণ, সংসারে প্রাণি-গণের সমস্ত অন্তঃকরণই সচেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ । যে চিত্ত শুদ্ধ হইলে—ক্লেশাদি দোষ রহিত হইলে পর এই পূর্ববক্তিত আত্মা বিশেষ-রূপে স্বস্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন ॥৫৫॥২॥

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি

বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্ ।

তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-

স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হর্ষয়েদ্ভূতিকামঃ ॥৫৬॥১০॥

ইত্যথর্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়-মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

[ইদানীং বিভাষ্যলমাহ]—যংযমিত্যাদিনা । বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (শুদ্ধান্তঃকরণঃ আত্মজ্ঞঃ) মনসা যং যং লোকং (স্বর্গাদিকং) সংবিভাতি (সংকল্পয়তি, স্বপ্নে পরম্পর বা চিন্তয়তি), যান্ কামান্ (ভোগান্) চ (অপি) কাময়তে (প্রার্থয়তে) ; [সং] তং তং (স্বসংকল্পিতং) লোকং, তান্ (প্রার্থিতান্) কামান্ (ভোগান্) চ জয়তে (লভতে) । তস্মাৎ [হেতোঃ] ভূতিকামঃ (আত্মনঃ কল্যাণম্ ইচ্ছুঃ জনঃ) আত্মজ্ঞঃ (পুরুষঃ) অর্চয়েৎ হি (পূজয়েৎ এব) ॥

বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ যে যে লোক (স্বর্গাদি স্থান) মনে মনে কামনা করেন,

এবং যে সমস্ত কাম্যবিষয় প্রার্থনা করেন ; তিনি সেই সমস্ত লোক ও সেই সমস্ত কাম্য বিষয় জয় করেন অর্থাৎ লাভ করেন ; অতএব, নিজের কল্যাণেচ্ছ ব্যক্তি আত্মজ পুরুষকে অর্চনা করিবেন ॥ ৫৬৥১০॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

য এবমুক্তলক্ষণং সর্বাত্মানমাত্মনেন প্রতিপন্নস্তস্মৈ সর্বাত্মত্বাদেব সর্বা বাপ্তি-
লক্ষণং ফলমাহ—যং যং লোকং পিতৃাদিলক্ষণং মনসা সংবিভাতি সঙ্কল্পয়তি
মহমত্ৰস্তৈ বা ভবেৎ ইতি, বিশুদ্ধসদ্ব্যং ক্ষীণক্লেশ আত্মবিং নিশ্চলান্তঃকরণঃ,
কামন্যতে যাংচ্চ কামান্ প্রার্থয়তে ভোগান্, তং তং লোকং জয়তে প্রাপ্নোতি
তাংচ্চ কামান্ সঙ্কল্পিতান্ ভোগান্ । তস্মাৎ বিদ্বঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ আত্মজম্
আত্মজ্ঞানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণং হর্ষয়েৎ পূজয়েৎ পাদপ্রক্ষালন-শুশ্রূষা-নমস্কারাদিভিঃ
ভূত্বিকামো বিভূতিমিচ্ছুঃ । ততঃ পূজাই এবাসৌ ॥ ৫৬ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যিনি পূর্বোক্ত প্রকারে উক্তলক্ষণ সর্বাত্মাকে আত্মস্বরূপে
জানেন ; তাঁহার সর্বাত্মকতা-নিবন্ধনই সর্বফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা
বলিতেছেন—বিশুদ্ধসদ্ব্যং ক্ষীণক্লেশ—নিশ্চলান্তঃকরণ আত্মজ
ব্যক্তি মনে মনে পিতৃলোক প্রভৃতি যে যে লোক সংকল্প করেন—
'আমার (নিজের) কিংবা অপরের হউক,' এইরূপ কামনা করেন
এবং যে সমস্ত কাম—ভোগ্য বিষয় কামনা করেন—প্রার্থনা করেন ;
[তিনি] সেই সেই লোক জয় করেন—প্রাপ্ত হন এবং সেই
সমস্ত সংকল্পিত ভোগও [প্রাপ্ত হন] । সেই হেতু—বিদ্বানের সত্য-
সংকল্পত্ব হেতুই ভূতিকাম অর্থাৎ ঐশ্বর্য লাভেচ্ছ ব্যক্তি আত্মজকে—
আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষকে—অর্চনা করিবেন অর্থাৎ
পাদপ্রক্ষালন, শুশ্রূষা ও নমস্কারাদি দ্বারা পূজা করিবেন ॥৫৬॥১০॥

ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয় মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

স বেদৈতৎপরমং ব্রহ্ম ধাম

যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্ ।

উপাসতে পুরুষং যে হকামা-

স্তে শুক্রমেতদতিবৰ্জন্তি ধীরাঃ ॥৫৭॥১॥

সঃ (আত্মজ্ঞঃ পুরুষঃ)।এতৎ (প্রসিদ্ধং) পরমং (সর্বোৎকৃষ্টং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপং) ধাম (সর্বজগদাশ্রয়ং). বেদ (জানাতি), যত্র (যস্মিন্ ব্রহ্মধামি) বিশ্বং (জগৎ) নিহিতম্ (স্থাপিতম্) [অন্তি] [যচ্চ] শুভ্রং (শুক্লং) ভাতি (স্বয়জ্যোতিষা প্রকাশতে) অথবা, বিশ্বং যত্র নিহিতং [সৎ] ভাতি (সজ্জপেণ) প্রকাশতে [শুভ্রম্ ইতি পদং পুরুষমিত্যশ্চ বিশেষণং] যে (জনাঃ) হকামাঃ (ভোগতৃষ্ণারহিতাঃ সন্তঃ) [তং] পুরুষম্ (আত্মজ্ঞম্) উপাসতে (সেবন্তে) তে ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) এতৎ (প্রসিদ্ধং) শুক্রং (শুক্ল-পরিণাম-ভূতং শরীরম্) অতিবৰ্জন্তি (অতীত্য গচ্ছন্তি) [ন স ভূয়োহপি জায়তে ইত্যাশয়ঃ] ॥

সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ এই সর্বোৎকৃষ্ট জগদাশ্রয়ীভূত ব্রহ্মকে জানেন. যে ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, যাহারা নিষ্কাম হইয়া এই আত্মজ্ঞ পুরুষের উপাসনা করেন; নিশ্চয়, তাঁহারা এই শুক্রসম্ভূত শরীর অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥ ১ ॥

শাকর ভাষ্যম্ ।

যস্মাৎ স বেদ জানাতি এতৎ যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম পরমং প্রকৃষ্টং ধাম সর্ব-
কামানাম্ আশ্রয়মাম্পদং, যত্র যস্মিন ব্রহ্মণি ধামি বিশ্বং সমস্তং জগৎ নিহিতমপি তং;
যচ্চ যেন জ্যোতিষা ভাতি শুভ্রং শুক্লম্ । তমপি এবংবিধমাত্মজ্ঞং পুরুষং যে
হি হকামা বিতৃষ্ণিতৃষ্ণাবজ্জিতা মুমুক্শবঃ সন্ত উপাসতে পরমিব দেবং, তে

শুক্ৰং নৃবীজং যদেতৎ প্রসিদ্ধং শরীরোপাদানকারণম্ অতিবৰ্ত্তন্তি অতিগচ্ছন্তি
ধীরা বুদ্ধিমন্তঃ, ন পুনৰ্যোনিং প্রসপ্তন্তি । “ন পুনঃ ক রতিং করোতি” ইতি
শ্রুতে: । অতস্তং পূজয়েদিত্যভিপ্রায়: ॥ ৫৭॥১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু তিনি (আত্মজ্ঞ) পরম—উৎকৃষ্ট ধাম—সমস্ত কামনার
আশ্রয় বা আশ্রয়-স্বরূপ পূর্বোক্ত ব্রহ্মকে জানেন, যে ব্রহ্মরূপ-
আশ্রয়ে বিশ্ব অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ নিহিত অর্থাৎ অর্পিত [আছে],
এবং শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ যিনি স্বীয় জ্যোতিতে প্রকাশ পান ।
যাঁহারা অকাম অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাস্পৃহাবর্জিত—মুমুক্শু হইয়া এবংবিধ
আত্মজ্ঞ পুরুষকেও পরম দেবতারই হ্রায় উপাসনা করেন, সেই ধীর
বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই যে, শুক্ৰ অর্থাৎ মনুষ্যহলাভের বীজভূত এই যে
প্রসিদ্ধ শরীরোপাদান [শুক্ৰ, তাহা] অতিক্রম করিয়া যান ; অর্থাৎ পুন-
র্ববার আর যোনি প্রাপ্ত হন না ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন সে আর
কোথাও পুনর্ববার রতি করে না ; অতএব, সেই আত্মজ্ঞকে পূজা
করিবে ৫৭॥১॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ

স কামভিজায়তে তত্র তত্র ।

পর্যাপ্তকামস্ত কৃতান্ননস্ত

ইহৈব সর্বের প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥৫৮॥২॥

যঃ (জনঃ) মন্যমানঃ (বিষয়গুণান্ চিস্তয়ন্ সন্) কামান্ (দৃষ্টাদৃষ্টভোগ্যবিষয়ান্)
কাময়তে (প্রার্থয়তে) ; সঃ (জনঃ) [তৈঃ] কামভিঃ (কামৈঃ) তত্র তত্র (যত্র
যত্র কামনা ভবতি) জায়তে (উৎপত্তিতে) । পর্যাপ্তকামস্ত (পূর্ণকামস্ত)
কৃতান্ননঃ (অবিষ্টাদোষাপনয়নং প্রাপ্তান্নাখার্থ্যাস্ত) তুঁ (পুনঃ) সর্বের কামাঃ
(প্রবৃত্তিহেতবঃ ভোগচ্ছাঃ) ইহ (অগ্নিন্ জঘ্নিন) এব (নিশ্চয়ে) প্রবিলীয়ন্তি
(প্রবিলীয়ন্তে, নশ্তস্তীত্যর্থঃ) ।

যে ব্যক্তি বিষয়ের গুণাবলী চিন্তা করতঃ কাম্য বিষয়সমূহ প্রার্থনা করে ;

সে কামনা দ্বারা [আকৃষ্ট হইয়াই যেন] সেই সকল প্রার্থিত স্থানে জন্ম লাভ করিয়া থাকে । পক্ষান্তরে, বাহার কামনারাশি পূর্ণ হইয়াছে, এবং আত্মায় বখার্ব রূপ প্রকটীকৃত হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত কামনা এখানেই বিলীন হইয়া যায় ॥৫৮॥২॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

মুমুক্শোঃ কামত্যাগ এব প্রধানং সাধননিত্যোত্তমদর্শয়তি ।—কামান্ যো দৃষ্টাদৃষ্টেইবিষয়ান্ কাময়তে মত্তমানঃ তদ্গুণাংশ্চিস্তয়ানঃ প্রার্থয়তে । স তৈঃ কামভিঃ কামৈঃ ধর্মাদর্শপ্রবৃত্তিহেতুভিঃ বিষয়েচ্ছাক্রুপৈঃ সহ জায়তে তত্র তত্র ; যত্র যত্র বিষয়প্রাপ্তিনিমিত্তং কামাঃ কশ্মন্ পুরুষং নিয়োজয়ন্তি, তত্র তত্র তেষু তেষু বিষয়েষু তৈরেব কামৈরুৎপত্তিতো জায়তে । যন্ত পরমার্থতত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পর্যাপ্তকাম আত্মকামত্বেন পরি সমন্ততঃ আপ্তাঃ কামা যন্ত, তন্ত পর্যাপ্তকামন্ত কৃতাত্মনঃ অবিশ্রান্তকৃপাৎ অপররূপাৎ অপনীয় শ্বেন পরেণ রূপেণ কৃত আত্মা বিজ্ঞা যন্ত তন্ত কৃতাত্মনস্ত ইহৈব তিষ্ঠত্যেব শরীরে সর্বৈ ধর্মাদর্শপ্রবৃত্তিহেতবঃ প্রবিলীয়ন্তি প্রবিলীয়ন্তে বিলয়মুপযাস্তি নশ্তস্তীত্যর্থঃ । কামাঃ তজ্জন্ম-হেতুবিনাশাৎ ন জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৮॥২

ভাষ্যানুবাদ ।

মুমুক্শু পক্ষে কামনা ত্যাগই যে প্রধান সাধন, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—যে ব্যক্তি কামসমূহ—ঐহিক ও পারত্রিক অভীষ্ট বিষয় সমূহ মনে করিয়া অর্থাৎ সেই সকল বিষয়ের গুণ স্মরণ করিয়া কামনা করে—পাইতে প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তি, সেই সকল কামনার সহিত ধর্ম ও অধর্ম প্রবৃত্তির হেতুভূত বিষয়-বাসনার সহিত সেই সেই স্থানে জন্মলাভ করে ; বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্তভূত কামনাসমূহ পুরুষকে যে সকল কশ্মে নিয়োজিত করে, সেই সকল কামনায় পরিবেষ্টিত হইয়াই যেন সেই সমস্ত বিষয়ে জন্ম লাভ করিয়া থাকে । কিন্তু, যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়ায় পর্যাপ্তকাম, অর্থাৎ একমাত্র আত্মবিষয়েই কামনা থাকায় বাহার সর্বদিকে (সর্ববিষয়ক) কামনাসমূহের প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই পর্যাপ্তকাম

সেই পর্যাণ্তকাম কৃতাত্মার অর্থাৎ অবিজ্ঞাবশে আত্মা যেন অল্প রকমই হইয়া গিয়াছে যে, এখন বিজ্ঞা দ্বারা সেই রূপান্তরীভাব হইতে অপসারিত করিয়া, আত্মাকে যিনি স্বরূপাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, তিনিই কৃতাত্মা ; তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতুভূত সমস্ত কামনা এই শরীর সম্বন্ধেই বিলয় প্রাপ্ত হয়—বিনষ্ট হইয়া যায় । অভিপ্রায় এই যে, জীবের জন্মহেতু সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায়, কামনাসমূহ পুনর্ব্বার আর জন্মে না ॥৫৮॥২॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তশ্রৌষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥৫৯॥৩

অয়ং (প্রকৃতঃ আত্মা) প্রবচনেন শাস্ত্রব্যাখ্যানবাহুল্যেন) লভ্যঃ (প্রাপ্তি-যোগাঃ) ন [ভবতি] । মেধয়া (শাস্ত্রার্থধারণশক্ত্যা) ন [লভ্যঃ ভবতি] ; বহুনা (ভূয়সা) শ্রুতেন (গুরুমুখ্যং শ্রবণেন) [চ] ন [লভ্যঃ ভবতি] । [তর্হি কথং লভ্যঃ ? ইত্যাহ]—এষঃ (উপাসকঃ) যম্ এব (পরমাত্মানং) বৃণুতে (প্রাপ্তুমিচ্ছতি) তেন (বরণেন) লভ্যঃ [পরমাত্মা ইতি শেষঃ] । অথবা, এষঃ (উপাসকঃ) (যদেব) বৃণুতে (পরমাত্মানং প্রাপ্তুমিচ্ছতি), [‘যম্’ ইতি ক্রিয়াবিশেষণশ্চেহপি পুংস্বং ছান্দসম্] । তেন (বরণেন) [অজ্ঞং সমানম্] । আত্মা তন্মৈ (সাধকায়) স্বাং (স্বীয়াং) তনুং (স্বরূপং) বিবৃণুতে (প্রকাশয়তীত্যর্থঃ) ॥

এই আত্মাকে কেবল প্রবচন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না ; মেধা দ্বারা নহে ; এবং বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না ; পরন্তু এই উপাসক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই বরণ দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায় । অথবা, এই উপাসক যে, তাঁহাকে বরণ করেন, সেই বরণদ্বারা অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্ত যে, তীব্র বাসনা, তাহা দ্বারাই লাভ করা যায় । এই আত্মা তাহার উদ্দেশে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥৫৯॥৩॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যদ্যেবং সৰ্ব্বলাভাৎ পরম আত্মলাভঃ, তল্লাভায় প্রবচনাদয় উপায় বাহ-
ল্যেন কৰ্ত্তব্য ইতি প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে—যোহয়মাত্মা ব্যাখ্যাতঃ, যন্ত লাভঃ
পরঃ পুরুষার্থঃ, নাসৌ বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নবাহুল্যেনাশ্রবচনেন লভ্যঃ । তথা
ন মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা ন বহুনা শ্রুতেন—নাপি ভূয়সা শ্রবণেনেত্যর্থঃ ।
কেন তহি লভ্য ইতি ? উচ্যতে,—যমেব পরমাত্মা নম্ এষঃ বিদ্বান্ ব্রহ্মতে প্রাপ্তু-
মিচ্ছতি, তেন বরণেন এষঃ পরমাত্মা লভ্যঃ, নান্তেন সাধনাস্তুরেণ,—নিত্য-
লক্ষণভাবত্বাৎ । কৌদৃশোহসৌ বিদুষ আত্মলাভ ইতি উচ্যতে,—তস্মৈষ আত্মা
অবিজ্ঞাসংচ্ছন্নঃ স্বাং পরাং তন্ম্ স্বাত্মতত্ত্বং স্বরূপং বিব্রূতে প্রকাশয়তি, প্রকাশ
ইব ঘটাদিবিজ্ঞানং সত্যামাবির্ভবতীত্যর্থঃ । তস্মাদন্তত্যাগেন আত্ম-প্রার্থনৈব
আত্ম-লাভ-সাধনমিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ গা

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, এইরূপে সৰ্ব্বলাভ যদি সৰ্ব্বোত্তম আত্মলাভ হয়, [তাহা
হইলে] তাহার লাভের জন্য প্রভূত-পরিমাণে প্রবচনাদি উপায়
অবলম্বন করা আবশ্যিক, এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন ;—
যে আত্মা বর্ণিত হইল. এবং যাহার লাভই পরম পুরুষার্থ,
এই আত্মা বহুপরিমাণে বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নাত্মক প্রবচন দ্বারা
লাভ-যোগ্য নহে ; সেইরূপ [কেবল] মেধা দ্বারা অর্থাৎ গ্রন্থার্থের
ধারণাশক্তি দ্বারাও নহে ; এবং বহু শ্রুত দ্বারা অর্থাৎ প্রভূত পরিমাণে
শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও নহে [লাভযোগ্য হয় না] । তাহা হইলে,
কিসের দ্বারা লভ্য ? তাহা কথিত হইতেছে—এই বিদ্বান্ পুরুষ
নিশ্চয়রূপে যাহাকে বরণ করেন—পাইতে ইচ্ছা করেন, এই পরমাত্মা
সেই বরণ দ্বারাই লাভযোগ্য হন ;—অপর সাধন দ্বারা নহে ; কারণ
তাঁহার স্বরূপ সৰ্ব্বদাই লক্ষ আছে । বিদ্বানের এই আত্ম-লাভটি কি
প্রকার ? তাহা কথিত হইতেছে—এই আত্মা অবিজ্ঞা-সমাচ্ছন্ন
স্বীয় উৎকৃষ্ট তনুকে অর্থাৎ স্বীয় আত্মতত্ত্ব-স্বরূপটিকে তাহার নিকট
বিবৃত করেন—প্রকাশ করেন, অর্থাৎ আলোকে ঘটাদি পদার্থের

জ্ঞায় বিজ্ঞা (জ্ঞান) উপস্থিত হইলেও [আত্মস্বরূপ] আবির্ভূত হয় [অনুভব-গোচর হয়] । অতএব, অপর সাধন ত্যাগ পূর্বক আত্ম-প্রার্থনাই আত্ম-লাভের সাধন, ইহাই ইহার তাৎপর্য ॥৫৯॥৩॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যে।

ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যালিজ্ঞাৎ ।

এতৈরুপায়ৈর্যততে যন্ত বিদ্বাৎ-

স্তশ্চৈম আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৬০॥৪॥

[ইদানীম্ অত্যাতিপ তৎসহকৃতানি সাধনানি বক্তৃমুপক্রমতে]—নায়মিত্যাদিনা । অয়ং (বর্ণিতঃ) আত্মা বলহীনেন (আত্ম-নিষ্ঠাজনিত-বলরহিতেন) ন লভ্যঃ ; প্রমাদাৎ (আত্মনিষ্ঠায়ামপ্রাধান্যাৎ) অলিজ্ঞাৎ (সন্ন্যাসরহিতাৎ কেবলাৎ) তপসঃ (জ্ঞানাৎ) [যদ্বা,] অলিজ্ঞাৎ (বৈরাগ্যাৎ) তপসঃ (কায়ক্লেশমাত্রাৎ) চ (অপি) ন [লভ্যঃ] ; যঃ বিদ্বান্ (বিবেকী) তু (পুনঃ) এতৈঃ (উক্তৈঃ বল-প্রমাদরাহিত্য-সন্ন্যাস-জ্ঞানৈঃ) উপায়ৈঃ (সাধনৈঃ) যততে (তৎপরঃ সন্ প্রার্থয়তে) ; তন্তু (বিদ্ব্যঃ) এষঃ আত্মা ব্রহ্মধাম (সৰ্ব্বাশ্রয়ভূতং ব্রহ্ম) বিশতে (প্রবিশতি) ॥

এই আত্মা বলহীন কর্তৃক লভ্য হয় না, এবং আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগ কিংবা সংশাস-রহিত তপস্যা (জ্ঞান বা কায়ক্লেশ) হইতেও [ইহার লাভ হয়] না । পরন্তু, যে বিদ্বান্ এই সকল উপায়ে (বল, অপ্রমাদ ও সংশাস-সহকৃত তপস্যা দ্বারা) যত্নপর হন, তাঁহার আত্মাই এই ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥৬০॥৪॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

আত্মপ্রার্থনাসহায়ভূতাত্তেতানি চ সাধনানি বলা-প্রমাদ-তপাংসি লিঙ্গযুক্তানি সন্ন্যাস-সহিতানি । যস্মাৎ ন অয়মাত্মা বলহীনেন বলপ্রহীণেন আত্মনিষ্ঠাজনিত-বীৰ্য্য-হীনেন লভ্যঃ ; নাপি শৌকিকপুত্রপদ্মাদিবিষয়াসঙ্গনিমিত্তাৎ প্রমাদাৎ, তথা তপসো বাপি অলিজ্ঞাৎ লিঙ্গরহিতাৎ । তপোহত্র জ্ঞানম্ ; লিঙ্গং সন্ন্যাসঃ ; সন্ন্যাস-রহিতাৎ জ্ঞানাৎ ন লভ্যত ইত্যর্থঃ । এতৈঃ উপায়ৈঃ বলাপ্রমাদ-সন্ন্যাসজ্ঞানৈর্ষততে

তৎপরঃ সন্ প্রযততে । যন্ত বিদ্বান্ বিবেকী আত্মবিৎ, তন্ত বিহ্বঃ এষ আত্মা
বিশতে সম্প্রবিশতি ব্রহ্মধাম ॥৬০॥৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বল, অপ্রমাদ ও লিঙ্গযুক্ত অর্থাৎ সন্ন্যাস-সহিত তপস্তা, এ
সমস্তও আত্মপ্রার্থনার সহায়ভূত সাধন । যে হেতু, এই আত্মা
বলহীন কর্তৃক অর্থাৎ আত্ম-নিষ্ঠাসমুৎপাদিত শক্তিহীন কর্তৃক লভ্য
নহে ; আর ঐহিক পুত্র, পশু প্রভৃতি বিষয়ে আসক্তিজনিত প্রমাদ
(অনবধানতা) দ্বারাও লভ্য নহে ; সেই অলিঙ্গ—তপস্তা চিহ্ন-রহিত
তপস্তা হইতেও [লভ্য] নহে । এখানে তপঃ অর্থ—জ্ঞান ; ‘লিঙ্গ’
অর্থ—সন্ন্যাস ; অর্থাৎ সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞান হইতে লভ্য করা যায়
না । কিন্তু যে বিদ্বান্—বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন আত্মবিৎ ব্যক্তি তৎপর
হইয়া এই সকল বল, অপ্রমাদ ও সন্ন্যাস-সহিত জ্ঞানরূপ উপায়
দ্বারা [লাভ করিতে] যত্ন করেন ; সেই বিদ্বানের আত্মা ব্রহ্মরূপ
আশ্রয়ে সম্যক্ প্রবেশ লাভ করেন ॥৬০॥৪॥

সংপ্রাপ্যৈনম্বযো জ্ঞানতৃপ্তাঃ

কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ ।

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা

যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ॥৬১॥৫॥

[ব্রহ্মপ্রবেশস্বরূপমাহ]—সংপ্রাপ্যেতি । ঋষয়ঃ (দর্শনবন্তঃ) এনঃ
(পরমাত্মানং) সংপ্রাপ্য (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) জ্ঞানতৃপ্তাঃ (তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তি-
মাপন্নাঃ) কৃতাত্মানঃ (লঙ্কায়স্বরূপাঃ সন্তঃ) বীতরাগাঃ (বিষয়প্ৰহাশুভাঃ)
প্রশান্তাঃ (সংযতেজ্জিয়বৃত্তয়ঃ) [চ ভবন্তি] । তে ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) সর্বগঃ
(সর্বব্যাপিনম্ আত্মানঃ) সর্বতঃ প্রাপ্য (লঙ্কা, আত্মানঃ সংসারিত্ব-দেহিত্বাদি-
পরিচ্ছেদম্ অপনীয়) যুক্তাত্মানঃ (নিত্যসমাহিতাঃ সন্তঃ) সর্বঃ (সর্বাত্মকং ব্রহ্ম)
আবিশন্তি (এবিশন্তি) ॥

দর্শন-শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ এই পরমাত্মাকে অবগত হইয়া, সেই আত্মদর্শনে

পরিতৃপ্ত হইয়া, বিষয়স্পৃহাহীন শান্তস্বভাব হইয়া থাকেন । সেই বীরগণ সর্বতো-
ভাবে সর্বগতকে (ব্রহ্মস্বভাবকে) প্রাপ্ত হইয়া সর্বদা সমাহিত-ভাবে থাকিয়া
সর্বোত্তেই প্রবিষ্ট হন ॥৬১॥৫॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কথং ব্রহ্ম বিশত ইতি উচ্যতে—সম্প্রাপ্য সমবগম্য এনম্ আত্মানম্ ঋষয়ো
দর্শনবত্তঃ তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ, ন বাহ্যেন তৃপ্তিসাধনেন শরীরোপচয়কারণেন ।
কৃতাত্মানঃ পরমাত্মরূপেণৈব নিম্পন্নাত্মানঃ সন্তঃ । বীতরাগা বিগতরাগাদিদোষাঃ ।
প্রশান্তা উপরতেজিয়াঃ । তে এবমুতঃ সর্বগং সর্বব্যাপিনম্ আকাশবৎ সর্বতঃ
সর্বত্র প্রাপ্য, নোপাধিপরিচ্ছিন্নেন একদেশেন ; কিং তর্হি ত্বুংৈকব অদ্বয়ম্ আত্মত্বেন
প্রতিপদ্য ধীর অত্যন্তবিবেকিনো যুক্তাত্মানো নিত্যসমাহিতস্বভাবাঃ সর্বমেব
সমন্তঃ শরীরপাতকালেহপি অবিশন্তি ভিন্নঘটাকাশবৎ অবিন্যাকৃতোপাধি-
পরিচ্ছেদং জহতি । এবং ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মধাম প্রবিশন্তি ॥ ৬১ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিরূপে সর্বভাবে প্রবেশ করেন ; তাহা কথিত হইতেছে—
ঋষিগণ অর্থাৎ প্রকৃতদর্শনশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে এই আত্মাকে প্রাপ্ত
হইয়া—সম্যক্রূপে অবগত হইয়া, সেই জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত ; কিন্তু
শরীরের পুষ্টিসাধক তৃপ্তিকর কোনও বাহ্য বস্তু দ্বারা তৃপ্ত নহেন এবং
কৃতাত্মা অর্থাৎ আপনাকে পরমাত্মভাবে নিম্পাদিত করিয়া বীতরাগ
অর্থাৎ বিষয়ানুরাগাদি দোষ-বিনিম্মুক্ত ও প্রশান্ত অর্থাৎ বিষয়
হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করেন । এবমুত ধীর অত্যন্তবিবেক-
সম্পন্ন তাঁহারা আকাশের স্থায় সর্বগ—সর্বব্যাপী আত্মাকে সর্বত্র
প্রাপ্ত হইয়া—অর্থাৎ উপাধিপরিচ্ছিন্ন দেশবিশেষে প্রাপ্ত না হইয়া ;
তবে কিনা—সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই আত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া,
সর্বোই—সমস্ত (ব্রহ্মেই) [এমন কি,] শরীরপাত সময়েও প্রবেশ
করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ ঘট ভগ্ন হইলে, তদগত আকাশের স্থায়
অবিভাকৃত উপাধি-পরিচ্ছেদ (উপাধিক পরিচ্ছিন্নতাব) পরিত্যাগ
করেন ; ব্রহ্মবিদগণ এইরূপে ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন ॥৬১॥৫॥

বেদান্তবিজ্ঞানমুনিশ্চিতার্থাঃ

সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ ।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে

পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সৰ্ব্বে ॥৬২॥৬॥

অপিচ [যে] যতয়ঃ (যত্নপরঃ সাধকঃ) বেদান্ত-বিজ্ঞান-মুনিশ্চিতার্থাঃ (বেদান্তে বিশেষজ্ঞানেন মুহু নিশ্চিতঃ অবধারিতঃ অর্থঃ পরমাত্মা যৈঃ, তে তথোক্তাঃ), সংশ্রাসযোগাৎ (সৰ্বকৰ্ম্মত্যাগলক্ষণ-সংশ্রাসাশ্রয়ণাৎ) শুদ্ধসত্ত্বাঃ (শুদ্ধঃ সৰ্বদোষবিনিমুক্তঃ সত্ত্বম্ অন্তঃকরণং যেষাং তে তথোক্তাঃ) [ভবন্তি]। তে সৰ্ব্বে (যতয়ঃ) পরামৃতাঃ (জীবদবস্থায়ামেব পরমাত্মভূতাঃ সত্ত্বাঃ) পরান্তকালে (উৎকৃষ্টদেহত্যাগকালে) ব্রহ্মলোকেষু (বহুবচনমবি-বক্ষিতং ব্রহ্মণি ইত্যর্থঃ) পরিমুচ্যন্তি (যত্রতত্রৈব মুচ্যন্তে, ন দেশান্তরাদিকম্ অপেক্ষন্তে ইতি ভাবঃ) ॥

যে সমস্ত যতি বেদান্তশাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা তাহার অর্থ উত্তম রূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, এবং সৰ্বকৰ্ম্ম-পরিত্যাগরূপ সংশ্রাস-যোগ দ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার। সকলে জীবদবস্থায়ই ব্রহ্মত্বাপন্ন হইয়া দেহাবসানে ব্রহ্মে বিমুক্তি লাভ করেন ॥ ৬২ ॥ ৬ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ বেদাঙ্জনিতং বিজ্ঞানং বেদান্তবিজ্ঞানং তত্ত্বার্থঃ পরমাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ,সৌহৃৎঃ মুনিশ্চিতঃ যেষাং তে বেদান্তবিজ্ঞানমুনিশ্চিতার্থাঃ । তে চ সন্ন্যাসযোগাৎ সৰ্বকৰ্ম্ম-পরিত্যাগলক্ষণযোগাৎ কেবলব্রহ্মনিষ্ঠা-স্বরূপাং যোগাং যতনো যতনশীলাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ শুদ্ধঃ সত্ত্বঃ যেষাং সন্ন্যাসযোগাৎ, তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ । তে ব্রহ্মলোকেষু; সংসারিণাং যে মরণকালান্তে অপরান্তকালঃ; তানপেক্ষ্য মুমুকুশাঃ সংসারাবসানে দেহপরিত্যাগকালঃ পরান্তকালঃ তস্মিন্ পরান্তকালে সাধকানাং বহুত্বাৎ ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকঃ একোহপ্যনেকবৎ দৃশ্যতে প্রাপ্যতে চ । অতো বহুবচনং ব্রহ্মলোকেষুতি, ব্রহ্মণীত্যর্থঃ । পরামৃতাঃ পরম্ অমৃতম্, অমরণধৰ্ম্মকং ব্রহ্ম আত্ম-ভূতং যেষাং তে পরামৃতাঃ জীবন্ত এব ব্রহ্মভূতাঃ, পরামৃতাঃ সত্ত্বাঃ পরিমুচ্যন্তি পরি সমস্তাং প্রদীপনির্দীপবৎ ভিন্নঘটাকাশবচ্চ নিবৃত্তিমুপযান্তি পরিমুচ্যন্তি পরি সমস্তাং মুচ্যন্তে সৰ্ব্বে, ন দেশান্তরং গন্তব্যমপেক্ষন্তে ।

“শকুনীনামিবাকাশে জলে বারিচরশ্চ চ ।

পদং যথা ন দৃষ্টেত তথা জ্ঞানবতাং গতিঃ ।

“অনধবগা অধবসু পারিষিষবঃ”

ইতি ঋতিস্থিতিভ্যাং দেশপরিচ্ছিন্না তি গতিঃ সংসারবিষয়েব, পরিচ্ছিন্নসাধন-সাধ্যাত্মাৎ । ব্রহ্ম তু সমস্তদ্বার দেশপরিচ্ছেদেন গন্তব্যম্ । যদি হি দেশপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম ত্রাৎ মূর্ত্তদব্যবৎ আদ্যন্তবৎ অত্ৰাপ্তিতং সাব্যবম্ অনিত্যং কৃতকঞ্চ ত্রাৎ । নতু এবংবিধং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি ; অতস্তৎপ্রাপ্তিশ্চ নৈব দেশপরিচ্ছিন্না ভবিতুং যুক্তা ॥ ৬২ ॥৬৥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, বেদান্ত হইতে যে বিশিষ্ট জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই বেদান্ত-বিজ্ঞান ; তাহার অর্থ—পরমাত্মার জ্ঞাতব্যতা, সেই অর্থ বাহাদের উত্তমরূপে নিশ্চিত (স্থিরীকৃত) হইয়াছে, তাঁহারাই বেদান্ত-বিজ্ঞান-স্থনিশ্চিতার্থ, তাঁহারা আবার সংশ্য়াসযোগ হইতে—সর্ব-কর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ যোগ হইতে, অর্থাৎ কেবলই ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ যোগ হইতে শুদ্ধ সত্ত্ব, অর্থাৎ সম্যাস-যোগবলে বাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, সেই যতিগণ—যত্নশীল ব্যক্তিগণই শুদ্ধসত্ত্ব ; সংসারি-গণের যে মৃত্যুকাল, তাহা অপর (নিকৃষ্ট) অন্তকাল ; মুমুক্শুগণের সংসার-সমাপ্তিতে যে, দেহাবসানকাল, তাহা [সংসারিগণের] অপরান্তকাল অপেক্ষা পর (উৎকৃষ্ট) অন্তকাল ; [কারণ, ইহার পর তাঁহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হইবে না] । সেই পরান্তকালে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে—ব্রহ্মস্বরূপ লোক ব্রহ্মলোক ; ব্রহ্মলোক এক হইলেও সাধকগণের বহুত্বনিবন্ধন বহুর মত দেখায় এবং প্রাপ্তি হয় ; এই কারণে “ব্রহ্মলোক” শব্দে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে । ফলতঃ উহার অর্থ—ব্রহ্মত্ব ; পরামৃত অর্থ—পরম অথচ মরণ-ধর্ম্ম-রহিত ব্রহ্ম বাহাদের আত্মস্বরূপ, তাঁহারা পরামৃত অর্থাৎ জীবদবস্থায়ই ব্রহ্মভূত ; তাঁহারা সকলে পরামৃত হইয়া পরিমুক্ত হন ; পরি—সর্ব-

স্থানে, প্রদীপের নির্বাণের ন্যায় এবং ভগ্নঘটের আকাশের ন্যায় সমাপ্তি প্রাপ্ত হন—[মুক্তির জন্য আর] অপর স্থানবিশেষে গমনের অপেক্ষা করেন না । ‘আকাশে পক্ষিগণের এবং জলে জলচর প্রাণীর বেরূপ পদচ্যাস দেখা যায় না, জ্ঞানবানগণের গতিও সেইরূপ ।’ “[মুমুক্শুগণ] সংসার-পথের পার পাইতে ইচ্ছুক হইয়া,—অনধ্বগ হন অর্থাৎ আর সংসার-পথে বিচরণ করেন না ।” ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, কোন স্থানবিশেষে যে, সীমাবিশিষ্ট গতি, তাহা নিশ্চয়ই সংসারসম্বন্ধী ; কারণ, ঐ কাল পরিচ্ছিন্ন-সাধন-সাধ্য ; পরন্তু, ব্রহ্ম নিজে সবদাতৃক (অপরিচ্ছিন্ন) ; সুতরাং কোনও নির্দিষ্ট দেশ-বিশেষ দ্বারা তাঁহাকে পাইতে পারা যায় না । আর ব্রহ্ম যদি দেশ-বিশেষ দ্বারা পরিচ্ছিন্নই হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মও অত্যাণ্ড মূর্ত (পরিচ্ছিন্ন) দ্রব্যের ন্যায়, আদি-অন্তবান (উৎপত্তি বিনাশশীল) অপরের আশ্রিত, সাবয়ব, অনিত্য এবং কৃতক ও (ক্রিয়ানিষ্পন্ন ও) হইতেন ; কিন্তু, কখনই এবস্তৃত হইতে পারেন না ; সুতরাং তাঁহার প্রাপ্তিও কখনই দেশ-পরিচ্ছিন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না ॥৬২॥৬॥

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা

দেবাশ্চ সৰ্বে প্রতিদেবতানু ।

কৰ্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা

পরেহব্যয়ে সৰ্ব্ব একীভবন্তি ॥৬৩॥৭॥

অপিচ, [তদানীং] পঞ্চদশ বচনঃ (দেহারম্ভকাঃ প্রাণাত্মা অবয়বঃ) প্রতিষ্ঠাঃ (স্বস্বকারণানি) গতাঃ (পবিষ্টাঃ) । সৰ্বে দেবাঃ (চক্ষুরাদীন্দ্রিয়া-বিষ্ঠাতারঃ) চ (অপি) প্রতিদেবতানু (আদিত্যাদিষু) [পবিষ্টাঃ ভবন্তি] । কৰ্ম্মাণি (অনারম্ভকফলানি) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধ্যাপহিতত্বাৎ বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) আত্মা

(জীব:) চ (অপি) [এতে] সর্বে পরে (সর্বোত্তমে) অব্যয়ে (ক্ষয়াদি-
দোষ-রহিতে ব্রহ্মণি) একাত্তবস্তি (তজ্জগতাং গচ্ছন্তি) ॥

তখন দেহরন্তক পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব কারণে প্রবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠিতা
দেবতা সকলও মূল দেবতা—হ্যাপ্রভৃতিতে প্রবেশ করে। [যে একম কর্মের
ফল আরক্ত হয় নাই, সেই সকল সঞ্চিত] কর্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা (জীব) ;
ইহারা সকলেও পরম অব্যয়ে (ব্রহ্মে) এক ভাব প্রাপ্ত হয় ॥৩৩ ॥ ৭ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্।

অপিচ অবিদ্যাৎসংসারবন্ধাপনয়নমেব মোক্ষমিচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদঃ নতু কার্যভূতম্।
কিঞ্চ, মোক্ষকালে বা দেহরন্তিকাঃ কলাঃ প্রাণাদ্যাঃ, তাঃ স্বাঃ প্রতিষ্ঠাঃ গতাঃ স্বং
স্বং কারণং গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। প্রতিষ্ঠা ইতি দ্বিতীয়াবহবচনম্। পঞ্চদশ পঞ্চ-
দশসম্ব্যাক্তা বা অন্ত্যাপ্রশপরিপতিতাঃ প্রসিক্তাঃ দেবাশ্চ দেহাশ্রয়াঃ চক্ষুরাদিকরণস্থাঃ
সর্বে প্রতিদেবতাসু আদিত্যাদিসু গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। যানি চ মুমুক্শা কৃতানি
কর্ম্মাণি অপ্রবৃত্তফলানি, প্রবৃত্তফলানামুপভোগেনৈব ক্ষীণহাং ; বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা
অবিভাকৃতবুদ্ধ্যাদ্ব্যাপাধিমায়াত্বেন গগ্না জলাদিসু সূর্যাদিপ্রতিবিম্ববদীহ প্রবিষ্টো
দেহভেদেষু কর্ম্মণাং তৎফলার্থহাং নহ তেনৈব। বিজ্ঞানময়েনায়া ; অতো
বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানপ্রায়ঃ। তে তেত কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা উপাধ্যাপনয়ে সতি
পরে অব্যয়ে অনন্তে অক্ষয়ে ব্রহ্মণি আকাশকরে অজে অজরে অমৃতে অভয়ে
অপূর্বে অনপরে অনন্তরে অবাছে অরয়ে শিবে শান্তে সর্বে একীভবন্তি অবি-
শেষতাং গচ্ছন্তি একত্বমাপদ্যন্তে জলাদ্যাধারাপনয় ইব সূর্যাদিপ্রতিবিম্বাঃ সূর্যো,
ঘটাধ্যাপনয় ইব আকাশে ঘটাধ্যাক্রাশাঃ ॥৩৩॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ, ব্রহ্মবিদগণ অবিজ্ঞা প্রভৃতি সংসার-বন্ধনের অপনয়নকেই
মোক্ষ বলিয়া ইচ্ছা করেন ; কিন্তু মোক্ষকে কার্য বা জন্ত পদার্থ
মনে করেন না। আরও এক কথা, দেহের উৎপাদক যে, প্রাণাদি
কলাসমূহ (অংশ-নিচয়), মোক্ষকালে তাহারা স্বীয় প্রতিষ্ঠাসমূহকে
প্রাপ্ত হয়: অর্থাৎ নিজ নিজ কারণকে প্রাপ্ত হয়। ‘প্রতিষ্ঠা’শব্দে
দ্বিতীয়ার বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। পঞ্চদশ অর্থ—পঞ্চদশ (পনের)

সংখ্যায়ুক্ত—প্রশ্লোপনিষদের শেষ প্রশ্নে (৬ষ্ঠ প্রশ্ন, ৪র্থ প্রশ্নে) যে গুলি পঠিত হইয়াছে । আর চক্ষু প্রভৃতি করণস্থিত দেহবর্তী সকল দেবতাও প্রতিদেবতায়—আদিত্যাদি দেবতায় গত হন । আর মুমুক্শুর্ভুক্ত যে সমস্ত কৰ্ম কৃত হইয়াছে, যাহারা ফল দ্বিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, কেননা, ফল প্রদানে প্রবৃত্ত কৰ্মসমূহ ত ভোগ দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, [অতএব, অপ্রবৃত্তফল কৰ্ম গ্রহণ করিতে হইবে] । আর যে বিজ্ঞানময় আত্মা, যিনি অবিচ্ছিন্ন-প্রসূত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিকেই ‘আত্মা’ রূপে প্রাপ্ত হইয়া, জলাদিমধ্যে সূর্যাদির প্রতিবিস্মের দ্বারা বিভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হয়, কৰ্মসমূহ বিজ্ঞান-ময়ের সহযোগেই তাহার ফল দিয়া থাকে ; এই কারণে বিজ্ঞানময় অর্থ—বিজ্ঞানপ্রচুর, (উহাতে বুদ্ধিবিজ্ঞানেরই প্রাবল্য থাকে) । অবিচ্ছিন্ন উপাধি অপনৌত হইলে পর সেই এই কৰ্মরাশি ও বিজ্ঞানময় আত্মা, সকলেই পর, অব্যয়, অনন্ত, অক্ষয়—জন্ম, জরা, মরণ ও ভয়রহিত,—পূৰ্ব, পর, অন্তর ও বাহ্যবিহীন, অদ্বয়, শিব, শান্ত আকাশতুল্য ব্রহ্মে একীভূত হয়—অবিভক্তভাব একত্বভাব প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ জলাদির অপসারণে সূর্যাদির প্রতিবিস্ম যেমন সূর্য্যে এবং ঘটাদির অপনয়নে ঘটাদি আকাশে আকাশ যেমন একত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি [ব্রহ্মে] একতা প্রাপ্ত হয় ॥৬৩৭॥

যথা নদ্যঃ স্তন্যমানাঃ সমুদ্রে

অন্তঃ গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ

পরঃপরঃ পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৬৪॥৮॥

[উক্তমেবার্থং দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি]—যথেষ্টাদিনি । স্তন্যমানাঃ (প্রবহন্তাঃ) নদ্যঃ (গঙ্গাভ্যাঃ) যথা (যদ্বৎ) নামরূপে (নাম—গঙ্গাদি, রূপঞ্চ অপরবৈলক্ষণ্যঃ) বিহায় (ত্যাগ্য) সমুদ্রে (জল-রাশৌ) অন্তঃ (অদর্শনং) গচ্ছন্তি (তন্ময়তাং লভন্তে), তথা

(ভদ্রং) বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিৎ) নাম-রূপাৎ (উপাধিকাৎ অসত্যাৎ) বিমুক্তঃ (নামরূপ-
পরিচ্ছেদরহিতঃ সন্) পরাৎ (হিরণ্যগর্ভাদেঃ) পরং (শ্রেষ্ঠং) দিবাং (জ্যোতির্ধরং)
পুরুষম্ (পূর্ণং—পরমাত্মানম্) উটৈপতি (প্রাপ্নোতি) ॥

চলৎস্বভাব নদীসমূহ যেরূপ [নিজ নিজ] নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে
অন্তর্গত হয়, ঠিক সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষও নাম-রূপ বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর
দিবা পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৬৪ ॥ ৮ ॥

শাকর ভাষাম্ ।

কিক, যথা নদাঃ গঙ্গাদ্যাঃ স্তন্দমানাঃ গচ্ছন্তাঃ সমুদ্রে সমুদ্রং প্রাপ্য অন্তম্
অদর্শনম্ অবিশেষাত্মভাবঃ গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি নাম চ রূপঞ্চ নামরূপে বিহার হিবা,
তথা অবিদ্যাকৃত-নাম-রূপাৎ বিমুক্তঃ সন্ 'বিদ্বান্' পরাৎ অক্ষরাৎ পূর্বোক্তাৎ পরং
দিবাং পুরুষং যথোক্তলক্ষণম্ উটৈপতি উপগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, স্তন্দমান—গম-স্বভাব গঙ্গাদি নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে
প্রাপ্ত হইয়া, নাম-রূপ অর্থাৎ নাম (গঙ্গাদি) ও রূপ (আকৃতি)
পরিত্যাগপূর্বক অন্ত—অদর্শন অর্থাৎ অবিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়,
সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া,
পর হইতে অর্থাৎ পূর্বোক্ত অপর হইতেও শ্রেষ্ঠ দিবা পুরুষকে—বাহার
লক্ষণ বা পরিচয় উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষকে উপগত হয় ৬৪॥৮॥

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ

ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্ত্যাব্রহ্মবিৎ কূলে ভবতি ।

তরতি শোকং তরতি পাপ্যানং

গুহ্যগ্রস্থিত্যো বিমুক্তোহমৃতো ভবতি ॥৬৫॥৯॥

[ব্রহ্মবিদঃ চরমফলাবাপ্তিঃ কথয়ন তরাত্তে বিদ্যাভাবং চ সমর্থয়তে]—স য
ইত্যাদিনা । যঃ (পুরুষঃ) হ (অবধারণে) বৈ (প্রসিদ্ধং) তৎ (উক্তলক্ষণং)
পরমং (নিরতিশয়ং) ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি, জানাতি), সঃ (বিদ্বান্) ব্রহ্ম এব
ভবতি (ব্রহ্মরূপঃ সম্পত্ততে) অন্ত (ব্রহ্মবিদঃ) কূলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ

(ব্রহ্মজ্ঞানরহিতঃ) ন ভবতি (জায়তে) । [স চ] শোকং (সংসারক্লেশং) তরতি (অতিক্রামতি), পাপপুনাং (পাপং, পুণ্যমপি) তরতি । গুহ্যগ্রহিভ্যোঃ (বুদ্ধিনিষ্ঠাবিভ্যা-বন্ধনেভ্যঃ) বিমুক্তঃ [সন্] অমৃতঃ (মরণধর্ম্যবর্জিতঃ) ভবতি ॥

যিনি সেই পরমব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন, তাঁহার বংশে অব্রহ্মজ্ঞ জন্মে না । সে জন শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, পাপ হইতেও উত্তীর্ণ হন । হৃদয়গত অবিভ্যা-বন্ধন হইতে বিমুক্ত অমৃত হন, অর্থাৎ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হন ॥ ৬৫ ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

নহু শ্রেয়স্ত্র্যনেকং বিদ্যাঃ প্রসিদ্ধাঃ, অতঃক্লেশানামত্মনো অস্ত্রেন বা দেবাদিনা চ বিদ্বিতো ব্রহ্মবিদপি অত্রাং গতিং মৃতো গচ্ছতি, ন ব্রহ্মৈব ; ন, বিদ্যায়ৈব সর্ব-প্রতিবন্ধস্থাপনীত্বাৎ । অবিদ্যা প্রতিবন্ধমাত্রো হি মোক্ষো নাত্তপ্রতিবন্ধঃ, নিত্য-ত্বাৎ আত্মভূতত্বাচ্চ । তস্মাৎ স যঃ কশ্চিৎ হ বৈ লোকে তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ সাক্ষা-দহমেবাস্মীতি জানাতি, স নাত্মাং গতিং গচ্ছতি । দেবৈরপি তস্মৈ ব্রহ্মপাপিৎ প্রতি বিদ্বেন শক্যতে কর্ত্ত্বম্ ; আত্মা হেযাং স ভবতি । তস্মাদব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব ভবতি । কিঞ্চ, নাত্ত বিহৃষোহব্রহ্মবিৎ কলে ভবতি ; কিঞ্চ, তরতি শোকম্ অনেকেষ্টবৈকল্য-নিমিত্তং মানসং সম্ভাপং জীবন্মুখাতিক্রান্তো ভবতি । তরতি পাপপুনাং ধর্ম্যধর্ম্যার্থাং গুহ্যগ্রহিভ্যো হৃদয়াবিভ্যাগ্রহিভ্যোঃ বিমুক্তঃ সন্ অমৃতো ভবতীত্যুক্তমেব—“ভিদ্যাতে হৃদয়গ্রহিঃ” ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিতে ত বহুবিধ বিদ্ব প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং কোন একটি ক্লেশ দ্বারা অথবা অন্যপ্রকার দেবাদি দ্বারা বিদ্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি মৃত্যুর পর অন্যপ্রকার গতিও ত লাভ করিতে পারেন, ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইবেন, তাহার স্থিরতা কি ? না—এ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, বিদ্যা দ্বারাই তাহার সমস্ত বিদ্ব অপনীত হইয়া গিয়াছে । কেননা, যেহেতু মোক্ষ পদার্থটি নিত্য এবং আত্মস্বরূপ ; অতএব অবিভ্যাই মোক্ষের একমাত্র প্রতিবন্ধক, অপর কোনও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না । অতএব জগতে সেই

যে কোন লোক সেই পরম ব্রহ্মকে জানেন—‘আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ’
এইরূপ অনুভব করেন, তিনি যন্তপ্রকার গতি লাভ করেন না;
দেবতাগণও তাঁহার মোক্ষ লাভে বিঘ্ন করিতে সমর্থ হন না; কারণ,
তিনি তাঁহাদেরও আত্মস্বরূপ হইয়া পড়েন। অতএব ব্রহ্মবিৎ লোক
ব্রহ্মই হন। আরও এক কথা,—এই ব্রহ্মবিদের বংশে অব্রহ্মজ্ঞ
জন্মে না; আর (সেই লোক) শোককে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ
জীবৎকালেই বিবিধ ইষ্টবিয়োগ-জনিত মানসিক সন্তাপ অতিক্রম
করেন; ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক পাপ অতিক্রম করেন; আর গুহ্যগ্রন্থিসমূহ
হইতে—হৃদয়গত অবিজ্ঞাবন্ধন হইতে—বিমুক্ত হইয়া অমৃত (মুক্ত) হন;
ইহা ‘হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়’ ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে ॥৬৫॥৯॥

তদেতদৃচাহভ্যক্তং

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ

স্বয়ং জুহ্বত একসিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ ।

তেমামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত

শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্ত চীর্ণম্ ॥৬৬॥১০॥

তৎ এতৎ (যথোক্তং তৎ) ঋচা (মন্ত্রেণ) অপি উক্তং—[যে] ক্রিয়াবন্তঃ
(যথোক্তক্রিয়ান্বিতাতারঃ) শ্রোত্রিয়াঃ (শ্রুতাদায়নবন্তঃ) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মো-
পাসকাঃ) শ্রদ্ধয়ন্তঃ (প্রজ্ঞাং কুর্ষন্তঃ সন্তঃ) স্বয়ং একসিং (একর্ষিনামানম্ অগ্নিং)
জুহ্বতে (জুহ্বতি তর্পরন্তি); ইবঃ হু (অপি) শিরোব্রতং (শিরসি অগ্নিধারণরূপং
নিয়মং) বিধিবৎ (বথাবিধি) চীর্ণং (আচরিতং); তেবাম্ এব (নাভ্যেবাম্)
এতাং (উক্তপ্রকারাং) ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত (কথয়েয়ুঃ) ॥

বাহারা বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াবান্, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া
একর্ষিনামক অগ্নির হোম করেন, বাহারা বিধি অনুসারে শিরোব্রত আচরণ
করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকটই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে [অপরকে নহে] ॥৬৬॥১০॥

শাকরভাষ্যম্।

অধেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানবিধূপপ্রদর্শনে উপসংহারঃ ক্রিয়তে—তদে-

তৎ বিদ্যাসম্প্রদানবিধানম্ খণ্ডা মন্ত্রেণ অভ্যাস্তম্ভতি প্রকাশিতম্ । ক্রিয়াবস্তো বধোক্ত
কৰ্ম্মানুষ্ঠানবৃক্কাঃ । শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অপরশ্মিন্ ব্রহ্মণি অভিযুক্তাঃ পরং ব্রহ্ম
বুভুৎসবঃ স্বয়ম্ একর্ষিম্ একর্ষিনামানমগ্নিং জুহ্বতে জুহ্বতি শ্রদ্ধয়ন্তঃ শ্রদ্ধাধানাঃ
সন্তো যে তেষামেব সংস্কৃতান্যনাং পাত্ৰভূতানাম্ এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত ব্রহ্মাৎ
শিরোব্রতঃ শিরসি অগ্নিধারণলক্ষণম্ । যথা আধর্ক্শণানাং বেদব্রতং প্রসিদ্ধম্ । যৈস্ত
বৈশ্চ তচ্চীর্ণং বিধিবৎ যথাবিধানং তেষামেব চ বদেত ॥ ৬৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতঃপর এখন ব্রহ্মবিজ্ঞা দানের বিধি প্রদর্শনপূর্বক [গ্রন্থের]
উপসংহার করিতেছেন—এই যে সেই বিদ্যা-সংপ্রদানবিধি, ইহা
ঋক্—মন্ত্রকর্তৃকও সম্যকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—যাঁহারা ক্রিয়াবান্
শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠাতা, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অর্থাৎ অ-পরব্রহ্মে
নিবিক্তচিত্ত অথচ পরব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছুক, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া নিজে
একর্ষিনামক অগ্নিতে হোম করেন ; বিশ্বদ্ব্যচিন্ত সেই সকল সংপাত্রের
নিকটই এই ব্রহ্মবিজ্ঞা বলিবে । অপিচ, অথর্ববেদীয়দিগের যেমন
বেদব্রত নামক ব্রত প্রসিদ্ধ আছে, [তেমনি] যাঁহারা বিধিবৎ
বিধানানুসারে মন্তকে অগ্নিধারণরূপ শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন,
তাঁহাদের নিকটই বলিবে [গ্রন্থের নিকট নহে] ॥৬৬॥১০॥

তদেতৎ সত্যমুযিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ

নৈতদচীর্ণব্রতোহধীতে ।

নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ৬৭ ॥ ১১ ॥

ইত্যথর্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

[ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদান-বিধিমুপসংহরতি]—তদেতদিত্তি । পুরা
(পূর্বে) অঙ্গিরা [নাম] ঋষিঃ তৎ (বধোক্ত-লক্ষণং) এতৎ সত্যম্ উবাচ (উপদি-

দেশ) [শৌনকায় ইতিশেষ:] । [ইদানীমপি] অচীর্ণব্রত: (অকৃতব্রতা-
চরণ:) এতৎ (পুস্তকং) ন অধীতে (ন পঠতি) । নম: পরমঋষিভ্য: (ব্রহ্ম-
বিদ্যা- সম্প্রদান-কর্তৃভ্য:) [বিরুক্তি: গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থ্য]

ইত্যথর্ক-বেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়-খণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সেয়মন্নপদোপেতা শ্রীশঙ্কর-মতে স্থিতা ।

মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যখ্যা সরলাস্তাং সতাং মুদে ॥

পূর্বকালে অঙ্গিরা ঋষি সেই এই সত্য ব্রহ্ম [শৌনককে] বলিয়া-
ছিলেন। যে লোক ব্রতচরণ করে নাই, সে ইহা পাঠ করে না। পরম ঋষি
উদ্দেশে নমস্কার করি। অধ্যায়-সমাপ্তি-সূচক বিরুক্তি ॥৬৭॥১১॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তদেতদক্ষরং পুরুষং সত্যমুদ্বিরঙ্গিরা নাম পুরা পূর্বং শৌনকায় বিধি-
বহুপসন্নায় পৃষ্টবতে উবাচ । তদ্বদন্তোহপি তথৈব শ্রেয়োহধিনে মুমুক্ষবে
মোক্ষার্থং বিধিবহুপসন্নায় ক্রমাদিত্যর্থ: । নৈতদগ্রন্থরূপমচীর্ণব্রতোহচরিতব্রতো
হপি অধীতে ন পঠতি ; চীর্ণব্রতস্ত হি বিদ্যা ফলায় সংস্কৃতা ভবতীতি ।
সমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা ; সা যেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্য: পারম্পর্য্যক্রমেণ সম্প্রাপ্তা, তেভ্যো
নম: পরমঋষিভ্য: । পরমং ব্রহ্ম সাক্ষাদৃষ্টবন্তো যে ব্রহ্মাদয়োহবগতবন্ত্চ,
তে পরমর্ষয়ন্তেভ্যো ভূয়োহপি নম: । দ্বির্বিচনমত্যাদরার্থং মুণ্ডক-
সমাপ্ত্যর্থঞ্চ ॥ ৬৭ ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যখ্যে দ্বিতীয়: খণ্ড: ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্ত

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবত: কৃতাবাথর্কণমুণ্ডকো-

পনিষদ্ব্যখ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুরা অর্থ—পূর্বকালে বিধি অনুসারে উপস্থিত হইয়া শৌনক
জিজ্ঞাসা করিলে পর তাঁহার উদ্দেশে অঙ্গিরা নামক ঋষি সেই এই
সত্য অক্ষর পুরুষের উপদেশ দিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, সেইরূপ

অপর আচার্য্যও মোক্ষলাভের জন্য যথাবিধি উপাগত কল্যাণকামী মুমুক্শুকে উপদেশ দিবেন । যে লোক অচীরব্রত অর্থাৎ ব্রতচরণ করে নাই, সে লোক এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে না ; কেননা, ব্রতচরণ-সম্পন্ন ব্যক্তির বিজ্ঞাই সংস্কৃত (শক্তিমুক্ত) হইয়া ফলজনক হইয়া থাকে (সুতরাং অচীরব্রতের লোক ফলহীন হইয়া থাকে) । ব্রহ্মবিজ্ঞা সমাপ্ত হইল । যে ব্রহ্মাদি হইতে পরম্পরাক্রমে এই বিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পরম ঋষিগণের উদ্দেশে নমস্কার । ব্রহ্মা প্রভৃতি ষাঁহারা পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন এবং অবগতও হইয়াছিলেন ; তাঁহাদের পরমর্ষি, পুনশ্চ তাঁহাদের উদ্দেশে নমস্কার । সমধিক আদর প্রদর্শনার্থ এবং মুণ্ডকোপনিষৎ-সমাপ্ত্যর্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥৬৭॥১১॥

ইতি অথর্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদে

তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ।